SL	أسماء الحسنى	Asma'ul Husna	আসমাউল হুসনা
1	اللهُ	ALLAH (The Greatest Name)	আল্লাহ (এটাকে আল্লাহর জাতি নাম বলা হয়।অনেকেই এ নামের কোন অর্থ করেননি।কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন যুক্ত অক্ষর-ال+الإله বলে সার্বভৌমত্বের একমাত্র অধিকারী)
2	الرَّحْمَنُ	AR-RAHMAAN (The All-Compassionate)	আর-রহমান (পরম দাতা ও দয়ালু)
3	الرَّحِيمُ	AR-RAHEEM (The All-Merciful)	আর-রহীম (পরম দাতা ও দয়ালু)
4	الْمَلِكُ	AL-MALIK (The Absolute Ruler)	আল-মালিক (রাজাধিরাজ)
5	الْقُدُّوسُ	AL-QUDDUS (The Pure One)	আল-ক্বুদ্দূস (সব ত্রুটি থেকে পবিত্র)
6	السَّلَامُ	AS-SALAM (The Source of Peace)	আস-সালাম (একমাত্র শান্তি দান কারী)
7	الْمُؤْمِنُ	AL-MU'MIN (The Inspirer of Faith)	আল-মু'মিন (একমাত্র নিরাপত্তা দান কারী)
8	الْمُهَيْمِنُ	AL-MUHAYMIN (The Guardian)	আল-মুহাইমিন (একমাত্র রক্ষণাবেক্ষণকারী)
9	الْعَزِيزُ	AL-AZEEZ (The Victorious)	আল-'আযীয (মহা সন্মানিত)
10	الْجَبَّارُ	AL-JABBAR (The Compeller)	আল-জাব্বার (এমন বাদশাহ যিনি যা খুশি তাই করতে পারেন)

To learn more click here

11	الْمُتَكَبِّرُ	AL-MUTAKABBIR (The Greatest)	আল-মুতাকাব্বির (অহংকার এবং গৌরবের একমাত্র মালিক)
12	الْخَالِقُ	AL-KHAALIQ (The Creator)	আল-খলিক্ব (দৃশ্যমান যাবতীয় জিনিষের সৃষ্টিকর্তা)
13	الْبَارِئُ	AL-BAARI' (The Maker of Order)	আল-বারি' (রুহ এবং অদৃশ্য যাবতীয় জিনিষের সৃষ্টিকর্তা)
14	الْمُصَوِّرُ	AL-MUSAWWIR (The Shaper of Beauty)	আল-মুসউয়ির (আকার আকৃতি দান কারী)
15	الْغَفَّارُ	AL-GHAFFAR (The Forgiving)	আল-গফ্ফার (অনেক বড় ক্ষমাশীল)
16	الْقَهَّارُ	AL-QAHHAR (The Subduer)	আল-ক্বহ্হার (প্রভাব বিস্তারকারী মহাশক্তিধর)
17	الْوَهَّابُ	AL-WAHHAAB (The Giver of All)	আল-ওয়াহ্হাব (অনেক বড় দাতা)
18	الرَّزَّاقُ	AR-RAZZAAQ (The Sustainer)	আর-রযযাক্ব (রিজিক বা রুজি দানকারী)
19	الْفَتَّاحُ	AL-FATTAAH (The Opener)	আল-ফাত্তাহ্ (যিনি বন্ধ দরোজা খুলেদেন।বিদ্যা,বুদ্ধি,রুজি ইত্যাদীর)
20	الْعَلِيمُ	AL-'ALEEM (The Knower of All)	আল-'আলীম (সর্বজ্ঞ,যিনি সবকিছু জানেন)
21	الْقَابِضُ	AL-QAABID (The Constrictor)	আল-ক্বাবিদু (যিনি সংকীর্ণ বা ছোট করেন)
22	الْبَاسِطُ	AL-BAASIT (The Reliever)	আল-বাসিত (যিনি প্রশস্ত বা বড় করেন)

To learn more click here

23	الْخَافِضُ	AL-KHAAFIDH (The Abaser)	আল-খাফিদু (তিনি অবস্থার অবনতি করেন)
24	الرَّافِعُ	AR-RAAFI' (The Exalter)	আর-রা'ফি (তিনিই উন্নতি দান করেন)
25	الْمُعِزُّ	AL-MU'IZZ (The Bestower of Honors)	আল-মু'ইয্ব (তিনি সন্মান দানকারী)
26	الْمُذِلُّ	AL-MUZIL (The Humiliator)	আল-মুঝিল্লু (তিনি অপদস্থ কারী)
27	السَّمِيعُ	AS-SAMEE' (The Hearer of All)	আস-সামী'উ (যিনি সবকিছু শুনেন)
28	الْبَصِيرُ	AL-BASEER (The Seer of All)	আল-বাসীরু (সব কিছু যিনি দেখেন)
29	الْحَكَمُ	AL-HAKAM (The Judge One)	আল-হাকাম (একমাত্র আদেশ দানকারী ও আইন প্রণেতা)
30	الْعَدْلُ	AL-'ADL (The Just)	আল-'আদল্ (ন্যায়পরায়ণ ও ন্যয়বিচারক)
31	اللَّطِيفُ	AL-LATEEF (The Subtle One)	আল-লাতীফ (একমাত্র সূক্ষ্মদর্শী)
32	الْخَبِيرُ	AL-KHABEER (The All-Aware)	আল-খবীর (যিনি গোপন খবর জানেন)
33	الْحَلِيمُ	AL-HALEEM (The Forbearing)	আল-হালীম (অতিশয় ধৈর্যশীল)
34	الْعَظِيمُ	AL-'ATHEEM (The Magnificent)	আল-'আযীম (অতি মহান)
35	الْغَفُورُ	AL-GHAFOOR (The Forgiver and Hider of Faults)	আল-গ'ফূর (অতিশয় ক্ষমাশীল)

To learn more click here

36	الشَّكُورُ	ASH-SHAKOOR (The Rewarder of Thankfulness)	আশ-শাকূর (সঠিক কর্ম সম্পাদনকারী,কৃতজ্ঞতার প্রতিদানকারি)
37	الْعَلِيُّ	AL-'ALEE (The Highest)	আল-'আলিই (অতি বড় মহান)
38	الْكَبِيرُ	AL-KABEER (The Greatest)	আল-কাবীর (সবচেয়ে বড়)
39	الْحَفِيظُ	AL-HAFEEDH (The Preserver)	আল-হাফীয (সবকিছু সংরক্ষণকারী)
40	الْمُقِيتُ	AL-MUQEET (The Nourisher)	আল-মুক্বীত (সবার রুজি উপার্যন দানকারী)
41	الْحَسِيبُ	AL-HASEEB (The Accounter)	আল-হাসীব (সবার হিসাব গ্রহনকারী)
42	الْجَلِيلُ	AL-JALEEL (The Mighty)	আল-জালীল (অতি বড় মর্যাদাশালী)
43	الْكَرِيمُ	AL-KAREEM (The Generous)	আল-কারীম (বড় দাতা)
44	الرَّقِيبُ	AR-RAQEEB (The Watchful One)	আর-রক্বীব (গোপন ও প্রকাশ্য সবজান্তা)
45	الْمُجِيبُ	AL-MUJEEB (The Responder to Prayer)	আল-মুজীব (করূণ প্রার্থনা শ্রবণকারী)
46	الْوَاسِعُ	AL-WAASI' (The All-Comprehending)	আল-ওয়াসি'উ (যিনি বিশাল,অফুরন্ত)
47	الْحَكِيمُ	AL-HAKEEM (The Perfectly Wise)	আল-হাকীম (সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী)
48	الْوَدُودُ	AL-WADOOD (The Loving One)	আল-ওয়াদূদ (প্রেমময়)
49	الْمَجِيدُ	AL-MAJEED (The Majestic One)	আল-মাজীদ (সবচেয়ে সন্মানিত)

To learn more click here

50	الْبَاعِثُ	AL-BA'ITH (The Resurrector)	আল-বা'ইসু (কিয়মত দিবসে পুনরুত্থানকারী)
51	الشَّهِيدُ	ASH-SHAHEED (The Witness)	আশ-শাহীদ (প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্যদাতা)
52	الْحَقُّ	AL-HAQQ (The Truth)	আল-হাক্ক্ব (তিনি মহা সত্য)
53	الْوَكِيلُ	AL-WAKEEL (The Trustee)	আল-ওয়াকীল (একমাত্র কার্যনির্বাহক)
54	الْقَوِيُّ	AL-QAWIYY (The Possessor of All Strength)	আল-ক্বউই (প্রবল পরাক্রমশালী)
55	الْمَتِينُ	AL-MATEEN (The Forceful One)	আল মাতীন (মহা শক্তিধর)
56	الْوَلِيُّ	AL-WALIYY (The Protecting Friend)	আল-ওয়ালিই (বিপদে একমাত্র বন্দু)
57	الْحَمِيدُ	AL-HAMEED (The Praised One)	আল-হামীদ (একমাত্র প্রশংসার যোগ্য)
58	الْمُحْصِي	AL-MUHSEE (The Appraiser)	আল-মুহসী (হিসাব সংরক্ষণকারী)
59	الْمُبْدِئُ	AL-MUBDI (The Originator)	আল-মুব্‌দি' (সব বস্তুর প্রথম শ্রষ্টা)
60	الْمُعِيدُ	AL-MU'ID (The Restorer)	আল-মু'ঈদ (পুনরুত্থানকারী শ্রষ্টা)
61	الْمُحْيِي	AL-MUHYEE (The Giver of Life)	আল-মুহীই (জীবনের শ্রষ্টা)
62	الْمُمِيتُ	AL-MUMEET (The Taker of Life)	আল-মুমীত (মৃত্যু দাতা)
63	الْحَيُّ	AL-HAYY (The Ever Living One)	আল-হাইই (চিরঞ্জীব)
64	الْقَيُّومُ	AL-QAYYOOM (The Self-Existing One)	আল-ক্বইয়ূম (চিরস্থায়ী)

To learn more click here

65	الْوَاجِدُ	AL-WAAJID (The Finder)	আল-ওয়াজিদ (প্রকৃত ধনী,উদ্ভাবনকারী)
66	الْمَاجِدُ	AL-MAAJID (The Glorious)	আল-মাজিদ (একমাত্র সম্মানীত ও গৌরবান্বিত)
67	الْوَاحِدُ	AL-WAAHID (The One, the All Inclusive, The Indivisible)	আল-ওয়াহ্‌িদ (তিনি এক অদ্বিতীয়)
68	الصَّمَدُ	AS-SAMAD (The Satisfier of All Needs)	আস-সমাদ (তিনি কারো ধার ধারেন না)
69	الْقَادِرُ	AL-QADEER (The All Powerful)	আল-ক্বদির (শক্তিমান)
70	الْمُقْتَدِرُ	AL-MUQTADIR (The Creator of All Power)	আল-মুক্বতাদির (সর্ব শক্তির উদ্ভাবক)
71	الْمُقَدِّمُ	AL-MUQADDIM (The Expediter)	আল-মুক্বদ্দিম (তিনি অগ্রগামী করেন)
72	الْمُؤَخِّرُ	AL-MU'AKHKHIR (The Delayer)	আল-মুআক্ষির (তিনি পেছনে ফেলে দেন)
73	الْأَوَّلُ	AL-AWWAL (The First)	আল-আউয়াল (তিনিই আদি)
74	الْآخِرُ	AL-AAKHIR (The Last)	আল-আখির (তিনিই অন্ত)
75	الظَّاهِرُ	AZ-DHAAHIR (The Manifest One)	আজ়-জহির (তিনি প্রকাশ্য)
76	الْبَاطِنُ	AL-BAATIN (The Hidden One)	আল-বাতিন (তিনিই গোপন)
77	الْوَالِيَ	AL-WAALI (The first governor)	আল-ওয়ালি (তিনিই প্রথম অধিকার বিস্তারকারী বাদশাহ)
78	الْمُتَعَالِي	AL-MUTA'ALI (The Supreme One)	আল-মুতা'আলী (সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান)

To learn more click here

79	الْبَرُّ	AL-BARR (The Doer of Good)	আল-বার্‌র (পরম বন্ধু)
80	التَّوَّابُ	AT-TAWWAB (The Guide to Repentance)	আত-তাওয়াব (তিনি তওবা কবুল কারী)
81	الْمُنْتَقِمُ	AL-MUNTAQIM (The Avenger)	আল-মুন্‌তাক্বিম (শাস্তিদাতা)
82	الْعَفُوُّ	AL-‘AFUWW (The Forgiver)	আল-’আফুউ (ক্ষমাশীল)
83	الرَّءُوفُ	AR-RA’OOF (The Clement)	আর-র’ওফ (অতিশয় সদয়)
84	مَالِكُ الْمُلْكِ	MAALIK-UL-MULK (The Owner of All)	মালিকুল মুলক্‌ (বিশ্বজাহানের মালিক)
85	ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	DHUL-JALAALI WAL-IKRAAM (The Lord of Majesty and Bounty)	জুল জালালি ওয়াল ইকরম (সব প্রভাব প্রতিপত্তির মালিক)
86	الْمُقْسِطُ	AL-MUQSIT (The Equitable One)	আল-মুক্বসিত (ন্যায় বিচারক)
87	الْجَامِعُ	AL-JAAMI’ (The Gatherer)	আল-জামি’ (সমবেত কারী)
88	الْغَنِيُّ	AL-GHANIYY (The Rich One)	আল-গ’নিই (প্রকৃত ধনী)
89	الْمُغْنِي	AL-MUGHNI (The Enricher)	আল-মুগ’নি (ধনীর শ্রষ্টা)
90	الْمَانِعُ	AL-MANI’ (The Preventer of Harm)	আল-মানি’ (ধনী ও নির্ধন সৃষ্টি কারী)
91	الضَّارَّ	AD-DHARR (The Creator of The Harmful)	আদ্‌-দর্‌র (অনিষ্টের মালিক)
92	النَّافِعُ	AN-NAFI’ (The Creator of Good)	আন-নাফি’ (লাভ দান কারী)
93	النُّورُ	AN-NUR (The Light)	আন-নূর (তিনি আলো)

To learn more click here

94	الْهَادِي	AL-HAADI (The Guide)	আল-হাদী (তিনি পথ দেখান বা হিদায়াত দানকারী)
95	الْبَدِيعُ	AL-BADEE' (The Originator)	আল-বাদী' (প্রথম অস্তিত্ব দানকারী)
96	الْبَاقِي	AL-BAAQI (The Everlasting One)	আল-বাকী (তিনিই অবশিষ্ট থাকবেন)
97	الْوَارِثُ	AL-WAARITH (The Inheritor of All)	আল-ওয়ারিস (সকল সম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকারি)
98	الرَّشِيدُ	AR-RASHEED (The Righteous Teacher)	আর-রশীদ (তিনি সত্য)
99	الصَّبُورُ	AS-SABOOR (The Patient One)	আস-সবূর (তিনি ধৈর্যশীল)

الله

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

আল্লাহর ৯৯টি পবিত্র নাম রয়েছে। এগুলোকে একত্রে আসমাউল হুসনা- সুন্দরতম নামসমূহ বলা হয়। ধারাবাহিকভাবে পবিত্র নামগুলোর আলোচনা সংক্ষেপে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ। আসমাউল হুসনার আজকের বিষয় 'আল্লাহ'। 'আল্লাহ্' হচ্ছে মহান আল্লাহর জাতি নাম, মৌলিক নাম। আল্লাহ শব্দটি পবিত্র কোরআনে ২৫৮৪ বার এসেছে । এই শব্দের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায় মক্কায় অবতীর্ণ ১১২ নম্বর সূরায়। মহান আল্লাহ বলেন :

قل هو الله احد ﴿١﴾ اَللّٰهُ اَلصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴿٤﴾

To learn more click here

অর্থ : বল, হে নবী! তিনি 'আল্লাহ' । তিনি এক ও একক। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ মুখাপেক্ষীহীন। তিনি জন্ম দেন না এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। কেউ নেই তাঁর সমকক্ষ- সমতুল্য।

চার আয়াত বিশিষ্ট এ সূরায় ১৫ টি শব্দ ৪৭ টি অক্ষর রয়েছে।

এ সূরাটিকে আত-তাওহীদও বলা হয়।

হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইসলাম কবুলের অপরাধে যখন অমানবিক নির্যাতন করা হচ্ছিল , তখন তিনি শুধু আহাদ শব্দটি বারবার উচ্চারণ করছিলেন। মক্কার মুশরিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে আল্লাহ ও আল্লাহর বংশ পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে এ সূরাটি নাযিল করা হয়।

সহীহ মুসলিমের বর্ণনানুসারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম একদা সাহাবিদেরকে একত্রিত করেছেন কোরানের এক-তৃতীয়াংশ শোনাবেন বলে। তিনি সেখানে সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করলেন এবং বললেন, এটি পবিত্র কোরআনের এক-তৃতীয়াংশ।

পবিত্র কোরআনে প্রধানত তাওহীদ রেসালাত ও আখিরাত এই তিনটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং রিসালাতের সম্পূর্ণদায়িত্বই ছিল আল্লাহর ওয়াহদানিয়াত বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা। সেই হিসেবেও সূরাটি পবিত্র কুরআনের তিনভাগের একভাগ।

তাফসীর ইবনে কাসীরে আল্লাহ শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: যখন ঈহুদিরা বলে, আমরা আল্লাহর পুত্র উজায়েরের উপাসনা করি। খ্রীস্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর পুত্র ঈসার উপাসনা করি। জোরাসটিসিয়ানরা বলে, আমরা সূর্য ও চাঁদের উপাসনা করি। পৌত্তলিকরা বলে, আমরা মূর্তি পূজা করি। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন, বল হে নবী: তিনি আল্লাহ এক অদ্বিতীয়। যাঁর কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই। যাঁর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। যাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। যাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে: হে নবী তাদের জিজ্ঞাসা করো, পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সেগুলো কার? যদি তোমরা জানো তবে বল? অবশ্যই তারা বলবেঃ আল্লাহর। বলো, তবে কেন শিক্ষা গ্রহণ করো না?

হে নবী তাদের জিজ্ঞেস করো, সাত আকাশ ও আরশে আজিমের রব কে? অবিলম্বেই তারা বলবে 'আল্লাহ' ।

বল, তবে কেন তোমরা সতর্ক হও না?

To learn more click here

হে নবী! তাদের জিজ্ঞেস করো, কার মুষ্টিবদ্ধ রয়েছে সবকিছুর কর্তৃত্ব, যিনি সবাইকে আশ্রয় দেন এবং যাঁর ওপর কোনো আশ্রয়দাতা নেই? যদি তোমরা জানো, বলো। অবিলম্বে তারা বলবেঃ 'আল্লাহ'। বলো, তবে কোন দিকে তোমরা মোহগ্রস্ত হচ্ছো?

- সূরা আল মুমিনুন আয়াত নম্বর ৮৪ থেকে ৮৯।

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ তিনিই তোমাদের ভ্রমণ করান স্থলভাগে এবং সমুদ্রে। এভাবে তোমরা যখন নৌযানে ভ্রমণ কর এবং সেগুলো আরোহীদের নিয়ে অনুকূল বাতাসে এগিয়ে চলে এবং তাতে তারা আনন্দিত হয়। অতঃপর যখন দমকা হাওয়া এবং সবদিক থেকে আগত উত্তাল তরঙ্গমালা সেগুলোকে আক্রমণ করে এবং তারা মনে করে যে তারা ঘেরাও হয়ে পড়েছে তখন আল্লাহর জন্য আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করে তারা কেবল তাঁকেই ডাকতে থাকে। তারা তখন তাঁকে বলে, তুমি যদি আমাদের উদ্ধার করো তাহলে অবশ্যই আমরা শোকরগোজারী হব।

- সূরা ইউনুস আয়াত নম্বর ২২

তিনি 'আল্লাহ' এক অদ্বিতীয়। তাঁর কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই। তাঁর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। আল্লাহর সমকক্ষ কাউকে মনে করলে কঠিন অপরাধ হবে। ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হবে। সুতরাং কাউকে আল্লাহর সমতুল্য দাঁড় না করিয়ে শিরকমুক্ত ঈমানের চর্চা করার তৌফিক মহান আল্লাহ আমাদেরকে দান করুন। আমীন।

اَلرَّحْمٰن

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম আসমাউল হুসনার ২য় নাম اَلرَّحْمٰن ‘আল রহমান’ আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় ‘اَلرَّحْمٰن’ শব্দের মূল ر- ح- م , এই মূল শব্দ থেকে যে সকল শব্দ বের হয়েছে তা পবিত্র কোরআন মাজিদে ২২০ বার এসেছে। কিন্তু ‘রহমান’ শব্দটি ৫৭ বার এসেছে। ‘আর রহমান’ শব্দের অর্থ ‘পরম করুণাময়’।

To learn more click here

তেলাওয়াত:

اَلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً
مَّا تَرَىٰ فِى خَلْقِ اَلرَّحْمَـٰنِ مِن تَفَاوُتِ
فَارْجِعِ اَلْبَصَرَ
هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ (٦٧: ٣)

যিনি সাত আসমান স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন।
দয়াময় রহমানের সৃষ্টিতে কোন খুঁত তুমি দেখতে পাবে না।
আবার তাকিয়ে দেখো,
দেখতে পাও কি কোন খুঁত?
সূরা আল মুলক ৩ নং আয়াত।

আস্তিক-নাস্তিক সহ সমস্ত সৃষ্টির প্রতিই বর্ষিত হয় আল্লাহর দয়া ও করুণা। আল্লাহর রহমতের বাইরে কেউই নয়।

সূরা 'আর রহমানে' ৩১ বার যে আয়াতটি বলা হয়েছে তার অর্থ "হে জিন ও মানুষ তোমাদের প্রভুর কোন দানকে তোমরা করবে অস্বীকার"?

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে:

সূরা বনী ইসরাইলের ১১০ নং আয়াতে-

"হে নবী! বলো তোমরা তাঁকে 'আল্লাহ' বলে ডাকো কিংবা 'রহমান' বলে ডাকো তোমরা যে নামেই তাঁকে ডাকো সুন্দরতম নামসমূহ তো তাঁরই"।

সূরা মরিয়ম এর ৫৮ নং আয়াতে -

"যাদেরকে আমরা হেদায়াত করেছিলাম এবং মনোনীত করেছিলাম, তাদের প্রতি যখন রহমানের আয়াত তেলাওয়াত করা হতো তারা কাঁদতে কাঁদতে সেজদায় লুটিয়ে পড়তো"

সূরা ফুরকান ৬০ নং আয়াতে-

To learn more click here

“কাফেরদের যখন বলা হয় রহমানকে সেজদা কর তখন তারা বলে: রহমান আবার কে? তুমি কাউকে সেজদা করতে বললেই কি আমরা তাকে সেজদা করবো, এরপরে তাদের পালায়নই বৃদ্ধি পায়।”

সূরা ফুসসিলাত ২ নং আয়াতে-

“রহমানুর রহিম এর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে এই কিতাব আল কোরআন।”

সূরা আয-যুখরুফ ৩৬ নং আয়াতে-

“যে-ব্যক্তি রহমানের জিকির থেকে বিমুখ হয়ে জীবন যাপন করে আমরা তার পেছনে নিয়োগ করে দেই একটা শয়তান, সে হয়ে যায় তার সঙ্গী।”

সূরা আল হাশর ২২ নং আয়াতে-

“তিনিই আল্লাহ তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি গায়েব ও দৃশ্যের জ্ঞানী। তিনি পরম করুণাময়, পরম দয়াবান।”

সূরা আল আম্বিয়া ৪২ নং আয়াতে

“হে নবী! তাদের জিজ্ঞেস করো: রাতে এবং দিনে রহমানের পাকড়াও থেকে তোমাদের রক্ষা করবে কে? বরং তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদের প্রভুর জিকির অর্থাৎ আল-কোরআন থেকে”।

বুখারী শরীফের হাদিস-

আল্লাহ তাআলা যখন সকল প্রাণী সৃষ্টি করেছেন, তখন তাঁর সিংহাসনের উপর রক্ষিত কিতাবে তিনি লিখে নিজের কাছে রেখেছেন আমার করুণা আমার ক্রোধের উপর অধিকতর প্রভাবশালী।

মুসলিম শরীফের হাদীস-

যারা মানুষকে দয়া প্রদর্শন করে না তাদেরকে আল্লাহ করুণা বর্ষণ করবেন না।

মুসলিম শরীফের হাদীস-

To learn more click here

রাসূল সা: যখন বলা হয়েছিল পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে, তিনি বলেছিলেন- "আমাকে অভিশাপ দেয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়নি, বরং দয়া প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।"

যেহেতু আল্লাহ আমাদেরকে করুণা করেন সুতরাং আমাদের উচিত সকল মানুষ ও সৃষ্টি জগতের সমস্ত প্রাণীর উপর দয়া প্রদর্শন করা।

আল্লাহর রহমত থেকে আমাদের কখনোই নিরাশ হওয়া চলবে না, আল্লাহর রহমত সর্বব্যাপ্ত। 'আর রহমানের' সাথে কাউকে শরিক করা জঘন্য অপরাধ। আল্লাহ এই অপরাধ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদেরকে শিরিক মুক্ত হিসেবে জীবনযাপনের তৌফিক দান করুক। আমিন।

الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

আজকের আলোচ্য বিষয় 'আর রহীম'। 'আসমাউল হুসনা' অর্থাৎ 'আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ' । এই ৯৯ নামের অন্যতম ৩য় নাম 'আর রহীম'।

আরবি ভাষায় 'الرَّحِيْمِ' শব্দের মূল ر- ح- م , এই মূল শব্দ থেকে যে সকল শব্দ বের হয়েছে তা পবিত্র কোরআন মাজিদে ২২০ বার এসেছে। কিন্তু 'রহীম' শব্দটি ১১৬ বার এসেছে। 'আর রহীম' শব্দের অর্থ 'পরম দয়াবান'।

তেলাওয়াত:

هُوَ اَلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ
لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ اَلظُّلُمَاتِ إِلَى اَلنُّورِ
وَكَانَ بِاَلْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً (٣٣: ٤٣)

সূরা আল আহযাবের ৪৩ নং এই আয়াতের অর্থ হচ্ছে-

তিনি তোমাদের প্রতি সালাত (রহমত ও অনুগ্রহ) করেন,

To learn more click here

আর তাঁর ফেরেশতারাও (তোমাদের জন্য তাঁর রহমত প্রার্থনা করে),
তোমাদেরকে অন্ধকার রাশি থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসার জন্য।
তিনি মুমিনদের প্রতি অতি দয়াবান।

'আর রহমান' শব্দ দ্বারা সকল সৃষ্টির প্রতিই আল্লাহর দয়া ও করুণা বুঝায়। 'আর রহিম' শব্দ বিশেষভাবে মুমিনদের প্রতি দয়া ও করুণা।

পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হচ্ছে:

نَبِّىءْ عِبَادِى أَنِّى أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾

সূরা আল হিজর ৪৯ নং আয়াত-

আমার বান্দাদের সংবাদ দাও, নিশ্চয়ই আমি মহাক্ষমাশীল, মহাদয়াময়।

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾

সূরা আলি ইমরান ১৩২ নং আয়াত-

তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং এই রাসুলের, তাহলে তোমাদের প্রতি রহম করা হবে।

وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لاَ تُحْصُوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨﴾

সূরা আন নাহল ১৮ নং আয়াত-

তোমরা যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করো তবে সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

إِلاَّ مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوۤءٍ فَإِنِّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾

সূরা আন নামল ১১ নং আয়াত-

তবে যারা জুলুম করে এবং তার পর মন্দ কাজের পরিবর্তে পূন্য কাজ করে, তাদের প্রতি আমি পরম ক্ষমাশীল, দয়াময়।

To learn more click here

وَ هَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾

সূরা আনআম ১৫৫ নং আয়াত-

আর এই কিতাব (আল কোরআন) আমরা নাযিল করেছি একটি মোবারক (কল্যাণময়) কিতাব হিসেবে। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ করো এবং সতর্ক হও, তা হলে তোমাদের প্রতি রহম করা হবে।

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

সূরা আল যুমার ৫৩ নং আয়াত-

হে নবী! বলে দাও: হে আমার (আল্লাহর) দাসেরা! যারা নিজেদের প্রতি জুলুম অবিচার করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। আল্লাহ সমস্ত পাপই ক্ষমা করে দেবেন, কারণ তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَآمِنُواْ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٨﴾

সূরা আল হাদীদ ২৮ নং আয়াত-

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং ঈমান আনো তাঁর রাসূলের প্রতি, তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদের দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন, আর তোমাদের দেবেন নূর (আলো) যার সাহায্যে তোমরা পথ চলবে (জীবনযাপন করবে) এবং তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, দয়াবান।

তিনটি সহীহ হাদীস:

১. "পৃথিবীতে যাহা কিছু বিদ্যমান তাদের উপর দয়া করো, তাহলে আকাশে যিনি আছেন অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর করুণা বর্ষণ করবেন"।

২. "যার অন্তর কঠিন-কঠোর সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা থেকে অনেক দূরে"।

৩. "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমি 'আর রহমান' তোমরা বড় বড় জিনিস আমার কাছে চাইতে থাকো, কিন্তু আমি 'আর রহিম'ও সুতরাং তোমরা আমার কাছে ছোট জিনিসও চাইতে থাকো যেমন জুতার ফিতা, তোমাদের খাবারের লবণ, ইত্যাদি"।

To learn more click here

যেহেতু আল্লাহ ‘আর রহমান’ ‘আর রহিম’ আমাদের প্রতি ‘পরম করুণাময়’ ‘পরম দয়ালু’। সুতরাং আমাদের উচিত সমস্ত মানুষ এবং সৃষ্টি জগতের সমস্ত প্রাণী, গাছপালা, পশু-পাখির উপর দয়া প্রদর্শন করা।

আল্লাহর ‘রহমত’ থেকে কখনোই নিরাশ হওয়া যাবে না। আল্লাহর ‘রহমত’ সর্বব্যাপী, সর্বব্যাপ্ত।

‘আর রহিমের’ সাথে কাউকে শরিক করা চরম জঘন্য ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। আল্লাহ এই অপরাধ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদেরকে শিরক্মুক্ত ভাবে জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুক। আমিন।

اَلْمَلِك

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

‘আসমাউল হুসনা’ অর্থাৎ ‘আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ’ ৯৯টি। আসমাউল হুসনার আজকের আলোচনার বিষয় ৪র্থ নাম ‘আল মালিক’।

مَلِك শব্দের মূল ك ل م দ্বারা গঠিত বিভিন্ন শব্দ পবিত্র কোরআন মজিদে ২০৬ বার এসেছে। এবং বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন ‘রাজা’, ‘রাজ্য’, ‘ফিরিশতা’ ইত্যাদি। কিন্তু ‘অল্লাহ ‘আল মালিক’ মাত্র ৫ বার এসেছে।
‘আল মালিক’ শব্দের অর্থ ‘রাজাধিরাজ’।

পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ হচ্ছে:

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِى اَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِى اَلأَرْضِ اَلْمَلِكِ اَلْقُدُّوسِ اَلْعَزِيزِ اَلْحَكِيمِ ﴿١﴾

সূরা আল জুমুয়া ১ নং আয়াত -

মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তাসবিহ করছে আল্লাহর, যিনি মহান সম্রাট, অতিশয় পবিত্র, মহাশক্তিধর, মহা প্রজ্ঞাবান।

قُلِ اَللَّٰهُمَّ مَالِكَ اَلْمُلْكِ تُؤْتِى اَلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ اَلْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ اَلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

সূরা আলি ইমরান ২৬ নং আয়াত -

To learn more click here

(হে নবী) বল: হে আল্লাহ! সমস্ত কর্তৃত্বের মালিক তুমি। যাকে ইচ্ছা তুমি ক্ষমতা দান করো এবং যার থেকে ইচ্ছা তুমি ক্ষমতা কেড়ে নাও। যাকে ইচ্ছা তুমি ইজ্জত দান করো এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করো। সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয়ই তুমি সব বিষয় সর্ব শক্তিমান।

مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ﴿٤﴾

সূরা আল ফাতিহা ৪ নং আয়াত -

(যিনি) প্রতিফল দিবসের মালিক।

قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿١﴾
مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴿٢﴾

সূরা আন নাস ১ এবং ২ নং আয়াত -

(হে নবী) বলো: আমি আশ্রয় চাই মানবজাতির প্রভুর কাছে। মানবজাতির সম্রাটের কাছে।

فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡحَقُّ وَلَا تَعۡجَلۡ بِٱلۡقُرۡءَانِ مِن قَبۡلِ أَن يُقۡضَىٰٓ إِلَيۡكَ وَحۡيُهُۥ وَقُل رَّبِّ زِدۡنِي عِلۡمٗا ﴿١١٤﴾

সূরা তোয়াহা ১১৪ নং আয়াত -

আল্লাহ অতীব মহান, প্রকৃত সম্রাট তিনিই। তোমার প্রতি ওহী সম্পন্ন হবার আগেই তুমি তাড়াহুড়া করে কোরআন পাঠ করো না। তুমি বলো: আমার প্রভু! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করো।

বুখারী ও মুসলিমের সহীহ হাদীস:

যেই ব্যক্তি দৈনিক ১০০ বার পড়বে –

لا إلهَ إلاَّ اللَّه وحْدهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁর, সমস্ত প্রশংসা তাঁর, তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

তাকে ১০০ দাসমুক্তি, ১০০ কল্যাণ কাজ এর পুরস্কার দেয়া হবে। এবং তার আমলনামা থেকে ১০০ অন্যায় কাজ মুছে দেয়া হবে। এবং পুরো দিন শয়তানকে তার থেকে দূরে রাখা হবে।

To learn more click here

আন নাসায়ী শরীফের সহীহ হাদীস:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বিতির নামাজের পর তিনবার দোয়া করতেন -

سُبْحَانَ المَلِكِ الْقُدُّوْس

"সুবহান আল মালিকিল কুদ্দুস"। আল্লাহ অতি পবিত্র, মহান সম্রাট।
তৃতীয়বার স্বর উচ্চ করে পড়তেন এবং পরে বলতেন –

رب الملائكة والروح

"রাব্বি মালাইকাতি ওয়ার রুহী"। আমার এবং ফেরেশতাকুল ও রুহের রব।

রাজাধিরাজ আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা চরম গুনাহের কাজ। আল্লাহ তা'আলা শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না।

সুতরাং সে রাজার কাছে ভিখারি রাজা মাগিব তাঁহার কাছে। আমাদের যেকোন প্রয়োজন এর জন্য সরাসরি রাজাধিরাজ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছেই প্রার্থনা করব।
শিরক্ মুক্ত জীবন যাপন করার তৌফিক আল্লাহতালা আমাদেরকে দান করুক। আমিন।

اَلْقُدُّوسُ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

'আসমাউল হুসনা' অর্থাৎ 'আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ' ৯৯টি। আসমাউল হুসনার আজকের আলোচনার বিষয় ৫ম নাম 'আলকুদ্দুস'।

قُدُّوسُ শব্দের মূল ق د س থেকে নির্গত বিভিন্ন শব্দ পবিত্র কোরআন মজিদে ১০ বার এসেছে। এবং 'রুহুল কুদুস (জিবরাইল)', 'পবিত্র' ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু 'অল্লাহ আলকুদ্দুস' মাত্র তিন বার এসেছে। 'আলকুদ্দুস' শব্দের অর্থ 'যিনি সমস্ত ত্রুটি থেকে পবিত্র'।

পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ হচ্ছে:

هُوَ اَللّٰهُ اَلَّذِى لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ اَلْمَلِكُ اَلْقُدُّوسُ ﴿٢٣﴾

সূরা আল হাশর ২৩ নং আয়াত -

To learn more click here

তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনিই সার্বভৌম সম্রাট, তিনি সব ত্রুটি থেকে পবিত্র।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى اَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِى اَلأَرْضِ اَلْمَلِكِ اَلْقُدُّوسِ ﴿١﴾

সূরা জুমুয়া ১ নং আয়াত -

মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তাসবিহ করছে আল্লাহর, যিনি মহান সম্রাট, অতিশয় পবিত্র।

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴿٣٠﴾

সূরা আল বাকারা ৩০ নং আয়াত -

মানুষ সৃষ্টির সময় আল্লাহকে ফেরেশতারা বলেছিল:

আমরাই তো আপনার প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তসবিহ করছি আর আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

বুখারী ও মুসলিমের সহীহ হাদীস:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন: হে আল্লাহ, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যেরকম দূরত্ব, আমার থেকে 'পাপকে' ঐরকম দূরত্বে রাখুন। হে আল্লাহ, ধবধবে সাদা পোশাকের মতো আমাকে পাপ পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করুন। হে আল্লাহ তুষার পানি ও বরফ দ্বারা আমার পাপকে পরিষ্কার করুন।

আল্লাহ-আল-কুদ্দুস অবিচার/ অন্যায়, মিথ্যাবাদিতা, বিস্মৃতি, ত্রুটি, দারিদ্র্য, কঞ্জুসপনা থেকে মুক্ত পবিত্র। আমাদের উচিত হবে সমস্ত অন্যায়/ অবিচার মিথ্যা কথা বলা ও কঞ্জুসীপনা থেকে দূরে থাকা।

আসুন, আল্লাহর কোন একটা গুণের সাথে আমরা অন্য কাউকে শরিক না করি। আমরা শিরক্ থেকে দূরে থাকি। কারণ আল্লাহর শিরকের গুনাহ মাফ করবেন না। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমিন।

اَلسَّلَامُ

To learn more click here

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম আসমাউল হুসনার ৬ষ্ট নাম ‘আস্ সালাম’ আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় ‘আসসালাম’ শব্দের মূল সিন-লাম-মীম। এই মূল শব্দ থেকে যে সমস্ত শব্দ বের হয়েছে তা পবিত্র কোরআন মাজিদে ১৪০ বার এসেছে। ‘আসসালাম’/ ‘ইসলাম’ (আত্মসমর্পণ করা, আত্মসমর্পণ); ‘সালাম’ (শান্তি, শান্তি দাতা); ‘মুসলিম’ (আত্মসমর্পণকারী); বিশুদ্ধ ও সম্ভাষণ অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ ‘আস্ সালাম’ অর্থ একমাত্র শান্তি দানকারি।

পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ হচ্ছে:

هُوَ اَللّٰهُ اَلَّذِى لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ اَلْمَلِكُ اَلْقُدُّوسُ اَلسَّلاَمُ ﴿٢٣﴾

সূরা আল হাশর ২৩ নং আয়াত -

তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনিই সর্বভৌম সম্রাট, তিনি সব ত্রুটি থেকে পবিত্র। তিনি শান্তিদাতা।

وَاَللّٰهُ يَدْعُوَ إِلَىٰ دَارِ اَلسَّلاَمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾

সূরা ইউনুছ ২৫ নং আয়াত -

আল্লাহ দাওয়াত দিচ্ছেন দারুস সালামের (শান্তি নিবাস) এদিকে এবং তিনি যাকে চান পরিচালিত করেন সিরাতুল মুস্তাকিমে (সঠিক সুদৃঢ় পথে)

মুসলিম শরীফের হাদীস:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের পর তিনবার আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন -

اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام -

হে আল্লাহ, তুমি ‘আসসালাম’, তোমার কাছ থেকে ‘আসসালাম’ শান্তি, অতিশয় মহান তুমি, অতীব মর্যাদাবান, মহানুভব।

আল্লাহ ‘আসসালাম’ সমস্ত অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত, তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা।

To learn more click here

আসুন, আমরা আল্লাহকে তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে সর্বসময় স্মরণ করি। তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর সাথে কাউকে শরিক না করি। কারণ শিরিক বড় অপরাধ। আল্লাহ 'আসসালাম' শিরিকের পাপ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুক। আমিন।

اَلْمُؤْمِن

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম আসমাউল হুসনার ৭ম নাম 'আল মু'মিন' আজকের আলোচনার বিষয় ।

আরবি ভাষায় 'اَلْمُؤْمِن' শব্দের মূল হামজা-মিম-নুন। এই মূল শব্দ থেকে যে সমস্ত শব্দ বের হয়েছে তা পবিত্র কোরআন মাজিদে ৮৭৯ বার এসেছে। এবং এই সমস্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে: বিশ্বাস করা, ঈমান আনা, বিশ্বাসী, বিশ্বস্থতা-বিশ্বস্ত, ভয়মুক্ত ও নিরাপদ হওয়া, শান্তি-প্রশান্তি, নিরাপত্তা এবং নিরাপত্তা দান করা।

আল্লাহ আল মু'মিন অর্থ একমাত্র শান্তি দানকারী।

পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ হচ্ছে:

هُوَ اَللّٰهُ اَلَّذِى لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ اَلْمَلِكُ اَلْقُدُّوسُ اَلسَّلاَمُ اَلْمُؤْمِن ﴿٢٣﴾

সূরা আল হাশর ২৩ নং আয়াত -

তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনিই সর্বভৌম সম্রাট, তিনি সব ত্রুটি থেকে পবিত্র। তিনি শান্তিদাতা, তিনি নিরাপত্তা দাতা।

مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ﴿٨٩﴾

সূরা আল নামল ৮৯ নং আয়াত -

যে ভাল কাজ নিয়ে আসবে, সে পাবে তার চাইতে উত্তম প্রতিফল। তারা সেদিনকার শঙ্কা থেকে থাকবে মুক্ত।

وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

সূরা কুরাইশ ৪ নং আয়াত -

To learn more click here

এবং তাদের নিরাপদ করেছেন ভয়-ভীতি থেকে।

ইবনে মাজাহ ও আবু দাউদের হাদিস:

রাসুল সাঃ সকাল-বিকাল দোয়া করতেন -

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِي وَأٰمِنْ رَوْعَتِي

হে আল্লাহ আমার ত্রুটিগুলো ঢেকে রাখো এবং ভয় থেকে আমাকে নিরাপত্তা দান করো।

আল্লাহ আল-মু'মিন ছাড়া কেউ আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করতে পারবে না। সুতরাং আসুন আমরা আল্লাহ আল মুমিনের কাছে নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করি।

শিরক আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার বানানো কঠিন পাপকাজ। আল্লাহ শিরকের অপরাধ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সাহায় হোন। আমিন।

اَلْمُهَيْمِن

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম আসমাউল হুসনার ৮ম নাম اَلْمُهَيْمِن 'আল মুহাইমিন' আজকের আলোচনার বিষয় ।

আরবি ভাষায় 'اَلْمُهَيْمِن' শব্দের মূল হা-মিম-নুন। এই মূল শব্দ থেকে যে সমস্ত শব্দ বের হয়েছে তা পবিত্র কোরআন মাজিদে ২ বার এসেছে। এবং اَلْمُهَيْمِن শব্দের অর্থ: ডানা মেলে রক্ষা করা, যেমন- মুরগি তার ছানাকে ডানার ভিতর রেখে রক্ষা করে।

পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ হচ্ছে:

هُوَ اَللّٰهُ اَلَّذِى لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ اَلْمَلِكُ اَلْقُدُّوسُ اَلسَّلاَمُ اَلْمُؤْمِن اَلْمُهَيْمِن ﴿٢٣﴾

সূরা আল হাশর ২৩ নং আয়াত -

তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনিই সর্বভৌম সম্রাট, তিনি সব ত্রুটি থেকে পবিত্র। তিনি শান্তিদাতা, তিনি নিরাপত্তা দাতা, তিনি একমাত্র রক্ষক।

To learn more click here

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ ﴿٤٨﴾

সূরা মায়েদা ৪৮ নং আয়াত -

আমরা তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব (আল কোরআন) অবতীর্ণ করেছি, ইহার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের প্রত্যয়নকারী ও সংরক্ষকরূপে।

বুখারী শরীফের হাদিস:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেছেন: মানুষের শরীরে এক খন্ড মাংসপিণ্ড রয়েছে, যদি সেটা পরিশোধিত হয়, তবে সমস্ত শরীর ভালো থাকে, আর যদি সেটি পঙ্কিলিত হয়ে যায়, তবে সমস্ত শরীর নষ্ট হয়ে যায়, আর সেটা হচ্ছে 'হৃদয়'।

আসুন, আমরা আল্লাহ একমাত্র রক্ষক তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা। আল্লাহ একমাত্র রক্ষক ছাড়া অন্য কাউকে রক্ষক মনে করলে এবং সাহায্য প্রার্থনা করলে আমরা শিরকের পাপে লিপ্ত হয়ে যাব। শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদেরকে সবসময় শিরিক মুক্ত রাখুন। আমিন।

ٱلْعَزِيْز

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম আসমাউল হুসনার ৯ম নাম 'আল আজিজ' আজকের আলোচনার বিষয়।

'আজিজ' শব্দটি পবিত্র কোরআন মাজিদে ১১৯ বার এসেছে। এর মধ্যে আল্লাহ নিজেকে 'আল আজিজ' বলেছেন ৯২ বার। 'আল আজিজ' অর্থ সর্বশক্তিমান। কোরআন মজীদে অনেকবার 'আল আজিজুল হকীম' এসেছে, যার অর্থ 'সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী' এবং 'আল আজিজুর রহীম' ও বহুবার এসেছে, যার অর্থ 'সর্বশক্তিমান ও অতীব দয়াবান'।

পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ হচ্ছে:

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلاَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيْز ﴿٢٣﴾

সূরা আল হাশর ২৩ নং আয়াত -

To learn more click here

তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনিই সর্বভৌম সম্রাট, তিনি সব ত্রুটি থেকে পবিত্র। তিনি শান্তিদাতা, তিনি নিরাপত্তা দাতা, তিনি একমাত্র রক্ষক, তিনি মহাশক্তিধর।

وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾

সূরা আল বাকারা ২৬০ নং আয়াত -

আর জেনে রাখো, অবশ্যি আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী।

وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤﴾

সূরা আলে ইমরান ৪ নং আয়াত -

আল্লাহ অসীম ক্ষমতাশালী, (অপরাধের) দন্ডদাতা।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾

সূরা আশ শোয়ারা আয়াত নং: ৯, ৬৮, ১০৪, ১২২, ১৪০, ১৫৯, ১৭৫ ১৯১ –

আর তোমার প্রভু অবশ্যি মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়াবান।

এই সূরা আশ শোয়ারায় অতীতের জাতির অবাধ্যতার কারনে তাদের উপর আযাবের বর্ণনা দেয়ার পর এই আয়াতটি বারবার এসেছে।

মুসলিম শরীফের হাদিস:

কোন মুসলিমের রক্ত, সম্পদ এবং মর্যাদা অন্য মুসলিমের জন্য অলংঘনীয়।

তিরমিজী শরীফের হাদিস:

যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করবে, আল্লাহ তা'য়ালা বিচারের দিন তার মুখমন্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।

আসুন, সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে আমরা কাউকে অংশীদার বানিয়ে শিরকের পাপে লিপ্ত না হই। শিরকের অপরাধ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমিন।

To learn more click here

اَلْجَبَّار

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম আসমাউল হুসনার ১০ম নাম 'আল জাব্বার' আজকের আলোচনার বিষয়।

'জাব্বার' শব্দটি পবিত্র কোরআন মাজিদে প্রায় সমস্ত আয়াতে মানুষের দাম্ভিক স্বৈরাচারী আচরণ বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়েছে। শুধু একবার আল্লাহ সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ তিনি প্রবল প্রচন্ড।

পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ হচ্ছে:

هُوَ اَللّٰهُ اَلَّذِى لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ اَلْمَلِكُ اَلْقُدُّوسُ اَلسَّلاَمُ اَلْمُؤْمِنُ اَلْمُهَيْمِنُ اَلْعَزِيْزُ اَلْجَبَّار ﴿٢٣﴾

সূরা আল হাশর ২৩ নং আয়াত -

তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনিই সর্বভৌম সম্রাট, তিনি সব ত্রুটি থেকে পবিত্র। তিনি শান্তিদাতা, তিনি নিরাপত্তা দাতা, তিনি একমাত্র রক্ষক, তিনি মহাশক্তিধর, তিনি প্রবল প্রচন্ড।

মানুষের স্বৈরাচারী আচরণ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

اَلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيۤ آيَاتِ اَللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اَللّٰهِ وَ عِندَ اَلَّذِينَ آمَنُواْ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اَللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾

সূরা আল মুমিন ৩৫ নং আয়াত -

তারা আল্লাহর আয়াতের (নিদর্শন) ব্যাপারে বিবাদ করে, অথচ এ ব্যাপারে তাদের মতের স্বপক্ষে কোন সার্টিফিকেট আসেনি। আল্লাহর কাছে এবং ঈমানদারদের কাছে বড়ই ঘৃণা ও ক্রোধ উদ্রেককারী তাদের এ আচরণ। এভাবেই তিনি সীলমোহর মেরে দেন প্রত্যেক দাম্ভিক স্বৈরাচারীর কলবে।

ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ ও তিরমিজি হাদিস:

রাসূল সা: দুই সিজদার মাঝে দোয়া করতেন -

To learn more click here

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপর করুণা বর্ষণ করুন, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আমাকে সাহায্য করুন, আমাকে নিরাপত্তা দান করুন, আমার রুজিতে বরকত দান করুক এবং আমাকে উঁচু করুন।

আবু দাউদ শরীফের হাদিস:

রাসূল সা: রুকু ও সিজদায় দোয়া করতেন –

হে আল্লাহ কত নিখুঁত আপনি, সমস্ত ক্ষমতার (জাবারুত) মালিক আপনি, সমস্ত সার্বভৌমত্ব আপনার, মহত্ব ও আড়ম্বরতায় আপনি বিশাল।

আসুন, আচার-আচরণে, কথাবার্তায় আমরা দাম্ভিকতা ও স্বৈরাচারী স্বভাব পরিহার করি। 'আল জব্বার' আল্লাহ তা'আলার সাথে আমরা কাউকে শরিক না করি। 'আল জব্বার' আল্লাহ শিরকের পাপ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুক। আমিন।

الْمُتَكَبِّر

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম আসমাউল হুসনার ১১তম নাম 'আল মুতাকাব্বির' আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় 'আল মুতাকাব্বির' শব্দের মূল হলো কাপ, বা, রা (ر ب ك) এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দ গুলো পবিত্র কোরআন মজিদে ১৬১ বার এসেছে। মানুষের ঔদ্ধত্য, দাম্ভিকতা ও অহংকার বুঝাতে ও মুতাকাব্বির ব্যবহার করা হয়েছে। এ ধরনের সাতটি আয়াত রয়েছে যেখানে মানুষ 'মোতাকাব্বির' বুঝানো হয়েছে। শুধু একবার আল্লাহর ক্ষেত্রে 'আল মুতাকাব্বির' ব্যবহার হয়েছে, যার অর্থ: 'অতীব মহিমান্বিত', 'সর্বোচ্চ মহান', 'অহংকার ও গৌরব এর একমাত্র মালিক'।

পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ হচ্ছে:

هُوَ اَللّٰهُ اَلَّذِى لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ اَلْمَلِكُ اَلْقُدُّوسُ اَلسَّلاَمُ اَلْمُؤْمِنُ اَلْمُهَيْمِنُ اَلْعَزِيزُ اَلْجَبَّارُ اَلْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اَللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾

সূরা আল হাশর ২৩ নং আয়াত -

To learn more click here

তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনিই সর্বভৌম সম্রাট, তিনি সব ত্রুটি থেকে পবিত্র। তিনি শান্তিদাতা, তিনি নিরাপত্তা দাতা, তিনি একমাত্র রক্ষক, তিনি মহাশক্তিধর, তিনি প্রবল-প্রচন্ড, তিনি সর্বোচ্চ মহান। তারা (তাঁর সাথে) যাদের শরিক করে, তিনি সেগুলো থেকে পবিত্র-মহান।

ফেরাউনের দাম্ভিকতা সম্পর্কে মূসার উক্তি :

وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٣٥﴾

সূরা আল মুমিন ২৭ নং আয়াত -

মুসা বললো: হিসাবের দিনের প্রতি ঈমান রাখে না এমন প্রত্যেক দাম্ভিক ব্যক্তি থেকে, আমি আমার ও তোমাদের প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করছি।

আরও ইরশাদ হচ্ছে :

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٣٥﴾

সূরা আয্ যুমার ৬০ নং আয়াত -

কিয়ামতের দিন আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ কারীদের দেখবে কালো। দাম্ভিকদের (উপযুক্ত) আবাস কি জাহান্নাম নয়?

মুসলিম ও তিরমিজী শরীফের হাদিস:

রাসুল সাঃ বলেন: আল্লাহ সুন্দরতম, তিনি সুন্দর কে ভালোবাসেন, উদ্ধত্য-দাম্ভিকতা, অহংকারী সত্যকে অস্বীকার করে এবং মানুষকে নিচু মনে করে।

মুসলিম শরীফের হাদিস:

রাসূল সা: বলেন: আল্লাহর জন্য যেই ব্যক্তি নিরহংকারতা অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাকে উচ্চ সম্মান দান করবেন।

To learn more click here

সুতরাং দাম্ভিকতা প্রদর্শন করা, অহংকার করা, উদ্ধত আচরণ করার কোন অধিকারই মানুষের নেই। কারণ মানুষ আল্লাহর গোলাম, আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর দাস। সমস্ত অহংকার ও গৌরব এর মালিক আল মুতাকাব্বির আল্লাহ তায়ালা।

আল্লাহর এই গুনের সাথে কাউকে শরিক করে কিংবা নিজের দাম্ভিক আচরণের মাধ্যমে আমরা যেন শিরকের গুনাহে লিপ্ত না হই। শিরক্ বড় অপরাধ, যা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুক। আমিন।

الخَالِق

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম আসমাউল হুসনার ১২তম নাম 'আল খালিক' আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় 'আল খালিক' শব্দের মূল হলো কাফ, লাম, জিম (خ ل ق) এই মূল শব্দ থেকে গঠিত বিভিন্ন শব্দ পবিত্র কোরআন মজিদে ২৬১ বার এসেছে। এর মধ্যে আল্লাহ নিজেই নিজেকে 'আল খালিক' বলেছেন ১১ বার। 'আল খালিক' শব্দের অর্থ: 'সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা'।

পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ হচ্ছে:

هُوَ اَللّٰهُ اَلْخَالِقُ ﴿٢٤﴾

সূরা আল হাশর ২৪ নং আয়াত -

তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা।

قُلِ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ اَلْوَاحِدُ اَلْقَهَّارُ ﴿١٦﴾

সূরা আর রা'দ ১৬ নং আয়াত -

বলো: এক মহাপরাক্রমশালী আল্লাহই সব কিছুর স্রষ্টা।

أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ اَلْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾

To learn more click here

أَمْ خَلَقُواْ اَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بَل لاَّ يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾

সূরা আত'তুর আয়াত নং ৩৫, ৩৬ -

নাকি তারা স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে? আর নাকি তারা নিজেরাই স্রষ্টা? নাকি মহাকাশ এবং পৃথিবী তারা নিজেরাই সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাসই রাখেনা।

তিরমিজী শরীফের হাদিস:

মানুষের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির কামনা ও চেষ্টা-সাধনা করবে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। এবং মানুষকে তার প্রতি সন্তুষ্ট করাবেন। যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করবে, এবং সে জন্য চেষ্টা-সাধনা করবে, আল্লাহর তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন এবং মানুষকে তার প্রতি অসন্তুষ্ট করাবেন।

আসুন, 'আল খালিক' আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা সাধনা করি। আশা করা যায়, 'আল খালিক' আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করবেন এবং আমাদের উপর করুণা বর্ষণ করবেন। আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা বড়ই অপরাধ। আল্লাহ এই অপরাধ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদেরকে শিরক্মুক্ত রাখুন। আমিন।

البَارِئ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম আসমাউল হুসনার ১৩তম নাম 'আল বারী' আজকের আলোচনার বিষয়।

আল্লাহ আল বারী অর্থ: আল্লাহ 'উদ্ভাবন কর্তা', 'সৃষ্টির উদ্ভাবক'।

পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ হচ্ছে:

هُوَ اَللّٰهُ اَلْخَالِقُ اَلْبَارِئُ ﴿٢٤﴾

To learn more click here

সূরা আল হাশর ২৪ নং আয়াত -

তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, সৃষ্টির উদ্ভাবক।

يٰأَيُّهَا اَلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ إِنَّ اَلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اَللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَاباً وَلَوِ اَجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ اَلذُّبَابُ شَيْئاً لاَّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ اَلطَّالِبُ وَاَلْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾

সূরা আল হাজ্জ ৭৩ নং আয়াত -

হে মানুষ! একটা উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে তা শোনো। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাকো, তারা একটা মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না, এ উদ্দেশ্যে তারা সবাই একত্র হলেও নয়। আর মাছি যদি তার থেকে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তাও তার থেকে উদ্ধার করতে পারেনা। সাহায্য সন্ধানকারী এবং যার কাছে সাহায্য সন্ধান করা হয়, (তারা উভয়ই) কতো যে দুর্বল।

বুখারী শরীফের হাদিস:

আল্লাহর অবাধ্য হয়ে, সৃষ্টি জগতের কারো আনুগত্য করা চরম অন্যায়। ভালো কাজের আনুগত্য করা যেতে পারে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদিস:

রাসূল সা: হযরত আলী রা: কে উপদেশ দিয়েছিলেন, তোমার দ্বারা যদি একজন ব্যক্তি আল্লাহর হেদায়াত লাভ করে, তবে তা তোমার জন্য পৃথিবীর সকল কিছুর চেয়ে উত্তম।

আসুন, আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি, সমস্ত সৃষ্টির মহান উদ্ভাবক আল্লাহর নিকট। আমরা কাউকে তার সাথে শরিক না করি। কারণ শিরক বড় জুলুম, অনেক বড় অপরাধ। সমস্ত সৃষ্টির উদ্ভাবন কর্তা আল্লাহ এই অপরাধ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের শিরকমুক্ত জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

اَلْمُصَوِّرُ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

To learn more click here

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম আসমাউল হুসনার ১৪তম নাম 'اَلْمُصَوِّرُ' আজকের আলোচনার বিষয়।

আল্লাহ 'اَلْمُصَوِّرُ' অর্থ: আল্লাহ 'আকৃতিদাতা', 'রুপদাতা'।

পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ হচ্ছে:

هُوَ اَللّٰهُ اَلْخَالِقُ اَلْبَارِئُ اَلْمُصَوِّرُ لَهُ اَلأَسْمَآءُ اَلْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى اَلسَّمَاوَاتِ وَاَلأَرْضِ وَهُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

সূরা আল হাশর ২৪ নং আয়াত -

তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, সৃষ্টির উদ্ভাবক, আকৃতিদাতা, সব সুন্দর নাম তাঁরই। মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই তাঁর তসবিহ করে। তিনি মহাশক্তিধর, মহাপ্রজ্ঞাবান।

هُوَ اَلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى اَلأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ ﴿٦﴾

সূরা আলে ইমরান ৬ নং আয়াত -

তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাকে সুরত গঠন করেন রেহেম (মাতৃগর্ভে) যেভাবে তিনি চান। নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া, অসীম ক্ষমতাধর, মহাপ্রজ্ঞাবান তিনি।

لَقَدْ خَلَقْنَا اَلإِنسَانَ فِيٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

সূরা আত্ তীন ৪ নং আয়াত -

নিশ্চয়ই আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর গঠন প্রকৃতিতে।

আল্লাহ 'আল মুসাওয়িরু' এমন সুন্দরতম আকৃতি ও রূপে আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমাদের উচিত কখনও তাঁর অবাধ্য না হওয়া, তাঁর বিরুদ্ধাচরণ না করা, তাঁর সৃষ্টির প্রতি অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার না করা। তাঁর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা।

যদি আমরা তাঁর শোকরগুজার না করি, যদি আমরা তার সৃষ্টিকে ধ্বংস করি, জুলুম-নির্যাতনে লিপ্ত থাকি এবং সর্বোপরি তাঁর সাথে শরীক করি, তবে দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। আল্লাহ 'আল মুসাওয়িরু' ঘোষণা করেছেন তিনি শিরক্ ছাড়া সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করবেন।

To learn more click here

সুতরাং শিরক্ সম্পর্কে আমরা সাবধান হই। আমরা শিরক্ মুক্ত জীবন যাপন করার তৌফিক আল্লাহ আমাদেরকে দান করুন। আমিন।

الْغَفّار

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম আসমাউল হুসনার ১৫তম নাম 'الْغَفّار' (আল গাফফার) আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় 'الْغَفّار' শব্দের মূল غ ف ر - এই মূল শব্দ থেকে যে সমস্ত শব্দ বের হয়েছে তা পবিত্র কোরআন মাজিদের ২৩৪ বার এসেছে। আল্লাহ 'الْغَفّار' অর্থ: আল্লাহ 'অনেক বড় ক্ষমাশীল'।

পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ হচ্ছে:

تَدْعُونَنِى لأَكْفُرَ بِاللهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِى بِهِ عِلْمٌ وَأَنَاْ أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٢﴾

সূরা আল মুমিন ৪২ নং আয়াত -

[ফেরাউনের সভাসদদের এক ব্যক্তি (যে এতদিন তার ঈমান গোপন রেখেছিল) সে মুসা ও ফেরাউনের সভাসদদের সামনে বলেছিল]

(হে আমার কউম) তোমরা আমাকে দাওয়াত দিচ্ছো, যেন আমি আল্লাহর প্রতি কুফরী করি এবং তাঁর সাথে শরীক করি, যে ব্যাপারে আমার কোন এলেম নেই। অথচ আমি তোমাদের দাওয়াত দিচ্ছি মহাপরাক্রমশালী অতীব দয়াবানের দিকে।

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٦٦﴾

সূরা সোয়াদ ৬৬ নং আয়াত -

তিনিই মালিক মহাকাশ এবং পৃথিবীর এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর। তিনি মহা শক্তিধর, ক্ষমাশীল।

To learn more click here

وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢﴾

সূরা আন নূর ২২ নং আয়াত -

[হযরত আয়েশা রা: চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের প্রচারে আবু বকর রা: এর এক নিকটাত্মীয় (যাকে আবু বকর রা: আর্থিক সাহায্য করতেন) অংশ নিয়েছিলেন। তাকে সাহায্য বন্ধ করার শপথ করেছিলেন আবু বকর রা: - এই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতটি আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেন।]

তোমাদের মধ্যে যারা ধন-মালে প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন কসম খেয়ে না বলে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন, মিসকিন এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের কিছুই দেবে না। তারা যেনো তাদের ক্ষমা করে দেয় এবং তাদের দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিন? আর আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল, দয়াবান।

إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَآ آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾

সূরা আল মুমিনুন ১০৯ নং আয়াত -

আমার এক দল বান্দা বলতো: আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান এনেছি, তাই তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের প্রতি রহম করো, আর তুমিই তো সর্বোত্তম রহমওয়ালা।

মুসলিম শরীফের হাদীস:

রাসূল সা: বলেন, কখনো আমার অন্তরে সাময়িক অবহেলা চলে আসে। তখন আমি আল্লাহর কাছে ১০০ বার তওবা-ইস্তেগফার করি।

মুসলিম শরীফের হাদীস:

রাসূল সা: বলেন: সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ। তোমরা যদি পাপ না করতে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সরিয়ে দিয়ে অপর এক জাতি প্রেরণ করতেন, যারা পাপ করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত আর তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন।

To learn more click here

আমাদের সমস্ত দোষ ত্রুটি, অপরাধের জন্য আল্লাহ ‘আল গাফফার’ এর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। যদি তিনি আমাদের ক্ষমা করে দেন, তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে সব কিছু আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে।

আল্লাহর ৯৯ গুনের কোন একটি সম্পর্কেও যদি আমরা অন্যকে শরীক করি, তবে সেটা শিরকের অপরাধ হবে। শিরকের অপরাধ আল্লাহ ক্ষমা করেন না।

আসুন, আমরা আল্লাহর যথাযথ মর্যাদা উপলব্ধি করি। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। আমিন।

اَلْقَهَّار

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম আসমাউল হুসনার ১৬তম নাম ‘اَلْقَهَّار’ (আল কাহহার) আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় ‘اَلْقَهَّار’ শব্দের মূল ق ه ر - এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দ ‘তাকহার’, ‘কাহহার’, ‘কাহেরু’ এবং ‘কাহেরুন’ শব্দ গুলো মোট ১০ বার পবিত্র কোরআন মাজিদে এসেছে। এর মধ্যে ৮ বারই আল্লাহর উদ্দেশ্যে ব্যবহার হয়েছে। ‘الواحدالقهار’ ছয়বার এবং ‘وهوالقاهرُ’ দুইবার। এতিমদের উপর কঠোর আচরনের নিষেধাজ্ঞা ও ফেরাউনের সময় বনী ইসরাইলের কন্যা সন্তানের উপর ফেরাউনের প্রবল বিদ্বেষ (অর্থ্যাৎ হত্যা) বুঝাতে ব্যবহার হয়েছে। আল্লাহ ‘اَلْقَهَّار’ অর্থ: আল্লাহ ‘প্রভাব বিস্তারকারী মহাশক্তিধর’।

পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ হচ্ছে:

يَوْمَ تُبَدَّلُ اَلْأَرْضُ غَيْرَ اَلْأَرْضِ وَاَلسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ اَلْوَاحِدِ اَلْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾

সূরা ইব্রাহিম ৪৮ নং আয়াত -

যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে যাবে অন্য এক পৃথিবীতে এবং মহাকাশও, তখন সমস্ত মানুষ উপস্থিত হয়ে যাবে আল্লাহর সামনে, যিনি এক এবং মহাপরাক্রমশালী।

জেলখানায় ইউসুফ আ: এর উপদেশ কারা সাথীদের:

يٰصَاحِبَيِ اَلسِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَّفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اَللَّهُ اَلْوَاحِدُ اَلْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾

To learn more click here

সূরা ইউসুফ ৩৯ নং আয়াত -

এই আমার প্রিয় কারা সাথীরা! (তোমরাই বলো:) বহু স্বতন্ত্র (দুর্বল-অক্ষম) খোদা ভালো, নাকি এক দুর্জয় অপ্রতিরোধ্য মহান আল্লাহ ভালো?

قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَـٰهٍ إِلاَّ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾

সূরা সোয়াদ ৬৫ নং আয়াত -

হে নবী! বল: আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। প্রবল প্রতাপশালী আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١٨﴾

সূরা আনআ'ম ১৮ নং আয়াত -

তিনি নিজ বান্দাদের উপর প্রচন্ড ক্ষমতাশীল। তিনি প্রজ্ঞাবান, সব বিষয়ে খবর রাখেন।

وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ ﴿٦١﴾

সূরা আনআ'ম ৬১ নং আয়াত -

নিজ বান্দাদের উপর তিনি দুর্জয় ক্ষমতাধর। তিনি তোমাদের উপর রক্ষক পাঠান। অবশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় হয়, তখন আমার প্রেরিত (ফেরেশতারা) তার মৃত্যু ঘটায় এবং তারা কোনোই ত্রুটি করে না।

হাদীসে কুদসী:

আল্লাহ বলেন, হে আমার বান্দা তোমার ইচ্ছা-সংকল্প এবং আমার আদেশ- অভিপ্রায়- পছন্দ। তুমি যদি আমার আদেশ এর নিকট আত্মসমর্পন করো, তবে আমি তোমার সব ইচ্ছা পূরণ করবো। কিন্তু তুমি যদি আমার আদেশ এর নিকট আত্মসমর্পণ না করো, তবে আমি তোমার ইচ্ছা পূরণ করব না। এবং পরিশেষে আমার অভিপ্রায়-আদেশই কার্যকর হবে।

আসুন, আমরা দুর্জয় অপ্রতিরোধ্য আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে, তাঁর ইবাদতে সদা সর্বদা নিয়োজিত থাকি।

To learn more click here

আল-কাহহার আল্লাহর অবাধ্য হওয়া, তাঁর নির্দেশ মেনে না চলা অপরাধ। সবচেয়ে বড় অপরাধ আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা। শিরকের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। শিরক থেকে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের প্রাণান্তকর চেষ্টা সাধনা করা উচিত। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। আমীন।

اَلْوَهَّاب

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম আসমাউল হুসনার ১৭তম নাম 'اَلْوَهَّاب' আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় 'اَلْوَهَّاب' শব্দের মূল ب ه و - এই মূল শব্দ থেকে শব্দ গঠিত হয়েছে 'وَهَبَ', অর্থ: দান করা, অনুদান দেয়া, উপহার দেয়া ইত্যাদি। وَهَبَ আল্লাহ দান করেন এবং আল্লাহর কাছে মানুষের দান চাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কোরআনে মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দগুলো ২৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে তিন বার আল্লাহর সিফত اَلْوَهَّاب ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلْوَهَّاب অর্থ 'অনেক বড় দাতা'।

পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ হচ্ছে:

যারা বুঝে তারা বলে:

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ اَلْوَهَّابُ ﴿٨﴾

সূরা আলি ইমরান ৮ নং আয়াত -

(তারা বলে) আমাদের রব! বক্র করো না আমাদের হৃদয়গুলোকে আমাদেরকে হেদায়াত দান করার পর, আর আমাদের দান করো তোমার নিকট থেকে রহমত। নিশ্চয়ই তুমি মহান দাতা।

أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ اَلْعَزِيزِ اَلْوَهَّابِ ﴿٩﴾

সূরা সোয়াদ ৯ নং আয়াত -

নাকি, তাদের কাছে রয়েছে তোমার প্রভুর রহমতের ভান্ডার? যিনি মহাশক্তিধর, মহাদানশীল?

সুলাইমান আ: এর দোয়া আল্লাহর কাছে:

قَالَ رَبِّ اَغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكاً لاَّ يَنبَغِى لأَحَدٍ مِّن بَعْدِيَ إِنَّكَ أَنتَ اَلْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾

To learn more click here

সূরা সোয়াদ ৩৫ নং আয়াত -

সে বললো: আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাকে দান করো এমন একটি সাম্রাজ্য, যেমনটির অধিকারী যেনো আমার পরে আর কেউ না হয়। নিশ্চয়ই তুমি মহানদাতা।

হাদীসে:

রাসূল সা: বলেছেন: আল্লাহ তাআলা দাউদ আ: কে উপদেশ দিয়েছিলেন, হে দাউদ! মানুষকে তাদের প্রতি আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দাও, কারণ মানুষের হৃদয় ঝুকে যায় এবং ভালোবাসে যারা আমার অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং হৃদয় বিতৃষ্ণ হয় যারা আমার অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়।

মুসলিম শরীফের হাদীস:

রাসূল সা বলেছেন, তোমরা একে অন্যকে উপহার দাও, কারণ এতে একে অপরের প্রতি তোমাদের ভালোবাসা বেড়ে যাবে।

আমাদের প্রতি আল্লাহর দান অফুরন্ত, অপরিসীম, এবং আল্লাহর দান বর্ষণ হতেই থাকে, কখনো বন্ধ হয়ে যায় না, এই অনবরত দান যিনি করেন, তিনি কতইনা বড় দাতা।

আমাদের উচিত এই মহান দাতার দানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাঁর অবাধ্য না হওয়া, তাঁর হুকুম পালন করা।

আসুন আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করি। শিরক বড় কঠিন অপরাধ। আল্লাহ শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না। 'الْوَهَّاب' আল্লাহ আমাদেরকে শিরক মুক্ত হয়ে তার হুকুম পালন করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

الرزاق

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম আসমাউল হুসনার ১৮তম নাম 'الرزاق' আজকের আলোচনার বিষয়।

To learn more click here

‘الرزاق’ শব্দের মূল ق - ز - ر - এই মূল শব্দ থেকে গঠিত ৪টি শব্দ رِزْق, رَزِقِين, رَزَّاق, رَزَق পবিত্র কুরআন মাজীদে ১৩২ বার এসেছে। আল্লাহ মানুষকে রিযিক দান করেন, আল্লাহর কাছে রিজিক চাওয়া এই দুইটি অর্থেই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। একবার মাত্র এসেছে। অর্থ অনেক বড় দাতা।

পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ হচ্ছে:

إِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلرَّزَّاقُ ذُو اَلْقُوَّةِ اَلْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

সূরা আয যারিয়াত ৫৮ নং আয়াত -

নিশ্চয়ই রাজ্জাক (রিযিক সরবরাহকারী) তো হলেন আল্লাহ এবং তিনি মহাশক্তিধর, প্রবল পরাক্রান্ত।

ঈসা (আ:) তার কওমের লোকদের জন্য আসমান থেকে রিযিক (খাবারে পূর্ণ মায়েদা- দস্তরখান) প্রার্থনা করেছিলেন এবং আল্লাহ দোয়া কবুল করেছিলেন।

قَالَ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمَ اَللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ اَلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنْكَ وَاَرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ اَلرَّازِقِينَ ﴿١١٤﴾

সূরা আল মায়েদা ১১৪ নং আয়াত -

ঈসা ইবনে মরিয়ম বললো: হে আল্লাহ আমাদের প্রভু! তুমি আসমান থেকে আমাদের জন্য একটি খাবারে পূর্ণ মায়েদা (দস্তরখান/ টেবিল) নাজিল করো। এটা আমাদের জন্য এবং আমাদের পূর্ব ও পরবর্তী লোকদের জন্য হবে আনন্দের কারণ এবং তোমার পক্ষ থেকে হবে একটি নিদর্শন। আর আমাদের রিযিক দান করো। কারণ তুমিই তো সর্বোত্তম রিযিকদাতা।

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾

সূরা হিজর ২০ নং আয়াত -

তাতে (পৃথিবীতে) ব্যবস্থা করে দিয়েছি তোমাদের জীবিকার এবং তাদের জীবিকার ও যাদের রিযিকদাতা তোমরা নও।

To learn more click here

قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿٣٩﴾

সূরা আস্ সাবা ৩৯ নং আয়াত -

বলো: আমার প্রভূ তাঁর বান্দাদের যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা করে দেন সীমিত। তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে, আল্লাহ তার প্রতিদান দেবেন। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

বুখারীর হাদীস :

হযরত ফাতেমা (রা:) রাসূল সাঃ এর কাছে ফরিয়াদ করলেন, তার সংসারে অনেক কাজ করতে হয় এ সম্পর্কে, রাসূল (সা:) বললেন: আমি তোমাকে এমন কিছু করতে বলছি যেটা তুমি যা চেয়েছো তার চেয়ে উত্তম। যখন তুমি রাতে নিদ্রা যাবে, তখন **سبحن الله** ৩৩ বার বলবে, **الحمد لله** ৩৩ বার পড়বে এবং **الله اكبر** ৩৪ বার পড়বে যেটা তোমার জন্য চাকর (গোলাম) নিয়োগ দেয়া অপেক্ষা অনেক উত্তম।

আল্লাহ আর্ রাজ্জাক আমাদের রিযিক দান করে থাকেন। অন্য কারো কাছে রিজিকের জন্য হাত পাতার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ আর্ রাজ্জাক অনেক বড় দাতা। সুতরাং সেই মহান দাতার কাছেই জীবিকার অন্বেষণ করা উচিত।

আসুন, আমাদের সকল প্রয়োজনের জন্য আল্লাহ আর রাজ্জাক কে স্মরণ করি। কাউকে আল্লাহ আর রাজ্জাকের সাথে আমরা শরিক না করি। শিরক বড় অপরাধ। আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের শিরিক মুক্ত হয়ে তার ইবাদত করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

اَلْفَتَّاح

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম আসমাউল হুসনার ১৯তম নাম 'اَلْفَتَّاح' আজকের আলোচনার বিষয়।

'اَلْفَتَّاح' শব্দের মূল ف ت ح - এই মূল শব্দ থেকে ৮টি শব্দ পবিত্র কুরআন মাজীদে ৩৮ বার এসেছে। খুলে দেয়া, দেয়া, বিজয় কামনা, বিজয়, চাবি, খোলা হবে, যিনি সিদ্ধান্ত দেবেন এবং যিনি বিদ্যা বুদ্ধি রুজি ইত্যাদির দরজা খুলে দেন, ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ 'اَلْفَتَّاح' একবারই কোরআনে এসেছে।

To learn more click here

পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ হচ্ছে:

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾

সূরা সাবা ২৬ নং আয়াত -

বলো: আমাদের প্রভু আমাদের সবাইকে একত্র করবেন তারপর আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেবেন ন্যায়সঙ্গতভাবে। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞানী।

শোয়াইব তার কওমের লোকদের আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন।

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿٨٩﴾

সূরা আ'রাফ ৮৯ নং আয়াত -

হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের ও আমাদের কওমের মাঝে হক ভাবে ফয়সালা করে দাও, তুমিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

মসলিম শরীফের হাদীস :

ইবনে আব্বাস রা: বর্ণনা করেন- একদা রাসূল সা: এর সাথে বসা ছিলেন জিবরাঈল আ: তিনি একটা বিকট আওয়াজ শুনতে পেলেন। জিব্রাইল উপরের দিকে তাকালেন এবং বললেন, এটা বেহেস্তের একটা দরজা খোলার আওয়াজ, যা আজকের পূর্বে কখনো খোলা হয়নি। অতপর ঐ দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা নেমে এলেন এবং রাসূল সা: এর কাছে আসলেন এবং বললেন, আপনি আনন্দ করুন, আপনার জন্য সুসংবাদ আপনাকে দুটি আলো দেয়া হয়েছে, যা এর পূর্বে কোন নবীকে দেয়া হয়নি, আলো দুটি হলো- সূরা আল ফাতিহা (খুলে দেয়া, সূচনা) এবং সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত। এর যেকোনো একটি শব্দের তেলাওয়াত আপনাকে আল্লাহর কৃপা থেকে কখনো বঞ্চিত করবে না।

আসুন, আমরা বেশি বেশি করে সুরা ফাতেহা ও আল বাকারার শেষ দুটি আয়াত, অর্থ বুঝে পুরো হৃদয় দিয়ে আল্লাহ আল ফাত্তাহকে হাজির-নাজির জেনে তেলাওয়াত করি।

সর্বশেষ্ঠ ফায়সালাকারী আল্লাহ 'الْفَتَّاحُ' এর ফয়সালাতে আমরা সন্তুষ্ট হয়ে যাই। আল্লাহর এই গুণের সাথে আমরা অন্য কাউকে শরীক না করি। শিরক বড় জুলুম, কঠিন অপরাধ। আল্লাহ শিরকের যুলুম, শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না।

To learn more click here

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, হে আল্লাহ, দয়াকরে আমাদেরকে কবুল করুন, সর্বাবস্থায় আমাদেরকে শিরকমুক্ত জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

اَلعَلِيمُ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম, আসমাউল হুসনার ২০তম নাম 'اَلعَلِيمُ' আজকের আলোচনার বিষয়।

'اَلعَلِيمُ' শব্দের মূল ع ل م - এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দগুলো পবিত্র কুরআন মাজীদে ৮৫৪ বার এসেছে। জানা, শিক্ষা দেয়া, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ 'اَلعَلِيمُ' অর্থ আল্লাহ সর্বজ্ঞ, তিনি সবকিছু জানেন।

পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ হচ্ছে:

فَالِقُ اَلإِصۡبَاحِ وَجَعَلَ اَلَّيۡلَ سَكَناً وَاَلشَّمۡسَ وَاَلۡقَمَرَ حُسۡبَاناً ذَٰلِكَ تَقۡدِيرُ اَلۡعَزِيزِ اَلۡعَلِيمِ ﴿٩٦﴾

সূরা আল আনআ'ম ৯৬ নং আয়াত -

তিনিই (রাতের বুক চিরে) ভোরের উন্মেষ ঘটান। তিনিই বানিয়েছেন তোমাদের বিশ্রামের জন্য রাত আর হিসাবের জন্য সূর্য আর চাঁদ। এসবই মহা পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানীর নির্ধারিত।

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِى اَلَّيۡلِ وَاَلنَّهَارِ وَهُوَ اَلسَّمِيعُ اَلۡعَلِيمُ ﴿١٣﴾

সূরা আল আনআ'ম ১৩ নং আয়াত -

রাতে-দিনে যা কিছু বিরাজ করে সবই তাঁর। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

আল্লাহর কাছে ইব্রাহিম ও তার পুত্রের দোয়া, কাবা ঘর নির্মাণের সময়-

وَإِذۡ يَرۡفَعُ إِبۡرَاهِيمُ اَلۡقَوَاعِدَ مِنَ اَلۡبَيۡتِ وَإِسۡمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ اَلسَّمِيعُ اَلۡعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

To learn more click here

সূরা আল বাকারা ১২৭ নং আয়াত -

আর স্মরণ কর, ইব্রাহিম এবং ইসমাইল যখন এই ঘরের ভিত উঠাচ্ছিল, তখন তারা (দোয়া করে) বলেছিল: আমাদের প্রভু! আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের এই কাজ কবুল করো। নিশ্চয়ই তুমি সবকিছু শোনো এবং সবকিছু জানো।

আদম সৃষ্টির পর ফেরেশতারা যখন জিনিস গুলোর নাম বলতে পারল না, এবং আদম বলে দিলো, তখন ফেরেশতাদের উক্তি-

قَالُوا۟ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾

সূরা আল বাকারা ৩২ নং আয়াত -

তারা (ফেরেশতারা) বলল: আপনি মহান, আমাদের তো কোন জ্ঞান নেই আপনি যা শিখিয়ে দিয়েছেন তা ছাড়া। নিশ্চয়ই আপনি মহাজ্ঞানী, মহা প্রজ্ঞাময়।

ইব্রাহিমের স্ত্রী বন্ধ্যা এবং বৃদ্ধাকে যখন আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতারা পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল, তখন সে (মহিলা) বিস্ময় প্রকাশ করেছিলো, তখন ফেরেশতারা বললো:

قَالُوا۟ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾

সূরা যারিয়াত ৩০ নং আয়াত -

তারা (ফেরেশতারা) বললো: আপনার প্রভু এ কথাই বলেছেন, তিনি প্রজ্ঞাবান, সর্বজ্ঞানী।

হাদিস: আহমদ গ্রন্থ-

রাসূল স: বলেছেন:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ-

আল্লাহর নামে, যার নামে শুরু করলে পৃথিবী বা আকাশের কেউই ঐ ব্যক্তির কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। বিকালে তিনবার পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তার কোনো ক্ষতি হবে না। আর সকালে তিনবার পাঠ করলে বিকাল পর্যন্ত কেউই তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

To learn more click here

মহাজ্ঞানী আল্লাহর নির্দেশ পালন করা মানুষের জন্য ফরজ। আসুন, আমরা আল্লাহ 'الْعَلِيمُ' এর ইবাদত করি এবং নিজেদেরকে সৃষ্টি কল্যাণ কাজে নিয়োজিত করি।

সর্ব জ্ঞানী আল্লাহর কোন গুণের সাথে আমরা কাউকে শরিক না করি। শিরক বড় কঠিন যুলুম, অপরাধ। আল্লাহ এ অপরাধ ক্ষমা করেন না। আল্লাহ আমাদেরকে শিরকমুক্ত রাখুন। আমিন।

القَابِضُ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম, আসমাউল হুসনার ২১ তম নাম 'القَابِضُ' আজকের আলোচনার বিষয়।
'القَابِضُ' শব্দের মূল ق ب ض - এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দগুলো পবিত্র কুরআন মাজীদে ৯ বার এসেছে। প্রত্যাহার করা, প্রত্যাহার, মুষ্টিবদ্ধ, হাতের মধ্যে ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ 'القَابِضُ' অর্থ: আল্লাহ, যিনি সংকুচিত করেন।

পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ হচ্ছে:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

সূরা বাকারা ২৪৫ নং আয়াত -

কে আছে আল্লাহকে কর্জে হাসানা, (উত্তম নিঃস্বার্থ ঋণ) প্রদান করবে? তারপর তিনি তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে তাকে ফেরত দেবেন। আল্লাহই (কারো অর্থনৈতিক অবস্থা) সম্প্রসারিত করেন আর (কারো অবস্থা) সংকুচিত করেন এবং তার কাছেই তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾

সূরা যুমার ৬৭ নং আয়াত -

To learn more click here

তারা আল্লাহকে তাঁর যথার্থ মর্যাদা দেয় না। কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর মুষ্টিতে, আর মহাকাশ থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে, তিনি অতি পবিত্র ও মহান, তারা যাদের শরিক করে তাদের থেকে।

তিনি সংকীর্ণ থেকে প্রশস্ত করেন, উদাহরণ হযরত ইউসুফ আ: ঘটনা:

কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সেখান থেকে রাজপ্রসাদে; জেলখানা থেকে মন্ত্রী; পরিবার আলাদা হয়েছিল, সে থেকে আবার একত্রিত হওয়া। আল্লাহই সংকীর্ণ থেকে প্রশস্ত করেন।

সহীহ হাদীস:

রাসুল সাঃ এর দোয়া করতেন-

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ -

হে আল্লাহ, হৃদয় ঘুরিয়ে দেয়ার মালিক, আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর শক্ত ও মজবুত করে দাও।

আসুন, আমরা আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, হে আমার প্রভু আমার জন্য ভালো জিনিস কে সংকোচিত করো না। দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের জীবনকে সংকোচিত করো না। হে আমাদের মাওলা, আমাদের রব।

আমরা আল্লাহ 'اَلقَابِضُ' এর সাথে কাউকে শরিক না করি। কারণ শিরক বড় পাপ কাজ। এই শিরকের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহকে যথার্থ মর্যাদা দেয়ার তৌফিক তিনি আমাদেরকে দান করুন। আমিন।

اَلبَاسِطُ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম আসমাউল হুসনার ২২ তম নাম اَلبَاسِطُ 'আল বাছিতু' আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় 'اَلبَاسِطُ' শব্দের মূল ب - س - ط , এই মূল শব্দ থেকে যে সকল শব্দ গঠিত হয়েছে তা পবিত্র কোরআন মাজিদে ২৯ বার এসেছে। সম্প্রসারিত করেন, বিস্তৃত করেন, প্রসারিত করেন, প্রশস্ত করেন, বৃদ্ধি করেন, ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ 'اَلبَاسِطُ' অর্থ: আল্লাহ 'যিনি প্রশস্ত করেন' |

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

To learn more click here

مَّن ذَا اَلَّذِى يُقْرِضُ اَللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاَللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)

সূরা বাকারা ২৪৫ নং আয়াতে -

কে আছে আল্লাহকে কর্জে হাসানা (উত্তম নিঃস্বার্থ ঋণ) প্রদান করবে, তারপর তিনি তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে তাকে ফেরত দেবেন? আল্লাহই (কারো অর্থনৈতিক অবস্থা) সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

لَهُ مَقَالِيدُ اَلسَّمَاوَاتِ وَاَلأَرْضِ يَبْسُطُ اَلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾

সূরা আশ শূরা ১২ নং আয়াতে –

মহাবিশ্ব এবং এই পৃথিবীর (সমস্ত সম্পদ ভান্ডারের) চাবিকাঠি তাঁরই হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা জীবিকা প্রশস্ত করে দেন, আর সীমাবদ্ধ করে দেন (যাকে ইচ্ছা)। (কারণ) সকল বিষয়ে তিনি সর্বজ্ঞানী।

وَلَوْ بَسَطَ اَللَّهُ اَلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِى اَلأَرْضِ وَلَـٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾

সূরা আশ শূরা ২৭ নং আয়াতে -

আল্লাহ যদি তাঁর সব বান্দাকেই অঢেল সম্পদ সামগ্রী দান করতেন, তবে অবশ্যই তারা পৃথিবীতে বিদ্রোহ বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হতো। বরং তিনি একটি পরিমাণ মতো নাযিল করেন- যা তিনি চান। নিজ বান্দাদের প্রতি তিনি পূর্ণ সতর্ক ও দৃষ্টিবান।

বুখারী শরীফের হাদিস-

আবু হোরায়রা রা: বর্ণনা করেন- আল্লাহর ৯৯ নাম রয়েছে। ১০০ বাদ ১ অর্থাৎ ৯৯, যে এগুলোর অর্থে বিশ্বাস করবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ বেজোড় (অর্থাৎ এক ও একক) তিনি বেজোড় (সংখ্যা) ভালোবাসেন।

To learn more click here

আল্লাহ আমাদেরকে আল্লাহর ৯৯ নাম বুঝবার এবং সেই অনুযায়ী আমল করবার তৌফিক দান করুন। আল্লাহর ৯৯ টি নামের কোন একটি নামের সাথেও যেনো আমরা শিরক না করি। কারণ শিরকের গুনাহ আল্লাহ মাফ করবেন না।

আসুন, শিরকমুক্ত জীবন যাপন করার জন্য মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি। আমিন।

اَلْخَافِضُ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম আসমাউল হুসনার ২৩ তম নাম اَلْخَافِضُ 'আল খাফেদো' আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় 'اَلْخَافِضُ' শব্দের মূল خ - ف - ض , এই মূল শব্দ থেকে যে সকল শব্দ গঠিত হয়েছে তা পবিত্র কোরআন মাজিদে মাত্র ৪ বার এসেছে। কাউকে নিচে নামান, অবনমিত করা, অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ 'اَلْخَافِضُ' অর্থ আল্লাহ 'তিনি যাকে খুশি নিচে নামান '।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿٣﴾

সূরা আল ওয়াকিয়া ৩ নং আয়াতে -

সেটা (অর্থাৎ কিয়ামত) কাউকে নামাবে নিচে,কাউকে উঠাবে উপরে।

لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

সূরা হিজর ৮৮ নং আয়াতে –

To learn more click here

আমরা তাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভোগ-বিলাসের যেসব উপকরণ দিয়েছি, সেগুলোর প্রতি তুমি কখনো তোমার দু'চোখ মেলে তাকিয়ো না, তাদের জন্য তুমি দুঃখও করো না। তুমি মুমিনদের জন্য তোমার দুই ডানা অবনমিত করে দাও।

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ﴿٢٤﴾

সূরা বনি ইসরাইল ২৪ নং আয়াতে -

দয়া- অনুকম্পা নিয়ে তাদের (পিতা-মাতার) প্রতি কোমলতার ডানা অবনমিত করবে এবং তাদের জন্য দোয়া করবে এই ভাবে: 'আমার প্রভু! তাদের প্রতি রহম করো, যেভাবে শৈশবে তারা (দয়ামায়া ও কোমলতার পরশে) আমাকে লালন পালন করেছে।

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾

সূরা আশ শোয়ারা ২১৫ নং আয়াতে -

আর যারা তোমার অনুসরণ করে সেসব মুমিনদের প্রতি তুমি (হে রাসুল) স্নেহ-মমতার ডানা অবনমিত কর।

মুসলিম শরীফের হাদিস-

রাসুল সাঃ দোয়া করতেন:

اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

'হে আল্লাহ, হৃদয় সমূহের পরিবর্তনকারী, আমাদের হৃদয়গুলোকে তোমার আনুগত্যের দিকে ঘুরিয়ে দাও'।

কিয়ামতের কঠিন মসিবতের দিনে যাতে আল্লাহ 'اَلخَافِضُ' আমাদেরকে নিচে না নামান সে জন্য আসুন, আমরা তাঁর হুকুমের আনুগত্য করি, তাঁর গুণের সাথে কাউকে শরিক না করি। আল্লাহ শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না। হে আল্লাহ, আমাদেরকে শিরকমুক্ত হয়ে আপনার আনুগত্য করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

اَلرَّافِعُ

To learn more click here

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম আসমাউল হুসনার ২৪ তম নাম اَلرَّافِعُ ‘আর্ রাফে’ আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় ‘اَلرَّافِعُ’ শব্দের মূল ر - ف - ع , এই মূল শব্দ থেকে যে সকল শব্দ গঠিত হয়েছে তা পবিত্র কোরআন মাজিদে মাত্র ২৯ বার এসেছে। আমরা উপরে উঠিয়েছি, তিনি উপরে উঠিয়েছেন, উপরে উঠানো হয়েছে ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلرَّافِعُ অর্থ: ‘তিনি উপরে উঠান’।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿٣﴾

সূরা আল ওয়াকিয়া ৩ নং আয়াতে -

সেটা (অর্থাৎ কিয়ামত) কাউকে নামাবে নিচে,কাউকে উঠাবে উপরে।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾

সূরা ইনশিরাহ ৪ নং আয়াতে –

(রাসুল কে বলা হচ্ছে) আর আমরা কি উচুঁ করিনি তোমার যশ খ্যাতি।

وَإِلَى اَلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾

সূরা গাসিয়া ১৮ নং আয়াতে -

এবং আসমানের দিকে (তাকাও), কিভাবে উপড়ে উঠিয়ে রাখা হয়েছে তাকে?

مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾

সূরা আবাসা ১৪ নং আয়াতে -

(কোরআন সম্পর্কে) খুবই উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন ও পবিত্র

To learn more click here

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرۡفَعُوٓاْ أَصۡوَٰتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبِيِّ ﴿٢﴾

সূরা হুজরাত ২ নং আয়াতে -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা নবীর আওয়াজের উপর নিজেদের আওয়াজকে উচুঁ করো না।

رَفِيعُ ٱلدَّرَجَٰتِ ذُو ٱلۡعَرۡشِ يُلۡقِي ٱلرُّوحَ مِنۡ أَمۡرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦ لِيُنذِرَ يَوۡمَ ٱلتَّلَاقِ ﴿١٥﴾

সূরা আল মুমিন ১৫ নং আয়াতে -

তিনি উঁচুমর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি। তিনি তাঁর বান্দাদের যার প্রতি ইচ্ছা তাঁর নির্দেশ প্রেরন করেন যাতে করে সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে (মানুষকে) সতর্ক করতে পারে।

মুসলিম শরীফের হাদিস-

রাসুল সাঃ দোয়া করতেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ –

‘হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই, তোমার নেয়ামত খতম হওয়ার থেকে, তোমার নিরাপত্তার পরিবর্তন, তোমার আকস্মিক আজাব ও তোমার সমস্ত অসন্তুষ্টি থেকে’।

আল্লাহ اَلرَّافِعُ যদি আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান, তবে তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের মর্যাদা উঁচু করবেন। তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার জন্য আমাদেরকে শিরিকমুক্ত ভাবে আল্লাহর আনুগত্য ও এবাদত করতে হবে। তাহলেই আমরা আশা করতে পারি মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের উঁচু মর্যাদা দান করবেন। শিরিকযুক্ত আনুগত্য ও এবাদত আল্লাহর ক্রোধের উদ্রেক করে এবং তিনি শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। আমিন।

اَلمُعِز

To learn more click here

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম আসমাউল হুসনার ২৫ তম নাম اَلمُعِز ‘আল মুইয’ আজকের আলোচনার বিষয়। আরবি ভাষায় ‘اَلمُعِز’ শব্দের মূল ع - ز - ز , এই মূল শব্দ থেকে যে সকল শব্দ গঠিত হয়েছে তা পবিত্র কোরআন মাজিদে মাত্র ১১৯ বার এসেছে। সম্মান দেয়া, পরাভূত করা, ক্ষমতাশালী ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلمُعِز অর্থ: তিনি সম্মান দানকারী।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ ٱلۡخَيۡرُ ﴿٢٦﴾

যাকে ইচ্ছা তুমি ইজ্জত (সম্মান) দাও এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করো, সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে। **(সূরা আলে ইমরান: আয়াত নং ২৬)**

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ جَمِيعًا﴿١٠﴾

কেহ যদি ইজ্জত-সম্মান লাভ করতে চায়, সে জেনে রাখুক, ইজ্জত পুরোটাই আল্লাহর। **(সূরা ফাতির: আয়াত নং ১০)**

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعۡنَآ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ لَيُخۡرِجَنَّ ٱلۡأَعَزُّ مِنۡهَا ٱلۡأَذَلَّ وَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ﴿٨﴾

মদীনার মুনাফিকরা নিজেদেরকে সম্মানিত মনে করত ও সাচ্চা মুসলমানদের নিচু মনে করত, মুনাফিকদের উক্তি-

তারা (মুনাফিকরা) বলে, এবার আমরা মদিনায় ফিরে গেলে সেখান থেকে ইজ্জতওয়ালারা (সম্মানিতরা) নিচুদের বের করে দেবে। অথচ সমস্ত ইজ্জত তো আল্লাহর, তাঁর রাসূলের এবং মুমিনদের, কিন্তু মুনাফিকরা জানেনা। **(সূরা মুনাফিকুন: আয়াত নং ৮)**

তিরমিজি শরীফের হাদিস-

To learn more click here

আবু উমামা (রা:) বর্ণিত: তিনি বলেন- রাসূল সা: অসংখ্য দোয়া করেছিলেন, আমরা তার কোনটি মুখস্ত রাখতে পারলাম না। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল। আপনি অসংখ্য দো'য়া করেছেন, আমরা তার মধ্য থেকে কিছুই মনে রাখতে পারিনি। তিনি বললেন: আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি দোয়া শিখাব না, যা সবগুলো দো'য়া কে একত্রিত করে দেবে। তোমরা বলো:

হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে সেই সমস্ত কল্যান প্রার্থনা করছি, যা তোমার নবী মুহাম্মদ (সা:) তোমার কাছে প্রার্থনা করেছেন এবং আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি সেই সমস্ত অনিষ্ট থেকে যা থেকে তোমার নবী মুহাম্মদ (সা:) তোমার কাছে আশ্রয় চেয়েছেন। তুমিই সাহায্যকারী। তোমার কাছে সব পৌঁছে যাবে এবং তোমার সাহায্য ছাড়া গুনাহ থেকে দূরে থাকার ও নেকি করার ক্ষমতা কারো নেই।

আসুন, আল্লাহ اَلمُعِز সম্মান দানকারী তাঁর কাছেই আমরা সম্মান চাই, অন্য কারো কাছে নয়। অন্য কাউকে সম্মান দানকারী মনে করা গুরুতর অপরাধ, শিরকের অপরাধ। আল্লাহ শিরকের অপরাধ ক্ষমা করেন না।

আল্লাহ আমাদেরকে শিরকমুক্ত ভাবে তার অনুগত্য ও এবাদত করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

اَلمُذِل

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম আসমাউল হুসনার ২৬ তম নাম اَلمُذِل 'আল মুযিল' আজকের আলোচনার বিষয়। আরবি ভাষায় 'اَلمُذِل' শব্দের মূল ذ - ل - ل , এই মূল শব্দ থেকে যে সকল শব্দ গঠিত হয়েছে তা পবিত্র কোরআন মাজিদে মাত্র ২৪ বার এসেছে। আল্লাহ اَلمُذِل অর্থ: তিনি অপদস্থকারী ।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ﴿٢٦﴾

যাকে ইচ্ছা তুমি ইজ্জত (সম্মান) দাও এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করো, সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে। **(সূরা আলে ইমরান: আয়াত নং ২৬)**

أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ﴿٥٤﴾

To learn more click here

মুমিনদের কেউ কেউ দীন থেকে সরে গেলে, আল্লাহ অন্য এক দলকে দীনের মধ্যে নিয়ে আসবেন যারা আল্লাহকে ভালোবাসবে, জিহাদ করবে, নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না, আল্লাহ তাদের ভালবাসবেন। **(সূরা আল মায়েদা: আয়াত নং ৫৪)**

অর্থ- তারা হবে মুমিনদের প্রতি কোমল এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً ﴿١١١﴾

তাঁর (আল্লাহর) অসহায়ত্ব নেই যে তাঁর কোন অলির (সাহায্যকারী) প্রয়োজন হতে পারে, সুতরাং তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানত্ব ঘোষণা করো। **(সূরা বনী ইসরাঈল: আয়াত নং ১১১)**

فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ ﴿١٣٤﴾

আল্লাহ যদি রাসুল প্রেরনের পূর্বেই তাদের অবাধ্যতার জন্য তাদেরকে ধ্বংস করতেন, তখন কাফেররা বলার সুযোগ পেয়ে যেত: তুমি আমাদের কাছে রাসুল পাঠালে না কেন? তাহলে তো আজ লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতাম না। **(সূরা তোয়াহা: আয়াত নং ১৩৪)**

অর্থ- পাঠালেতো আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবার আগেই তোমার আয়াতের অনুসরণ করতাম।

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, তারাই হবে লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত। **(সূরা মুজাদালা: আয়াত নং ২০)**

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদিস-

আনাস (রা:) বর্ণনা করেন- রাসূল (সা:) দোয়া করতেন-

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

'হে আল্লাহ! আমাকে দুনিয়াতে কল্যাণ ও আখেরাতে কল্যাণ দান করো এবং জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও'।

To learn more click here

মুসলিম শরীফের বর্ননাতে আরো আছে: আনাস (রা:) যখন অন্য কোন দো'য়া করতেন, তখন এই দো'য়াটি শামিল করতেন।

আল্লাহ তা'আলা যাতে আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে লাঞ্চিত না করেন, সেজন্য আমাদের উচিত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা না করা এবং আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত পথে জীবন পরিচালিত করা।

আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা সবচেয়ে বড় জুলুম। শিরকের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ اَلْمُذِلআমাদেরকে শিরিক মুক্ত জীবনযাপনের তৌফিক দান করুন। এবং আমাদেরকে লাঞ্চিত না করুন। আমিন।

اَلسَمِيع

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ২৭ তম নাম 'اَلسَمِيع' আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় 'اَلسَمِيع' শব্দের মূল س - م - ع , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ১৮৫ বার এসেছে। শুনা, শুনানো, কান পাতা, যে শুনে, সর্বশ্রোতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ اَلسَمِيع অর্থ: তিনি সবকিছু শুনেন ।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾

তোমার প্রভুর বাণী সত্য ও ন্যায়ে পরিপূর্ণ। তাঁর বাণী বদল করার কেউ নেই। তিনি সব শুনেন, সব জানেন। **(সূরা আনআম: আয়াত নং ১১৫)**

وَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ اَلْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾

[হে নবী! এরা তোমাকে যা কিছু বলছে]

তাদের কথা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। সমস্ত ইজ্জত ও শক্তির মালিক তো আল্লাহ। তিনি সবকিছু শুনেন, সব জানেন। **(সূরা ইউনূছ: আয়াত নং ৬৫)**

To learn more click here

إِنَّهُ هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾

তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। **(সূরা আশ শোয়ারা: আয়াত নং ২২০)**

وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لاَّ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اَللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾

এমন অনেক জীব-জানোয়ার আছে যারা নিজেদের রিযিক মওজুদ করে রাখে না, আল্লাহ তাদের রিযিক দেন এবং তোমাদেরকেও। তিনি সব শুনেন, সব জানেন। **(সূরা আনকাবুত: আয়াত নং ৬০)**

مَن كَانَ يَرْجُو لِقَآءَ اَللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اَللَّهِ لآتٍ وَهُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْعَلِيمُ ﴿٥﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত কামনা করে, (সে জেনে রাখুক) সাক্ষাতের সেই নির্ধারিত সময়টি অবশ্যই আসবে। তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন। **(সূরা আনকাবুত: আয়াত নং ৫)**

মুসলিম শরীফের হাদিস-

রাসূল (সা:) দোয়া করতেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلمٍ لا يَنْفَعُ، ومِنْ قَلْبٍ لاَ يخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشبَعُ، ومِنْ دَعْوةٍ لا يُسْتجابُ لهَا -

‘হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অনুপকারী ইলম থেকে, আল্লাহর ভয় শূন্য হৃদয় থেকে, অতৃপ্ত নফস থেকে এবং এমন দোয়া থেকে যা কবুল করা হয় না’।

যিনি সব শুনেন তিনি আল্লাহ। বান্দার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব কথাবার্তা, কার্যকলাপ সর্বশ্রোতা আল্লাহ শুনেন। তাঁর ভয় হৃদয়ে থাকলে, মানুষ পাপ কাজ ও শিরক করতে পারেনা।

কারণ, বিচারের দিন তাঁর সাথে আমাদের অবশ্যই সাক্ষাৎ হবে এবং আমাদের ভালো অথবা খারাপ কাজের প্রতিদান দেয়া হবে।

To learn more click here

আসন, সর্বশ্রোতা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নির্দেশ মোতাবেক আমরা জীবন যাপন করি, তাঁর সাথে আমরা কাউকে শরিক না করি। শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ اَلسَمِيع আমাদেরকে শিরিক মুক্ত জীবনযাপনের তৌফিক দান করুন। আমিন।

اَلبَصِير

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ২৮ তম নাম 'اَلبَصِير' আজকের আলোচনার বিষয়। আরবি ভাষায় 'اَلبَصِير' শব্দের মূল ر - ص - ب , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ১৪৮ বার এসেছে। দেখা, ধারণ করা, দেখানো, দৃশ্য, অন্তর্দৃষ্টি, সাক্ষী, সর্বদ্রষ্টা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلبَصِير অর্থ: তিনি সবকিছু দেখেন।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

إِنَّ اَللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ اَلۡأَمَانَاتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ اَلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِاَلۡعَدۡلِ إِنَّ اَللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ إِنَّ اَللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ﴿٥٨﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমানত তার হকদার কে দিয়ে দিতে। তিনি আরও নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচার-ফয়সালা করবে, ন্যায় ও ইনসাফের সাথে সুবিচার করবে। আল্লাহ তোমাদের অতি উত্তম উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। **(সূরা আন নিসা: আয়াত নং ৫৮)**

وَاَللَّهُ يَقۡضِي بِاَلۡحَقِّۖ وَاَلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَقۡضُونَ بِشَيۡءٍۗ إِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلۡبَصِيرُ ﴿٢٠﴾

আল্লাহ ন্যায় বিচার করবেন। তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাকে, তারা বিচার করতে অক্ষম। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। **(সূরা আল মোমেন: আয়াত নং ২০)**

To learn more click here

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ سُلۡطَٰنٍ أَتَىٰهُمۡ إِن فِي صُدُورِهِمۡ إِلَّا كِبۡرٞ مَّا هُم بِبَٰلِغِيهِ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ﴿٥٦﴾

কোন প্রমাণ প্রাপ্তি ছাড়াই যারা আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, অবশ্যই তাদের অন্তরে রয়েছে অহংকার। যে পর্যন্ত তারা পৌঁছতে পারবে না। অতএব আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি সব শুনেন, সব দেখেন। **(সূরা আল মোমেন: আয়াত নং ৫৬)**

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদিস-

রাসূল (সা:) বলেন- সর্বোত্তম ঈমান হচ্ছে সেই ঈমান, যে ঈমান ইবাদত (সালাত, যাকাত, সওম, হজ্ব ইত্যাদি) করার সময় মনে করবে যে, সে আল্লাহকে দেখছে, যদিও সে আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু এটা মনে করতে হবে যে, আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে দেখছেন। কারণ, তিনি সর্বদ্রষ্টা।

তোমার প্রতিটি নেককাজ সর্বোত্তমভাবে করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করবে।

আসুন, আমাদের নেক আমলগুলো আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত পন্থায় সর্বোত্তম ভাবে করার চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের শিরকমুক্ত ইবাদত করার তৌফিক দান করুন। কারণ শিরক এমন পাপকাজ, যেটা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। আমিন।

اَلحَكَم

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ২৯ তম নাম 'اَلحَكَم' আজকের আলোচনার বিষয়।
আরবি ভাষায় 'اَلحَكَم' শব্দের মূল ح - ك - م , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ২১০ বার এসেছে।
বিচার করা, বিচারক মানা, নির্ভুল হওয়া, বিচারক, বিচার, বিচক্ষণ, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلحَكَم অর্থ: 'একমাত্র আদেশ দানকারী ও আইন প্রণেতা'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

To learn more click here

اَللّٰهُ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡ يَوۡمَ اَلۡقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾

তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছো, কেয়ামতের দিন আল্লাহ সেই বিষয়ে ফয়সালা করে দেবেন। **(সূরা হাজ্জ: আয়াত নং ৬৯)**

قَالَ رَبِّ اَحۡكُم بِاَلۡحَقِّ وَرَبُّنَا اَلرَّحۡمَـٰنُ اَلۡمُسۡتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾

সে (রাসূল সা:) আরো বলেছে- আমার প্রভু! তুমি সত্য ও ন্যায্য ফয়সালা করে দাও। (আর হে মানুষ!) আমাদের প্রভু দয়াময়, রহমান। তোমরা যা বলছো, সে বিষয়ে তাঁরই সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। **(সূরা আম্বিয়া: আয়াত নং ১১২)**

أَفَغَيۡرَ اَللّٰهِ أَبۡتَغِى حَكَماً وَهُوَ اَلَّذِيٓ أَنزَلَ إِلَيۡكُمُ اَلۡكِتَابَ مُفَصَّلاً وَاَلَّذِينَ آتَيۡنَاهُمُ اَلۡكِتَابَ يَعۡلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِاَلۡحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ اَلۡمُمۡتَرِينَ ﴿١١٤﴾

(তুমি বলো) আমি কি আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কাউকেও হাকিম মানবো অথচ তিনিই আমাদের প্রতি নাযিল করেছেন আল কিতাব (আল কোরআন) তফসিল সহকারে। আর ইতোপূর্বে আমরা যাদের কিতাব দিয়েছি তারা ভালোভাবেই জানে এটি (কোরআন) নির্ঘাত তোমার প্রভুর পক্ষ থেকেই নাজিল হয়েছে। সুতরাং তুমি সন্দেহ পোষণ কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। **(সূরা আনআ'ম: আয়াত নং ১১৪)**

আবু দাউদ ও তিরমিজী শরীফের হাদিস-

রাসূল (সা:) বলেছেন-

اَلدُّعَاءُ هُوَ اَلۡعِبَادَةُ-

'দু'য়া হচ্ছে ইবাদত'।

মুসলিম শরীফের হাদিস-

রাসূল (সা:) দোয়া করতেন -

اَللَّهُمَّ إِنِي أَسۡأَلُكَ اَلهُدَى، وَاَلتُّقَى، وَاَلعفَافَ، واَلغنَى-

To learn more click here

‘হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাচ্ছি হেদায়াত, তাকওয়া, সচ্চরিত্রতা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা বা স্বনির্ভরতা’।

আল্লাহ বিচারের দিন, আমাদের দুনিয়ার সমস্ত কাজের (ভালো ও মন্দ কাজের) ফয়সালা করে দেবেন। আল্লাহ ফয়সালায় যেন আমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পারি, সে জন্য আল্লাহর কাছে দুনিয়াতে ক্ষমা চাইতে হবে এবং খারাপ কাজ পরিহার করে চলতে হবে।

আল্লাহর কোন একটা গুণ সম্পর্কেও যেন আমরা কাউকে শরিক না করি। কারণ শিরিক ‘সবচেয়ে বড় জুলুমের’ অপরাধ। আল্লাহ এই অপরাধ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমিন।

اَلعَدْل

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৩০ তম নাম ‘اَلعَدْل’ আজকের আলোচনার বিষয়। আরবি ভাষায় ‘اَلعَدْل’ শব্দের মূল ع - د - ل , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ২৮ বার এসেছে। ন্যায় পরায়ণ হওয়া, মুক্তিপণ, বিনিময় এবং সমকক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلعَدْل অর্থ: ‘তিনি ন্যায়পরায়ন; ন্যায়বিচারক’।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾

তোমার প্রভুর বাণী সত্য ও ন্যায়ে পরিপূর্ণ। তাঁর বাণী বদল করার কেউ নেই। তিনি সব শুনেন, সব জানেন। **(সূরা আন’আম: আয়াত নং ১১৫)**

إِنَّ اَللَّهَ يَأْمُرُ بِاَلْعَدْلِ وَاَلإِحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِى اَلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ اَلْفَحْشَاءِ وَاَلْمُنْكَرِ وَاَلْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন আদল (ন্যায় বিচার) ও ইহসান (উপকার) করার, আত্মীয়-স্বজনকে দান করার। আর নিষেধ করেছেন ফাহেশা কাজ, অন্যায় কাজ এবং সীমালংঘন থেকে। তিনি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। **(সূরা আন নাহল: আয়াত নং ৯০)**

To learn more click here

তিরমিজী শরীফের হাদিস-

রাসূল (সা:) দোয়া করতেন -

اللَّهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن منْكَرَاتِ الأَخلاقِ، والأعْمَالِ والأَهْواءِ

'হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে খারাপ আখলাক, খারাপ আমল ও কুপ্রবৃত্তি থেকে।

ন্যায় বিচার না করা, ইহসান না করা অবশ্যই খারাপ আখলাক ও খারাপ আমল। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাজত করুন।

ন্যায়পরায়ণ, ন্যায়বিচারক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে আমরা কাউকে শরিক না করি। কারণ শিরিক 'সবচেয়ে বড় জুলুমের' অপরাধ। আল্লাহ এই অপরাধ ক্ষমা করবেন না।

আল্লাহ আমাদেরকে শিরিক মুক্তভাবে তাঁর ইবাদত, মানুষের প্রতি ন্যায়বিচার ও ইহসান করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

اَللَّطِيف

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৩১ তম নাম 'اَللَّطِيف' আজকের আলোচনার বিষয়। আরবি ভাষায় 'اَللَّطِيف' শব্দের মূল ل - ط - ف , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৮ বার এসেছে। সাবধান হওয়া, একমাত্র সুক্ষদর্শী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَللَّطِيف অর্থ: 'তিনি একমাত্র সুক্ষদর্শী'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اَللَّطِيفُ اَلْخَبِيرُ ﴿١٤﴾

যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানবেন (তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য কথা) না? অথচ তিনি হলেন সূক্ষদর্শী, সব অবগত। **(সূরা আল মূলক: আয়াত নং ১৪)**

اَللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ اَلْقَوِىُّ اَلْعَزِيزُ ﴿١٩﴾

To learn more click here

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সূক্ষদর্শী। তিনি যাকে ইচ্ছা জীবিকার প্রাচুর্য দিয়ে থাকেন। তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। **(সূরা আশ'শুরা: আয়াত নং ১৯)**

لاَّ تُدْرِكُهُ اَلأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ اَلأَبْصَارَ وَهُوَ اَللَّطِيفُ اَلْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾

কোন দৃষ্টি তাঁকে ধারণ করতে পারে না, কিন্তু তিনি ধারণ করেন সব দৃষ্টি। আর তিনি সূক্ষদর্শী সব বিষয়ের খবর রাখেন। **(সূরা আন'আম: আয়াত নং ১০৩)**

আবু দাউদ শরীফের হাদিস-

নম্র ও মার্জিত ব্যবহার করো, কারও মধ্যে এ গুন থাকলে তার সৌন্দর্য বেড়ে যায়, এই গুণ বিহীন মানুষ নিজের চরিত্রের ক্ষতি করে।

আল্লাহকে ভয় করা উচিত, কারণ তিনি সূক্ষদর্শী। আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশের অনুগত্য করে জীবন যাপন করলে আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করবেন। মানুষের সাথে ভালো আচরণ করার নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন, সেই নির্দেশ আমরা মেনে চলি। আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করলে সে গুনাহ আল্লাহ মাফ করবেন না। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন। আমিন।

اَلْخَبِير

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৩২ তম নাম 'اَلْخَبِير' আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় 'اَلْخَبِير' শব্দের মূল خ - ب - ر , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৫২ বার এসেছে। খবর তথ্য সমস্ত খবর জানেন ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلْخَبِير অর্থ: 'তিনি সব খবর জানেন'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اَللَّطِيفُ اَلْخَبِيرُ ﴿١٤﴾

To learn more click here

যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানবেন (তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য কথা) না? অথচ তিনি হলেন সূক্ষদর্শী, সব অবগত। **(সূরা আল মূলক: আয়াত নং ১৪)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلَّذِى لَهُ مَا فِى اَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِى اَلأَرْضِ وَلَهُ اَلْحَمْدُ فِى اَلآخِرَةِ وَهُوَ اَلْحَكِيمُ اَلْخَبِيرُ ﴿١﴾

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি মালিক মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুর। আখেরাতেও সমস্ত প্রশংসা তাঁর। তিনি প্রজ্ঞাবান, সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত। **(সূরা সাবা: আয়াত নং ১)**

إِنَّ اَللّٰهَ عِندَهُ عِلْمُ اَلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ اَلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى اَلأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اَللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٠٣﴾

অবশ্যই কেয়ামতের জ্ঞান রয়েছে কেবল আল্লাহর কাছে। তিনিই নাযিল করেন বৃষ্টি। তিনিই জানেন মাতৃগর্ভে কি আছে? কোন ব্যক্তিই জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কোন ব্যক্তি জানে না কোন স্থানে তার মরন হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জ্ঞানী, সব বিষয়ে অবহিত। **(সূরা লোকমান: আয়াত নং ১০৩)**

মুসলিম শরীফের হাদিস-

রাসূল (সা:) এক বাজারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেখানে রাস্তার পাশে তিনি একটি মরা ভেরা দেখতে পেলেন যার কান দু'টি খুবই ছোট ছিল। যারা তার সাথে হাটছিলেন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন- এই ভেরাটি, কে এক দিরহাম দিয়ে খরিদ করবে? তারা বলল: এটি এক দেরহাম বা তার চেয়ে কম মূল্যেও আমরা কেউই খরিদ করব না। কারণ এটি আমাদের কোন কাজে আসবে না। রাসূল (সা:) বললেন: বিনামূল্যে কেউ কি এটা খরিদ করবে? তারা বলল: আল্লাহর শপথ! আমরা কেউই এটাকে বিনামূল্যেও খরিদ করবো না। কারণ এটা ত্রুটিযুক্ত খুবই ছোট দুটি কান, তদুপরি ভেরাটি এখন মৃত। তখন রাসূল (সা:) বললেন: এই দুনিয়া আল্লাহর নিকট এই মৃত ছোট দুটি কানযুক্ত ভেরাটির চেয়েও নগণ্য।

এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, টাকা পয়সা, বাড়ি ঘর, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে আমাদেরকে চলে যেতে হবে। আখেরাতের জীবন স্থায়ী। সেই জীবনের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করতে হলে, আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত পথে আমাদের চলতে হবে।

To learn more click here

আসুন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে দুনিয়ায় আমরা জীবন যাপন করি। কারণ শিরিকের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। আমিন।

اَلحَلِيم

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৩৩ তম নাম 'اَلحَلِيم' আজকের আলোচনার বিষয়। আরবি ভাষায় 'اَلحَلِيم' শব্দের মূল ح - ل - م , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ২১ বার এসেছে। স্বপ্ন, বয়সন্ধি, চিন্তা, অতিশয় ধৈর্যশীল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । আল্লাহ اَلحَلِيم অর্থ: 'তিনি অতিশয় ধৈর্যশীল'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

إِن تُقْرِضُواْ اَللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاَللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

তোমরা যদি আল্লাহকে কর্জে হাসানা (উত্তম ঋণ) দাও, তিনি তো তোমাদের জন্য বহুগুণে বৃদ্ধি করে ফেরত দিবেন। তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্যই আল্লাহ গুনগ্রাহী, ধৈর্যশীল। **(সূরা আত্ তাগাবুন: আয়াত নং ১৭)**

إِنَّ اَللَّهَ يُمْسِكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَاَلأَرْضَ أَن تَزُولاَ وَلَئِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ﴿٤١﴾

আল্লাহই মহাকাশ ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করে রাখেন যাতে সেগুলোর পতন না হয়। সেগুলোর যদি পতন হয়ই তবে তিনি ছাড়া আর কে আছে, যে সেগুলোর পতন রোধ করবে? তিনি অতীব সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ। **(সূরা ফাতির: আয়াত নং ৪১)**

تُسَبِّحُ لَهُ اَلسَّمَاوَاتُ اَلسَّبْعُ وَاَلأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـٰكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ﴿٤٤﴾

To learn more click here

সপ্তাকাশ, এই পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যারাই আছে, সবাই তাঁরই তাসবিহ করছে। এমন কোন বস্তু নেই যা তাঁর প্রশংসাসহ তাঁর তাসবিহ করছে না। তবে তোমরা তাদের তাসবিহ অনুধাবন করতে পারো না। নিশ্চয়ই তিনি অতীব সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ। **(সূরা বনি ইসরাইল: আয়াত নং ৪৪)**

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদিস-

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা:) বর্ণনা করেন- একবার রাসুল সাঃ এর নিকট কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী নিয়ে আসা হলো। যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে একজন মহিলা ছিল, যে তার বাচ্চা খুঁজছিল। যখন সে বাচ্চাটিকে খুঁজে পেলো, তখন সে নিজের বাচ্চাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বুকের দুধ পান করাতে লাগলো। রাসূল সাঃ বললেন: তোমরা কি মনে করো মহিলাটি তার বাচ্চাকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? আমরা বললাম: কখনও নয়! পারতপক্ষে কখনো সে তার বাচ্চাকে আগুনে নিক্ষেপ করবে না। রাসূল সা: বললেন: এই মহিলাটি তার বাচ্চার জন্য যতটা দয়ালু, তার চাইতে অনেক বেশি দয়ালু আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য।

অতীব দয়ালু, অতিশয় সহনশীল আল্লাহর অবাধ্য হওয়া অবশ্যই পাপ কাজ। তাঁর সাথে কাউকে শরিক করা বড় জুলুম এবং গুনাহের কাজ। আল্লাহ শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না।

আল্লাহ আমাদেরকে শিরক মুক্ত জীবন যাপনের তৌফিক দান করুন। আমিন।

اَلعَظِيم

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৩৪ তম নাম 'اَلعَظِيم' আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় 'اَلعَظِيم' শব্দের মূল ع - ظ - م , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ১২৮ বার এসেছে। সম্মান করা, সম্মানিত করা, হাড়, অতি মহান ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلعَظِيم অর্থ: 'তিনি অতি মহান'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَ هُوَ اَلۡعَلِیُّ اَلۡعَظِیۡمُ ﴿۲۵۵﴾

To learn more click here

তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বমহান। **(সূরা আল বাকারা: আয়াত নং ২৫৫)**

مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ وَلَا ٱلۡمُشۡرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ خَيۡرٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَٱللَّهُ يَخۡتَصُّ بِرَحۡمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾

আহলে-কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের, তাদের মনঃপুত নয় যে, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ ভাবে স্বীয় অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহ মহান অনুগ্রহদাতা। **(সূরা আল বাকারা: আয়াত নং ১০৫)**

لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ ﴿٤﴾

মহাবিশ্ব এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তাঁর। তিনি সর্বোচ্চ, অতি মহান। **(সূরা আশ শুরা: আয়াত নং ৪)**

فَسَبِّحۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلۡعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

অতএব! তুমি (হে রাসুল) তোমার মহান প্রভুর নাম নিয়ে তসবিহ করো। **(সূরা ওয়াকিয়া: আয়াত নং ৭৪)**

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদিস-

দু'টি বাক্য -

سُبْحَانَ اللَّهِ ، وبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ -

সমস্ত প্রশংসা ও গৌরব একমাত্র আল্লাহর। তিনি সর্বোচ্চ ও মহান। যা পাঠ করতে ও মুখস্থ করতে জিহবার জন্য সহজ, কিন্তু, মিজানে ওজনে ভারী এবং দয়াময় আল্লাহর কাছে অনেক প্রিয়।

আসুন, সর্বমহান আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করি। তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করি। 'শিরক' সবচেয়ে বড় জুলুমের অপরাধ। যা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদেরকে শিরকমুক্ত জীবন যাপনের তৌফিক দান করুন। আমিন।

To learn more click here

اَلغَفُور

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৩৫ তম নাম ‘اَلغَفُور’ আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় ‘اَلغَفُور’ শব্দের মূল غ - ف - ر , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ২৩৪ বার এসেছে। ক্ষমা করা, ক্ষমা চাওয়া, অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অবিরাম ক্ষমা করনেওয়ালা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلغَفُور অর্থ: ‘তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অবিরাম ক্ষমা করনেওয়ালা’।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَإِن يَمْسَسْكَ اَللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيْبُ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ اَلْغَفُورُ اَلرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾

আল্লাহ তোমাকে কোন অকল্যাণ দিলে তিনি ছাড়া তা দূর করার আর কেউই নেই। তিনি যদি তোমাকে কোন কল্যাণ দান করেন, তবে তাঁর অনুগ্রহ রদ করারও কেউই নেই। তিনি তাঁর দাসদের যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করেন। তিনি মহা ক্ষমাশীল, মহা দয়াময়। **(সূরা ইউনুছ: আয়াত নং ১০৭)**

نَبِّىءْ عِبَادِى أَنِّى أَنَا اَلْغَفُورُ اَلرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾

আমার দাসদের সংবাদ দাও, নিশ্চয়ই আমি মহা ক্ষমাশীল, মহা দয়াময়। **(সূরা আল হিজর: আয়াত নং ৪৯)**

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَاهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٠﴾

যারা নির্যাতিত হবার পর হিজরত করেছে তারপর জিহাদ করেছে এবং অটল থেকেছে তোমার প্রভু এই অটল থাকার পর তাদের প্রতি অবশ্যই পরম ক্ষমাশীল, দয়াবান। **(সূরা আন নাহল: আয়াত নং ১১০)**

قُلْ يٰعِبَادِىَ اَلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اَللَّهِ إِنَّ اَللَّهَ يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ اَلْغَفُورُ اَلرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

To learn more click here

(হে নবী বলে দাও আমার একথা) হে আমার দাসেরা, যারা নিজেদের প্রতি যুলুম-অবিচার করেছো, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, আল্লাহ সমস্ত পাপই ক্ষমা করে দেবেন, কারণ তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান। **(সূরা যুমার: আয়াত নং ৫৩)**

বুখারী এবং মুসলিম শরীফের হাদিস-

রাসুল সাঃ বলেন: আমার প্রত্যেক অনুসারীকে ক্ষমা করা হবে, তাদেরকে ব্যতীত যারা পাপ কাজ করে এবং তা প্রচার করে বেড়ায়।

রাতে কোন ব্যক্তি গোপনে অন্যায় কাজ করলে, আল্লাহ তা ঢেকে রাখেন, প্রকাশ হতে দেন না। সকালবেলা সে ব্যক্তি নিজেই লোকদেরকে বলে বেড়ায় আমি রাতে এই পাপ কাজ করেছি। আল্লাহ যেটা ঢেকে রেখেছিলেন, সে নিজেই সেটা প্রকাশ করে দিল।

আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অবিরাম ক্ষমা করনেওয়ালা তিনি ঘোষণা করেছেন, তিনি সব পাপই ক্ষমা করে দেবেন, কিন্তু শিরকের পাপ ক্ষমা করবেন না।

আসুন, শিরকে লিপ্ত না হয়ে, আমরা আল্লাহর ক্ষমার যোগ্য হয়ে যাই। আল্লাহর ক্ষমা লাভ করলে দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমিন।

اَلشَّكُور

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৩৬ তম নাম ‘اَلشَّكُور’ আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় ‘اَلشَّكُور’ শব্দের মূল ر - ك - ش , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৭৫ বার এসেছে। কৃতজ্ঞ হওয়া, ধন্যবাদ দেয়া, ধন্যবাদ, একমাত্র কৃতজ্ঞতার প্রতিদানকারী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلشَّكُور অর্থ: ‘তিনি (ভালো) কাজের স্বীকৃতি ও মর্যাদা প্রদানকারী’।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

To learn more click here

আর যে কেউ স্বেচ্ছায় কল্যাণকর কাজ করবে, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ অবশ্যই সেচ্ছা কল্যাণ কাজের স্বীকৃতি ও মর্যাদা প্রদানকারী, সর্ব জ্ঞানী। **(সূরা আল বাকারা: আয়াত নং ১৫৮)**

مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِراً عَلِيماً ﴿١٤٧﴾

তোমরা যদি শোকর আদায় করো এবং ঈমান রাখ, তাহলে তোমাদের শাস্তি দিয়ে আল্লাহর কি কাজ? আল্লাহ তো কৃতজ্ঞতার মর্যাদা দানকারী, সর্ব জ্ঞানী। **(সূরা আন নিসা: আয়াত নং ১৪৭)**

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾

এবং আল্লাহ তাদের প্রচেষ্টায় পূর্ণ প্রতিদান দেবেন এবং নিজের অনুগ্রহ থেকে আরও অধিক দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। **(সূরা ফাতির: আয়াত নং ৩০)**

وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٣﴾

যে কল্যাণকর কাজ করে, আমি তাতে তার কল্যানের মাত্রা বাড়িয়ে দিই। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল এবং ভালো কাজের মর্যাদা দানকারী। **(সূরা আশ শুরা: আয়াত নং ২৩)**

বুখারী, মুসলিম ও ইবনে মাজাহের হাদিস :

দুনিয়াতে কোন মু'মিন ব্যক্তি অন্য কোনো মু'মিন ব্যক্তির কোনো কষ্ট লাঘব করলে, আল্লাহ তার কোন কষ্ট পরকালে লাঘব করে দেবেন।

মুসলিম শরীফের হাদীস :

কোন ভালো কাজকে ক্ষুদ্র মনে করো না, এমনকি যদি তোমার কোন ভাইয়ের সাথে সহাস্য বদনে সাক্ষাৎ এর মত কাজও হয়।

মুসলিম শরীফের হাদীস :

যে কেউ তার কোন মুসলিম ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি দুনিয়া ও আখেরাতে গোপন রাখবেন। কোন ও মুসলিম অন্য মুসলিমকে সাহায্য করলে, আল্লাহ তাকে সাহায্য করতে থাকবেন যতক্ষণ সে তাকে সাহায্য করতে থাকবে।

To learn more click here

আসুন, আমরা আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করি। শোকরগুজার বান্দাদের আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে মর্যাদা দান করবেন।

সুতরাং আমরা শিরকমুক্ত জীবন যাপন করি, কারণ শিরকের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমিন।

اَلعَلِی

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৩৭ তম নাম 'العَلِی' আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় 'اَلعَلِی' শব্দের মূল ع - ل - و , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৭০ বার এসেছে। সুউচ্চ, শ্রেয়, এস, অহংকার, পরাস্ত, উন্নত করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلعَلِی অর্থ: ' তিনি অতি বড় মহান'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

ذٰلِكَ بِأَنَّ اَللّٰهَ هُوَ اَلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ اَلْبَاطِلُ وَأَنَّ اَللّٰهَ هُوَ اَلْعَلِيُّ اَلْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾

এর কারন এটাও যে, আল্লাহই একমাত্র মহাসত্য, আর আল্লাহর পরিবর্তে তারা যা ডাকে তা অসত্য, বাতিল। আর আল্লাহই সুউচ্চ, বড়। **(সূরা আল হাজ্জ: আয়াত নং ৬২)**

১৯ টি আয়াত সম্বলিত ৮৭ নং সূরা আল-আ'লা শুরু হয়েছে -

سَبِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ اَلأَعْلَى ﴿١﴾

তসবিহ করো তোমার মহান প্রভুর নামে। **(সূরা আলাক্ব: আয়াত নং ১)**

৯২ নং সূরা আল লাইলের ১৭ থেকে ২০ আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে -

وَسَيُجَنَّبُهَا اَلأَتْقَى ﴿١٧﴾

اَلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿١٨﴾

To learn more click here

وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴿١٩﴾

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾

আর তা (জাহান্নাম) থেকে দূরে রাখা হবে অতীব মুত্তাকী (আল্লাহ ভীরু) ব্যক্তিকে, যে তার মাল সম্পদ দান করে নিজের পরিশুদ্ধি ও উন্নতির জন্য, তার প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতিদান হিসেবে নয়, বরং শুধুমাত্র তার মহান প্রভুর সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়। **(সূরা আল লাইল: আয়াত নং ১৭ - ২০)**

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴿٩﴾

তিনি গায়েব ও দৃশ্যের জ্ঞানী মহান ও সর্বোচ্চ মর্যাদার মালিক। **(সূরা আর রা'দ: আয়াত নং ৯)**

আহমদ ও ইবনে মাজাহ এর হাদিস :

যারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং প্রশংসা করে এই বলে -

سبحان الله, الله اكبر, الحمدلله, لا اله الا الله

আল্লাহ সর্ব গুণান্বিত, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। এ সমস্ত কথাগুলো আল্লাহর সিংহাসনের কাছে পৌঁছে যায় এবং মৌমাছির গুঞ্জনের মতো কথাগুলো উচ্চারিত হতে থাকে এবং যারা বলেছে তাদের নাম সহ উচ্চারিত হয়।

আসুন, আমরা তসবিহ পাঠ করি - অতি বড় মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদার মালিক আল্লাহ। এবং আমাদের কথাবার্তায়, কার্যকলাপে তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করি। কারণ, আল্লাহ শিরিক ছাড়া বাকি সমস্ত গুনাহ মাফ করবেন। শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। আমিন।

اَلكَبِير

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৩৮ তম নাম 'اَلكَبِير' আজকের আলোচনার বিষয়।

To learn more click here

আরবি ভাষায় 'اَلكَبِير' শব্দের মূল ك - ب - ر, এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ১৬১ বার এসেছে। বড়, বড় হওয়া, বৃদ্ধি করা, উদ্ধত হওয়া, বৃদ্ধাবস্থা, প্রশংসা করা, সবচেয়ে বড় ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلكَبِير অর্থ: 'তিনি সবচেয়ে বড়'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ اَلْبَاطِلُ وَأَنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلْعَلِيُّ اَلْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾

এগুলো (প্রমাণ করে যে,) আল্লাহ মহাসত্য এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাকে তারা মিথ্যা। নিশ্চয়ই আল্লাহ উঁচু, অতীব মহান। **(সূরা লুকমান: আয়াত নং ৩০)**

ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اَللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا۟ فَاَلْحُكْمُ لِلَّهِ اَلْعَلِيِّ اَلْكَبِيرِ ﴿١٢﴾

(বলা হবে) তোমাদের এই শাস্তি তো এই কারণে যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হতো তোমরা তাঁর প্রতি কুফুরি করতে, এবং তাঁর সাথে কেউ শরিক সাব্যস্ত করলে সে কথার প্রতি তোমরা ঈমান আনতে। (আজ) সর্বময় সিদ্ধান্তের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তা'য়ালা। তিনি সর্বোচ্চ, তিনি মহান। **(সূরা আল মুমিন: আয়াত নং ১২)**

হেরা পর্বতের গুহায় প্রথম ওহী নাযিল হলো। রাসুল সাঃ ভয় পেয়ে বাড়িতে এসে চাদর গায়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মুদ্দাসসিরে আয়াত নাযিল হলো -

يَٰٓأَيُّهَا اَلْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾

হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠো (মানুষকে) সতর্ক করো। তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। **(সূরা মোদ্দাসসের: আয়াত নং ১ - ৩)**

মুসলিম, তিরমিজি ও নাসাঈর হাদিস :

To learn more click here

এক ব্যক্তি সালাত শুরুর একটু পর সালাতে এসে, কাতারে দাড়িয়ে বলল -

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

'আল্লাহ সবচেয়ে বড়, অনেক প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং সকাল-সন্ধ্যা আমি আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছি'।

সালাত শেষে রাসূল সা: জিজ্ঞাসা করলেন- কে এই কথাগুলো বলেছে? লোকটি বলল: ইয়া রাসুলাল্লা আমি ভালো উদ্দেশ্যেই এই কথাগুলো বলেছি। রাসূল সা: বললেন: আমি দেখলাম এই কথাগুলো জন্য বেহেশতের দরজা খুলে গেলো। বর্ণনাকারী ইবনে ওমর রা: বলেন এটা শুনার পর আমি কখনো এটা বলা থেকে নিজেকে বিরত রাখিনি।

মুসলিম শরীফের হাদীস :

যে আল্লাহর কাছে নত হয়, আল্লাহ তার মর্যাদা উঁচু করেন।

আহমেদ শরীফের হাদিস :

তোমরা বেশি বেশি সেজদা করো। কারণ একটা সেজদার কারণে আল্লাহ ঈমানদারদের মর্যাদা বেহেশতে এক স্তর উঁচু করেন এবং একটা পাপ মোচন করেন।

সুতরাং, সালাত, রুকু ও সিজদার মাধ্যমে আমরা আমাদের গুনাহ মাফ করিয়ে নেই এবং আমাদের মর্যাদা বাড়িয়ে নেই।

আল্লাহ ছাড়া আর কোন শক্তির কাছে মাথা নত করা শিরকের অপরাধ। যেটা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের শিরিক মুক্ত জীবন যাপনের তৌফিক দান করুন। আমিন।

اَلحَفِيظ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৩৯ তম নাম 'الحَفِيظ' আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় 'الحَفِيظ' শব্দের মূল ح - ف - ظ , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৪৪ বার এসেছে। সংরক্ষন করা, নিরাপত্তা দেয়া, অর্পন করা, দৃষ্টি রাখা, অভিভাবক, নিরপত্তাদাতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ الحَفِيظ অর্থ: 'তিনি সবকিছু সংরক্ষনকারী'।

To learn more click here

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّى قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّونَهُ شَيْئاً إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٥٧﴾

আর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রাখো, আমি তোমাদের কাছে যে বার্তা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। আমার প্রভু তোমাদের পরিবর্তে ভিন্ন কোন কওমকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমার প্রভু সবকিছুর রক্ষক। **(সূরা হুদ: আয়াত নং ৫৭)**

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِى شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٢١﴾

অথচ তাদের উপর ইবলিশের কোন আধিপত্য ছিল না। কারা আখিরাতে বিশ্বাসী, আর কারা তাতে সন্দিহান তা প্রকাশ করে দেয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তোমার প্রভু প্রতিটি বিষয়ে হেফাজতকারী। **(সূরা সাবা: আয়াত নং ২১)**

وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿٦﴾

যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অলি (বন্ধু, সাহায্যকারী ও অভিভাবক) হিসেবে গ্রহণ করে, (তারা তো নিজেদের জন্য অতি ঠুনকো ও নিকৃষ্ট অলি গ্রহণ করে), প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তাদের রক্ষক, হেফাজতকারী, তুমি তাদের (কার্যক্রমের) জিম্মাদার নও। **(সূরা আশ শুরা: আয়াত নং ৬)**

তিরমিজি ও আহমদ শরীফের হাদিস :

সবকিছুর সংরক্ষণকারী আল্লাহর বিশেষ নিরাপত্তা লাভের জন্য তোমরা আল্লাহর বিধি-বিধান সংরক্ষণ করো (অর্থাৎ নিজে মেনে চলো এবং অন্যকে মেনে চলতে উৎসাহিত করো), এবং তিনি তোমাকে সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা দান করবেন।

To learn more click here

সুতরাং আমাদের উচিত আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলি এবং অন্যকে মেনে চলতে তাগিদ দেই। আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করি। কারণ শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমিন।

اَلمُقِيت

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৪০ তম নাম 'المُقِيت' আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় 'المُقِيت' শব্দের মূল ق - و - ت , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত দু'টি শব্দ পবিত্র কোরআন মাজিদে ২ বার এসেছে। 'আক্ওয়াতা' অর্থ: উপজীবিকা। 'মুকিতা' অর্থ: রক্ষক। আল্লাহ المُقِيت এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ সকলের রুটি উপার্জন দানকারী এবং সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَاتَهَا فِيٓ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِينَ ﴿١٠﴾

তিনি ভূপৃষ্ঠে স্থাপন করেছেন অটল পাহাড় পর্বত। তাতে (ভূপৃষ্ঠে) রেখেছেন প্রভূত বরকত। চারটি দিনে (কালে) তাতে ব্যবস্থা করেছেন তার সমর্থ (উৎপাদিত জীবিকা) প্রার্থনাকারীদের জন্যে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী। **(সূরা ফুসসিলাত: আয়াত নং ১০)**

مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتاً ﴿٨٥﴾

To learn more click here

যে কেউ ভালো কাজের সুপারিশ করবে, তার পুরস্কারে তার অংশ থাকবে। আর যে কেউ মন্দ কাজের সুপারিশ করবে, তাতেও তার অংশ থাকবে। প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ দৃষ্টি রাখেন। **(সূরা আন নিসা: আয়াত নং ৮৫)**

হাদিসে কুদসি :

আল্লাহ মূসা (আ:) কে বলেছিলেন, তোমার প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে আমার কাছে প্রার্থনা করো, যদি তা অতি ক্ষুদ্র জিনিসও (তোমার জুতার ফিতা এবং তোমার পাত্রের লবন) হয়। আমার কাছে চাও।

আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টির সময়ই, আমাদের প্রয়োজনীয় জীবিকা এতে ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সুতরাং, আল্লাহর কাছে আমাদের ছোট-বড় সবকিছুর জন্য প্রার্থনা করা অবশ্যই কর্তব্য।

অন্য কারো কাছে আমরা হাত না পাতি, যিনি একমাত্র দাতা তাঁর কাছেই ধর্না দেই। তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করি। কারণ, শিরকের পাপ তিনি ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদেরকে শিরক মুক্ত জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

اَلحَسِيب

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৪১ তম নাম ‘الحَسِيب’ আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় ‘الحَسِيب’ শব্দের মূল ب - س - ح , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ১০৯ বার এসেছে। হিসাব গ্রহণকারী, হিসাব সংরক্ষণকারী, চিন্তা, হিসাব, যথেষ্ট ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ الحَسِيب অর্থ: ‘তিনি সকলের হিসাব গ্রহণকারী’।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً ﴿٨٦﴾

যখন তোমাদের অভিবাদন করা হয়, তখন তোমরাও তার চাইতে উত্তম ভাবে অভিবাদনের জবাব দাও। অথবা অন্তত অনুরূপ জবাব দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের হিসাব গ্রহণ করবেন। **(সূরা আন নিসা: আয়াত নং ৮৬)**

To learn more click here

ثُمَّ رُدُّوٓاْ إِلَىٰ ٱللَّهِ مَوۡلَىٰهُمُ ٱلۡحَقِّۚ أَلَا لَهُ ٱلۡحُكۡمُ وَهُوَ أَسۡرَعُ ٱلۡحَٰسِبِينَ ﴿٦٢﴾

তারপর তাদের ফেরত পাঠানো হয় তাদের প্রকৃত মাওলা আল্লাহর কাছে। জেনে রাখ, সমস্ত কর্তৃত্ব কেবল তাঁরই। আর হিসাব গ্রহণে তিনি সবচেয়ে দ্রুততর। **(সূরা আন'আম: আয়াত নং ৬২)**

وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِينَ ٱلۡقِسۡطَ لِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَلَا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـٔٗاۖ وَإِن كَانَ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٍ أَتَيۡنَا بِهَاۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ﴿٤٧﴾

কেয়ামতকালে আমরা স্থাপন করবো ন্যায় বিচারের দন্ড। তখন কারো প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না। কারো কর্ম যদি শস্য পরিমাণ ওজনেরও হয়, সেটাও আমরা ওজনের আওতায় নিয়ে আসবো। হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আমরাই যথেষ্ট। **(সূরা আম্বিয়া: আয়াত নং ৪৭)**

বুখারী শরীফের হাদিস :

যখন ইব্রাহীম (আঃ) কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তখন তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন -

حسبنا الله ,ونعم الوكيل -

'একমাত্র আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, সবকিছুর সিদ্ধান্ত তাঁরই আয়ত্তাধীন'।

মুসলিম শরীফের হাদিস :

রাসুল সাঃ দোয়া শিখিয়েছেন -

حسبنا الله ,لا اله الا هو ,عليه توكلت ,وهو رب العرش العظيم -

'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাঁর উপরই আমি ভরসা করছি, তিনি আরশে আজীমের (মহান সিংহাসনের) রব'।

ফজর ও আসর সালাতের পর কেউ যদি এই দোয়া ৭ বার পড়ে, তবে আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার চিন্তার ও অবস্থার যত্ন নিবেন।

রাসূল সা: যে ভাবে আমাদেরকে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে শিখিয়েছেন, সেই ভাবে মাতৃভাষায় অথবা আরবি ভাষায় মনের আকুতি মিশিয়ে, অত্যন্ত অবনত মস্তকে, হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি-

To learn more click here

হে আল্লাহ বিচারের দিন আমাদের হিসাব সহজ করে আপনার রহমতের চাদরে আমাদের আচ্ছাদিত করুন। আমাদের শিরক মুক্ত জীবন যাপনের তৌফিক দান করুন। কারণ, শিরকের গুনাহ আপনি মাফ করবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আমিন।

اَلجَلِيل

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৪২ তম নাম 'الجَلِيل' আজকের আলোচনার বিষয়। আরবি ভাষায় 'الجَلِيل' শব্দের মূল ج - ل - ل , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে মাত্র ২ বার এসেছে। আল্লাহ الجَلِيل অর্থ: 'তিনি অতি বড় মর্যাদাশীল'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٨٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو اَلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই বিলীন হয়ে যাবে, বাকি থাকবে কেবল তোমার মর্যাদাবান, মহানুভব প্রভুর মুখমণ্ডল (সত্তা)। **(সূরা আর রাহমান: আয়াত নং ২৬ থেকে ২৭)**

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي اَلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

অতিশয় মহান কল্যাণময় তোমার প্রভুর নাম, যিনি অতিব মর্যাদাবান, মহানুভব। **(সূরা আর রহমান: আয়াত নং ৭৮)**

মুসলিম শরীফের হাদিস :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ والْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وفي رواية وضلع الدين وعلبه -

'হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে অক্ষমতা, আলস্য, কাপুরুষতা, বার্ধক্য, কার্পণ্য, কবরের আযাব, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে। অন্য বর্ণনায় আছে: ঋণের ভয়াবহ বোঝা ও লোকদের পরাভব থেকে।

To learn more click here

আসুন, আমরা অতি মর্যাদাবান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথে চলে তাঁর আনুগত্য করি। আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করি। কারণ, শিরকের গুনাহ তিনি ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। আমিন।

اَلكَرِيم

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৪৩ তম নাম 'الكَرِيم' আজকের আলোচনার বিষয়। আরবি ভাষায় 'الكَرِيم' শব্দের মূল ك - র - م, এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৪৭ বার এসেছে। উদার, উন্নত চরিত্র, মহৎ, সম্মান, সম্মানিত ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ الكَرِيم অর্থ: 'তিনি মহাসম্মানিত'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

সুলাইমান (আ:) বললেন: রানী বশ্যতা স্বীকার করে এখানে পৌছার আগেই কে তার সিংহাসনটি এখানে নিয়ে আসতে পারবে। শক্তিশালী জিন বলল: আপনি এখান থেকে ওঠার আগেই নিয়ে আসবো। কিতাবের জ্ঞানে সমৃদ্ধ এক ব্যক্তি (মানুষ) বললো আপনি চোখের পলক ফেলার আগেই নিয়ে আসছি। তখন সোলাইমান (আ:) বলেছিলেন: আল্লাহ দেখতে চান কে কৃতজ্ঞ, আর কে অকৃতজ্ঞ। তারপর বলা হচ্ছে:

وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾

আর যে কেউ শোকর আদায় করে সে নিজের কল্যাণেই শোকর আদায় করে। আর যে কেউ অকৃতজ্ঞ হয়, সে জেনে রাখুক, আমার প্রভু মুখাপেক্ষীহীন, মহাসম্মানিত। **(সূরা আন নামল: আয়াত নং ৪০)**

يٰأَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾

হে মানুষ! কোন জিনিস তোমাকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে তোমার মহান প্রভুর ব্যাপারে। **(সূরা ইনফিতার: আয়াত নং ৬)**

সর্বপ্রথম যে পাঁচটি আয়াত রাসূল সা: এর উপর ওহী নাযিল হয়, তার তৃতীয় আয়াত -

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾

To learn more click here

পড়ো, তোমার প্রভু অতিশয় মহিমান্বিত। **(সূরা আল আলাক: আয়াত নং ৩)**

তিরমিজী শরীফের হাদিস :

তোমার অধিকারভুক্ত (সম্পদ, দাস-দাসী, পরিবারবর্গ), সময় এবং মুখের কথা সম্পর্কে উদার হও। রাসূল সা: আরো বলেছেন: যে উদার সে আল্লাহর নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী, (দোযখের) আগুন থেকে দূরে; বখিল ব্যক্তি আল্লাহ থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে, বেহেশত থেকে দূরে এবং উদার অজ্ঞ ব্যক্তি আল্লাহর কাছে প্রিয় ওই ব্যক্তির তুলনায় যে বখিল ইবাদতকারী।

আসুন, আমরা উদার, উন্নত চরিত্র ও মহৎ হওয়ার চেষ্টা করি এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করি- হে আল্লাহ আমাদেরকে উদার, উন্নত চরিত্র ও মহৎ মানুষ হওয়ার তৌফিক দান কর।

মহাসম্মানিত, অতিশয় মহিমান্বিত আল্লাহর সাথে আমরা কাউকে শরিক না করি। কারণ আল্লাহ শিরকের গুনাহ মাফ করবেন না। আল্লাহ আমাদের দোয়া কবুল করুন এবং আমাদেরকে সাহায্য করুন। আমিন।

اَلرَّقِيْبُ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৪৪ তম নাম ‘الرَّقِيْبُ’ আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় ‘الرَّقِيْبُ’ শব্দের মূল ر - ق - ب , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ২৪ বার এসেছে। দাস, পর্যবেক্ষক, পাহারা দেয়া, রাখে না আত্মীয়তার বন্ধন, তত্ত্বাবধানকারী ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ الرَّقِيْبُ অর্থ: ‘তিনি তত্ত্বাবধানকারী’।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

يٰأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴿١﴾

To learn more click here

হে মানুষ! তোমরা সচেতন ও কর্তব্যপরায়ন হও তোমাদের রবের প্রতি, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একজন মাত্র ব্যক্তি (আদম) থেকে। আর তার থেকেই সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রী (হাওয়া) কে। অতঃপর তাদের দু'জন থেকে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য পুরুষ ও নারী। তোমরা ভয় করো আল্লাহকে, যার দোহাই দিয়ে তোমরা তোমাদের অধিকার দাবী করো। আর সতর্ক হও রক্ত সম্পর্কের নিকটাত্মীয়দের ব্যাপারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তত্ত্বাবধানকারী। **(সূরা আন নিসা: আয়াত নং ১)**

ঈসা আ: কে আল্লাহ যখন জিজ্ঞেস করবেন: তুমি কি মানুষকে বলেছিলে, আল্লাহ ছাড়াও আমাকে ও আমার মাকে দু'জন ইলাহ (উপাস্য) হিসেবে গ্রহণ করো? ঈসা বলবেন: তুমি যা আদেশ করেছো তাছাড়া আমি কিছুই বলিনি এবং তা হলো, তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর। তারপর ঈসা বলবেন -

وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾

যতদিন আমি তাদের মাঝে ছিলাম, ততদিন আমি তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী ছিলাম। আর যখন তুমি আমাকে উঠিয়ে নিয়েছো তখন তো তুমিই ছিলে তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক আর তুমি সব বিষয়ে সাক্ষী। **(সূরা আল মায়েদা: আয়াত নং ১১৭)**

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা: এর একটা ঘটনা :

হযরত ওমর রা: একদিন এক মেষপালককে বললেন: তুমি একটা মেষ আমার কাছে বিক্রি করবে? মেষপালক বললো আমি মেষগুলোর মালিক নই। ওমর রা: তাকে পরীক্ষা করার জন্য বললেন: তুমি তোমার মনিবকে বলবে: একটি মেষ নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলেছে। মেষপালক ওমর রা: এর দিকে তাকিয়ে বললো: আমি তাঁকে অর্থাৎ আল্লাহকে কি বলবো? ওমর রা: কেঁদে দিলেন এবং বললেন: আল্লাহর কসম! তুমিই সঠিক, তুমি তাঁকে (আল্লাহকে) কি বলবে?

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমাদের সমস্ত কার্যকলাপ আল্লাহ পর্যবেক্ষণ করছেন। সুতরাং আমরা তাঁর ও রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক, কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক আমাদের জীবন পরিচালিত করি। আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করি। কারণ, শিরক কঠিন পাপ কাজ, আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমিন।

اَلْمُجِيْبُ

To learn more click here

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৪৫ তম নাম ‘المُجِيْبُ’ আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় ‘المُجِيْبُ’ শব্দের মূল ب - ج - م , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৪৩ বার এসেছে। আমি (আল্লাহ) সাড়া দেই, আমি (আল্লাহ) উত্তম সাড়াদানকারী, সাড়া, জবাব, খোদাই করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ المُجِيْبُ অর্থ: ‘তিনি প্রার্থনা শ্রবণকারী ও উত্তম সাড়াদানকারী’।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يٰقَوْمِ اَعْبُدُواْ اَللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ اَلأَرْضِ وَاَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاَسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوَاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

আমরা সামুদ জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম তাদেরই ভাই সালেহ কে। সে তাদের বলেছিল: হে আমার কওম। তোমরা এক আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন জমিন থেকে এবং তাতেই তোমাদের তামির (প্রতিষ্ঠিত) করেছেন। অতএব, তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাঁরই দিকে ফিরে আসো। অবশ্যই আমার প্রভু অতি কাছে এবং ডাকে সাড়া দানকারী। **(সূরা হুদ: আয়াত নং ৬১)**

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ اَلْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾

নুহ আমাদের ডেকেছিল, আর আমরা ডাকে কতই না উত্তম সাড়াদানকারী। **(সূরা সাফফাত: আয়াত নং ৭৫)**

মুসলিম, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ শরীফের হাদিস:

হে আমার বান্দারা! তোমাদের প্রথম ও শেষ ব্যক্তি এবং সমস্ত মানুষ ও জিন এক জায়গায় একত্রিত হয় এবং আমার কাছে প্রার্থনা করে এবং তাদের যা কিছু চাওয়ার সবই চায় এবং আমি যদি সকলকে তার সমস্ত চাওয়ার সবকিছু দান করি, তাতে আমার রাজত্বের এবং আমার কাছে যা আছে তার কিছুই কমবে না। আমার এই সমস্ত দান সমুদ্রের ভিতর একটা সুই ডুবিয়ে উঠালে যতটুকু পানি আসবে তার চেয়ে বেশি নয়।

To learn more click here

সুতরাং ভাই ও বোনেরা আসুন আমরা তাঁর কাছেই চাই যিনি প্রার্থনার উত্তম সাড়াদানকারী, তাঁর সাথে আমরা কাউকে শরিক না করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমিন।

اَلوَاسِعُ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৪৬ তম নাম 'الوَاسِعُ' আজকের আলোচনার বিষয়। আরবি ভাষায় 'الوَاسِعُ' শব্দের মূল ع - س - و , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৩২ বার এসেছে। পরিবেষ্টন করা, পরিবেষ্টিত, প্রশস্ত, ক্ষমতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ الوَاسِعُ অর্থ: 'তিনি সর্বব্যাপী বিরাজমান'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَلِلَّهِ اَلْمَشْرِقُ وَاَلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اَللَّهِ إِنَّ اَللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

আল্লাহই মালিক পূর্ব এবং পশ্চিমের। সুতরাং তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও না কেন, সে দিকেই আল্লাহ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বব্যাপী বিরাজমান, সর্ববিষয়ে জ্ঞানী। **(সূরা বাকারা: আয়াত নং ১১৫)**

اَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ اَلإِثْمِ وَاَلْفَوَاحِشَ إِلاَّ اَللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ اَلْمَغْفِرَةِ ﴿٣٢﴾

যারা কবিরা গুনাহ এবং ফাহেশা কাজ থেকে বিরত থাকে, যদিও ছোটখাটো গুনাহ হয়েই থাকে, তোমার প্রভু (তাদের ব্যাপারে) উদার, ক্ষমাশীল। **(সূরা আন নাজম: আয়াত নং ৩২)**

মূসা আ: তার কওমের বাছুর পুজায় লিপ্তের অপরাধে, কওমের জন্য ক্ষমার দোয়া করার পরে এই দোয়াও করেছিলেন: তুমি আমার জন্য এই দুনিয়ায় ও আখেরাতের কল্যাণ লিখে দাও, আমরা তোমার পথ ধরলাম। মুসা আ: কে আল্লাহ বললেন -

قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَآءُ وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ اَلزَّكَوٰةَ وَاَلَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾

To learn more click here

(তার প্রভু) বললেন: আমার শাস্তি যাকে আমি চাই দিয়ে থাকি, কিন্তু আমার রহমত সবকিছুর উপর পরিব্যপ্ত। তা আমি বিশেষভাবে লিখে দেবো সেই সব লোকদের জন্য, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত পরিশোধ করে দেয় এবং যারা ঈমান রাখে আমার আয়াতের প্রতি। **(সূরা আ'রাফ: আয়াত নং ১৫৬)**

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস :

নবী সা: বলেছেন: আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও -

اللهمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ -

কঠিন পরীক্ষা, চরম দুর্ভাগ্য, খারাপ তাকদীর ও শত্রুদের আত্মতুষ্টি থেকে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আল্লাহ যিনি সর্বব্যাপী বিরাজমান, উদার, সবকিছুর উপর পরিব্যপ্ত, তাঁর কাছে ধর্না দেই। তাঁর ও রাসূল সা: প্রদর্শিত পথে নিজেদের পরিচালিত করি। তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করি। কারণ শিরকের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। আমিন।

اَلحَكِيْم

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৪৭ তম নাম 'الحَكِيْم' আজকের আলোচনার বিষয়। আরবি ভাষায় 'الحَكِيْم' শব্দের মূল ح - ك - م , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ২১০ বার এসেছে। এর মধ্যে ৩৩ বার আল্লাহ নিজেকে الحَكِيْم বলেছেন। তিনি বিচার করবেন, বিচারকার্য, জ্ঞান-বিজ্ঞতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ الحَكِيْم অর্থ: 'তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

لاَّ يَأْتِيهِ اَلْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

এই কিতাবে (আল-কোরআন) সামনে বা পেছন থেকে কোন বাতিল প্রবেশ করতে পারে না। এটা নাযিল হয়েছে মহাজ্ঞানী স্বপ্রশংসিতের পক্ষ থেকে। **(সূরা ফুসসিলাত: আয়াত নং ৪২)**

To learn more click here

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلأَعْلَىٰ فِى ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

তিনি সেই মহান সত্তা যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং সেটা হবে তার জন্য একেবারেই সহজ। মহাকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা কেবল তাঁর। তিনি মহাশক্তিধর, মহাবিজ্ঞানী। **(সূরা রুম: আয়াত নং ২৭)**

وَلَوْ أَنَّمَا فِى ٱلأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾

পৃথিবীর সমস্ত গাছ যদি কলম হয়, আর সমস্ত সমুদ্র যদি হয় কালি এবং এর সাথে যদি আরও যুক্ত করা হয় সাত সমুদ্র, তবু আল্লাহর (প্রশংসার) বাণী লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়। **(সূরা লোকমান: আয়াত নং ২৭)**

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١﴾

মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবাই আল্লাহর তসবিহ করছে এবং তিনি মহাশক্তিধর, মহা প্রজ্ঞাবান। **(সূরা আল হাদিদ: আয়াত নং ১)**

মুসলিম শরীফের হাদীস:

রাসূল সা: দোয়ায় বলতেন -

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ -

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই যা কিছু আমি করেছি এবং আমি যা আমল করিনি তার অনিষ্টকারিতা থেকে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, মহাবিজ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের এবং তাঁর রাসূল সা: এর সমস্ত হুকুম-আহকাম আমাদের জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ডে মেনে চলি। একমাত্র তাঁর

To learn more click here

আনুগত্য করি। তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করি। কারণ, শিরকের গুনাহ আল্লাহ মাফ করবেন না। আল্লাহর সাহায্য আমরা কামনা করি। আমিন।

اَلوَدُود

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৪৮ তম নাম 'الوَدُود' আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় 'الوَدُود' শব্দের মূল و - د - د, এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ২৯ বার এসেছে। বন্ধুসুলভ, ভালোবাসা, প্রেমময়, স্নেহ-মমতা, ইচ্ছা, পছন্দ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ الوَدُود অর্থ: 'তিনি প্রেমময়'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩٠﴾

তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, তারপর তাঁরই দিকে ফিরে আসো। নিশ্চয়ই আমার প্রভু পরম দয়াবান, বন্ধুসুলভ। **(সূরা হুদ: আয়াত নং ৯০)**

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾

যারা ঈমান এনেছে ও আমলে সালেহ করেছে, দয়াময় রহমান অচিরেই জনগণের মনে তাদের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। **(সূরা মরিয়ম: আয়াত নং ৯৬)**

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿١٤﴾

তিনি পরম ক্ষমাশীল, প্রেম-ভালোবাসা ও মমতার সাগর। **(সূরা আল বুরুজ: আয়াত নং ১৪)**

বুখারী শরীফের হাদিস:

To learn more click here

আমার বান্দাদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ অনুসরণ করে এবং মেনে চলে সে আমার নিকটবর্তী এবং যে ফরজের অতিরিক্ত ইচ্ছাকৃতভাবে নফল ইবাদত করে, সে আমার নিকটবর্তীতে আরো এগিয়ে আসে এবং আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি - এত ভালোবাসি যে সে যখন শুনে, তখন আমি তার শ্রবণেন্দ্রিয় হয়ে যাই, সে যখন দেখে, তখন আমি তার দৃষ্টিশক্তি হয়ে যাই, সে যখন হাত দিয়ে কোন কাজ করে, তখন আমি তার হাত হয়ে যাই, এবং যখন সে হাটে, তখন আমি তার পা হয়ে যাই। যদি সে আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে, আমি অবশ্যই তাকে তা দেবো এবং সে যদি আমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে অবশ্যই তাকে নিরাপত্তা দেব।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এমন বন্ধুসুলভ, প্রেম-ভালোবাসা, মায়া ও মমতার সাগর আল্লাহ। আসুন, আমরা তাঁর অবাধ্য না হই, সমস্ত ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নতের ইত্তেবা করি এবং বেশি বেশি নফল ইবাদত ও কাজ করি।

তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করি। কারণ, শিরকের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমিন।

اَلمَجِيد

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৪৯ তম নাম 'المَجِيد' আজকের আলোচনার বিষয়। আরবি ভাষায় 'المَجِيد' শব্দের মূল د - ج - م , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে মাত্র ৪ বার এসেছে। আল্লাহ المَجِيد অর্থ: 'তিনি মহাসম্মানিত'। المَجِيد এর মধ্যে তিনটি গুণ সংমিশ্রিত। الجليل অর্থ: মহিমান্বিত, الكريم অর্থ: উদার মহানুভব, الوهاب অর্থ: মহাদাতা-সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

ইব্রাহিমের স্ত্রীকে যখন পুত্র সন্তান লাভের সুসংবাদ আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতারা দিলেন,তখন সে বলল: এটা বিস্ময়কর ব্যাপার, আমি বৃদ্ধা এবং আমার স্বামী বৃদ্ধ তখন ফেরেশতারা বলল -

قَالُوٓاْ أَتَعۡجَبِينَ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِ رَحۡمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَٰتُهُۥ عَلَيۡكُمۡ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِۚ إِنَّهُۥ حَمِيدٞ مَّجِيدٞ ﴿٧٣﴾

To learn more click here

তারা বললো, আপনি কি আল্লাহর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বিস্ময়বোধ করছেন? হে আহলে বাইত (হে ঘরবাসী)! এটা তো আপনাদের প্রতি আল্লাহর রহমত এবং বরকত। নিশ্চয়ই তিনি সপ্রশংসিত, সম্মানিত। **(সূরা হুদ: আয়াত নং ৭৩)**

قٓ وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡمَجِيدِ ﴿١﴾

কাফ, সম্মানিত কোরআনের শপথ। **(সূরা কাফ: আয়াত নং ১)**

ذُو ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡمَجِيدُ ﴿١٥﴾

মহিমান্বিত আরশের অধিপতি। **(সূরা আত্ তারিক: আয়াত নং ১৫)**

بَلۡ هُوَ قُرۡءَانٞ مَّجِيدٞ ﴿١٤﴾

তবে এ এক মহিমা মণ্ডিত কোরআন। **(সূরা আত্ তারিক: আয়াত নং ২১)**

সালাতে আমরা 'ছানা' পড়ি -

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ. تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ. وَلاَ إِلهَ غَيْرُكَ -

'হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তোমার, অতিশয় মহান কল্যাণময় তুমি, তোমার মর্যাদা সুউচ্চ, তুমি ছাড়া অন্য কেহ ইলাহ নেই'।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন, মহাসম্মানিত, উদার, মহানুভব, মহিমান্বিত আরশের অধিপতি আল্লাহ প্রেরিত, মহিমান্বিত, সম্মানিত আল কোরআনের নির্দেশ মোতাবেক আমাদের জীবনকে পরিচালিত করি।

পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন তেলাওয়াত করার, বুঝবার, সেই মোতাবেক সমস্ত কাজ পরিচালিত করার তৌফিক আল্লাহ আমাদের দিন। আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করি। কারণ শিরকের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমিন।

اَلبَاعِث

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

To learn more click here

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৫০ তম নাম ‘البَاعِث’ (Al Ba’ith) আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় ‘البَاعِث’ শব্দের মূল ث - ع - ب , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৬৭ বার এসেছে। পুনরুজ্জীবিত করা, উঠানো, সামনে পাঠানো, পাঠানো ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ البَاعِث অর্থ: ‘যিনি কেয়ামত দিবসে পুনরুত্থানকারী’।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَأَنَّ اَلسَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اَللهَ يَبْعَثُ مَن فِى اَلْقُبُورِ ﴿٧﴾

আর কেয়ামত অবশ্যই আসবে, তাতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই এবং কবরে যারা আছে আল্লাহ অবশ্যই তাদের পুনরুত্থিত করবেন। **(সূরা আল হাজ্জ: আয়াত নং ৭)**

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اَللهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوٓاْ أَحْصَاهُ اَللهُ وَنَسُوهُ وَاَللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٦﴾

যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে পুনরুত্থিত করবেন, সেদিন আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদের অবহিত করবেন। আল্লাহ তার (তাদের কৃতকর্মের) হিসাব রেখেছেন, কিন্তু তারা তা ভুলে গেছে। আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী। **(সূরা আল মুজাদালা: আয়াত নং ৬)**

وَهُوَ اَلَّذِى يَتَوَفَّاكُم بِاَللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِاَلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾

তিনিই রাতের কালে তোমাদের মৃত্যু দেন এবং তিনি জানেন দিনের বেলায় তোমরা যা করো তারপর তিনি তোমাদের জাগিয়ে তুলেন যাতে করে নির্ধারিত সময় পূর্ণ হয়। অতঃপর তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে এবং তিনি তোমাদের অবগত করবেন তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে। **(সূরা আল আনআম: আয়াত নং ৬০)**

বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ শরীফের হাদীস :

To learn more click here

اللهم آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

‘হে আল্লাহ, আমাকে দুনিয়াতে কল্যাণ ও আখেরাতে কল্যাণ দান করো এবং জাহান্নামের আযাব থেকে আমাকে বাঁচাও’।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! মৃত্যুর পরে আল্লাহ আমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করে বিচারের দিন আমাদের দুনিয়ার জীবনের সমস্ত কার্যকলাপের হিসাব নেবেন। সেই কঠিন দিবসের জন্য আমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করি। দুনিয়ায় নেক আমল ছাড়া সেদিন পরিত্রাণের কোনো রাস্তা নেই।

আসুন, আমরা সৎ কাজ করি এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকি, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করি। তাহলে আমরা বিচারের দিন আল্লাহর রহমতের আশা করতে পারি। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। আমিন।

اَلشَّهِيد

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৫১ তম নাম ‘الشَّهِيد’ আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় ‘الشَّهِيد’ শব্দের মূল ش - ه - د , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ১৬০ বার এসেছে। এরমধ্যে আল্লাহ নিজেকে বলেছেন ১৮ আয়াতে। সাক্ষ্য দেয়া, সাক্ষ্যগ্রহণ, সাক্ষ্য দিতে ডাকা, সাক্ষ্য ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ الشَّهِيد অর্থ: ‘তিনি প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্যদাতা’।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

لَّـٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾

আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন তোমার প্রতি যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে যে, তিনি তা নাযিল করেছেন নিজ জ্ঞানের ভিত্তিতে, ফেরেশতারাও এ সাক্ষ্য দেয়। আর সাক্ষী হিসাবে তো আল্লাহই যথেষ্ট। **(সূরা আন নিসা: আয়াত নং ১৬৬)**

To learn more click here

هُوَ اَلَّذِيَ أَرۡسَلَ رَسُولَهُ بِاَلۡهُدَىٰ وَدِينِ اَلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُ عَلَى الدِّيۡنِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاَللَّهِ شَهِيداً ﴿٦﴾

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন হেদায়েত ও সত্য দ্বীন নিয়ে, যাতে করে সে এটিকে বিজয়ী করে অন্য সব দ্বীনের উপর। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। **(সূরা আল ফাতেহ: আয়াত নং ২৮)**

إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُواْ وَاَلَّذِينَ هَادُواْ وَاَلصَّابِئِينَ وَاَلنَّصَارَىٰ وَاَلۡمَجُوسَ وَاَلَّذِينَ أَشۡرَكُوٓاْ إِنَّ اَللَّهَ يَفۡصِلُ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ اَلۡقِيامَةِ إِنَّ اَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾

নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, যারা ইহুদী হয়েছে, এছাড়া সাবী, খ্রিষ্টান, মাজুসী (অগ্নিপূজারী), আর যারা শিরক করেছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। সব বিষয়ে আল্লাহ প্রত্যক্ষদর্শী-সাক্ষী। **(সূরা আল হাজ্জ: আয়াত নং ১৭)**

মুসলিম ও আন নাসাঈ শরীফের হাদীস:

রাসূল (সা:) বলেন, আমি আশ্চর্যান্বিত কি করে আল্লাহর এক বান্দা কেয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে তর্ক করবে। সেই বান্দা বলবে, হে আমার রব! তুমি কি এটা বলোনি যে, আমার সাথে তুমি অবিচার করবে না। আল্লাহ বলবেন: হ্যাঁ। লোকটি বলবে: আমি নিজের সাক্ষ্য ছাড়া অন্য কারো সাক্ষ্যগ্রহণ করব না। আল্লাহ বলবেন: আমার সাক্ষ্য, ফেরেশতাদের সাক্ষ্য, যারা আমলনামা লেখক সেই ফেরেশতাদের সাক্ষ্য কি যথেষ্ট নয়? এই কথাটা আল্লাহ কয়েকবার বলবেন। অতঃপর তার মুখ সিল (বন্ধ) করে দেয়া হবে এবং তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলবে, দুনিয়াতে সে কি কি কাজ করেছিল। তখন লোকটির আল্লাহর সাথে একমত হওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। সে বলবে তর্কের খাতিরে আপনার (আল্লাহর) সাথে তর্ক করেছিলাম।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! বিচারের দিন অপদস্থ হওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য আমরা আল্লাহ ও রাসুল সাঃ এর নির্দেশমতো কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক দুনিয়ার জীবন পরিচালিত করি।

প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্যদাতা মহান আল্লাহর সাথে আমরা কাউকে শরিক না করি। কারণ, শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। আমিন।

اَلحَق

To learn more click here

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৫২ তম নাম ‘الحَق’ আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় ‘الحَق’ শব্দের মূল ق - ق - ح , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ২৮৭ বার এসেছে। সত্যতা প্রমাণ করা, প্রতিষ্ঠা করা, অধিকার থাকা, সত্য ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ الحَق অর্থ: ‘ তিনি মহাসত্য’।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

ثُمَّ رُدُّوٓاْ إِلَىٰ ٱللَّهِ مَوۡلَاهُمُ ٱلۡحَقِّۚ أَلَا لَهُ ٱلۡحُكۡمُ وَهُوَ أَسۡرَعُ ٱلۡحَٰسِبِينَ ﴿٦٢﴾

তারপর তাদের ফেরত পাঠানো হয় তাদের প্রকৃত মাওলা আল্লাহর কাছে। জেনে রাখো, সমস্ত কর্তৃত্ব কেবল তাঁরই। আর হিসাব গ্রহণে তিনি সবচেয়ে দ্রুততম। **(সূরা আনআ’ম: আয়াত নং ৬২)**

فَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلۡحَقُّۖ فَمَاذَا بَعۡدَ ٱلۡحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُۖ فَأَنَّىٰ تُصۡرَفُونَ ﴿٣٢﴾

তিনি আল্লাহ, তোমাদের সত্য প্রভু। সত্য ত্যাগ করলে গোমরাহী ছাড়া আর কি থাকে? তাহলে তোমরা ঘুরে ফিরে কোন দিকে যাচ্ছ? **(সূরা ইউনুস: আয়াত নং ৩২)**

وَقُلۡ جَآءَ ٱلۡحَقُّ وَزَهَقَ ٱلۡبَٰطِلُۚ إِنَّ ٱلۡبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقٗا ﴿٨١﴾

আর বলো সত্য এসেছে, মিথ্যা অপসারিত হয়েছে, আর মিথ্যা তো অপসারিত হবারই। **(সূরা আল বনি ইসরাইল: আয়াত নং ৮১)**

একটি সুন্দর দোয়া:

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ـ

হে আল্লাহ, সত্যকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করার তৌফিক আমাদেরকে দান করো এবং সত্য অনুসরণ করার সামর্থ্য আমাদেরকে দান করো। মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে দেখার তৌফিক আমাদেরকে দান করো এবং মিথ্যা থেকে বিরত থাকার ক্ষমতা আমাদেরকে দান করো।

To learn more click here

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন যিনি মহাসত্য আল্লাহ, তাঁর ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করি। আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করি। কারণ শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমিন।

اَلوَكِيل

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৫৩ তম নাম 'الوَكِيل' আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় 'الوَكِيل' শব্দের মূল ل - ك - و , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৭০ বার এসেছে। গচ্ছিত রাখা, কাজের ভার দেয়া, ব্যবস্থাপক, অভিভাবক ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ الوَكِيل অর্থ: ' তিনিই একমাত্র কার্যনির্বাহক'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

اَلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ اَلنَّاسُ إِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اَللَّهُ وَنِعْمَ اَلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

লোকেরা তাদের বলেছিল: তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট বাহিনী সমবেত হয়েছে, তাদের ভয় করো। একথা শুনে তাদের ঈমান বেড়ে গিয়েছিল এবং তারা বলেছিল: আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি সর্বোত্তম কর্মসম্পাদনকারী। **(সূরা আলে ইমরান: আয়াত নং ১৭৩)**

اَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾

প্রতিটি বস্তুর স্রষ্টা আল্লাহ। তিনিই প্রতিটি বস্তুর কর্মসম্পাদক? **(সূরা আয্ যুমার: আয়াত নং ৬২)**

رَّبُّ اَلْمَشْرِقِ وَاَلْمَغْرِبِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ فَاَتَّخِذْهُ وَكِيلاً ﴿٩﴾

তিনিই প্রভু মাশরিক ও মাগরিবের। কোন ইলাহ নেই তিনি ছাড়া। সুতরাং তাকেই ধরো কার্যনির্বাহক-উকিল। **(সূরা মুয্ যাম্মিল: আয়াত নং ৯)**

মুসলিম শরীফের হাদিস:

To learn more click here

আল্লাহর বান্দাহ যতক্ষণ তার ভাইকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে, আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ বান্দাহকে সাহায্য করবেন

মুসলিম ও আবু দাউদের হাদিস:

রাসুল সাঃ এর দোয়া-

حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ -

আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তাঁর উপরই ভরসা করছি, তিনি সম্মানিত আরশের অধিপতি।

রাসূল সা: আরো বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এই দোয়াটি ফজরের পর সাতবার ও আসরের পর সাতবার পাঠ করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে ঐ বান্দার চিন্তাগুলো মোচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, যিনি একমাত্র কর্ম সম্পাদনকারী আল্লাহ তাঁকেই আমরা উকিল ধরি। তাঁর ও রাসূলের নির্দেশিত পথে আমাদের দুনিয়ার জীবন পরিচালিত করি।

আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করি। কারণ, আল্লাহ শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। আমিন।

اَلقوي

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৫৪ তম নাম 'القوي' আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় 'القوي' শব্দের মূল ق - و - ي , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৪২ বার এসেছে। প্রবল শক্তিধর, অটল শক্তিধর, শক্তিধর, প্রচন্ড ক্ষমতাধর ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । আল্লাহ القوي অর্থ: '<u>প্রবল পরাক্রমশালী</u>'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾

To learn more click here

তারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিধর পরাক্রমশালী। **(সূরা আল হাজ্জ: আয়াত নং ৭৪)**

খন্দকের যুদ্ধে কাফেরদের পরাজয়ের পর আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٢٥﴾

আল্লাহ কাফেরদের ফিরিয়ে দিলেন তাদের ক্ষোভসহ। তারা কোনো ফায়দা হাসিল করেনি। যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আর আল্লাহ অতীব শক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী? **(সূরা আল আহযাব: আয়াত নং ২৫)**

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿١٩﴾

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি পরম দয়াবান। তিনি যাকে ইচ্ছা জীবিকার প্রাচুর্য দিয়ে থাকেন। তিনি প্রচণ্ড ক্ষমতাধর,মহাপরাক্রমশালী। **(সূরা আশ শুরা: আয়াত নং ১৯)**

ইবনে মাজাহ শরীফের হাদিস:

কোন জাতিকে কল্যাণ দেয়া হয় না, যতক্ষণ না সে জাতির দুর্বলতম লোক বিনা বাঁধায়, বিনা দ্বিধায় তার অধিকার চাইতে পারে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন, প্রচন্ড ক্ষমতাধর আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য তাঁর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করি। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করি। কারণ শিরকের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমিন।

اَلمَتِين

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৫৫ তম নাম ‘المَتِين’ আজকের আলোচনার বিষয়।

To learn more click here

আরবি ভাষায় 'المَتِين' শব্দের মূল ن - ت - م , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৩ বার এসেছে। দৃঢ়, শক্তিশালী ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ المَتِين অর্থ: 'তিনি মহাশক্তিশালী, অত্যন্ত মজবুত'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾

আমি তাদের অবকাশ দেই, জেনে রাখো, আমার কৌশল অত্যন্ত মজবুত। **(সূরা আল আ'রাফ: আয়াত নং ১৮৩)**

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

নিশ্চয়ই রাজ্জাক (রিজিক সরবরাহকারী) তো হলেন আল্লাহ এবং তিনি মহাশক্তিধর প্রবল পরাক্রান্ত। **(সূরা আয্ যারিয়াত: আয়াত নং ৫৮)**

وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴿٤٥﴾

আমি তাদের অবকাশ দেই, আমার কৌশল অত্যন্ত দৃঢ়। **(সূরা আল কলম: আয়াত নং ৪৫)**

বুখারী শরীফের হাদিস:

তোমাদের পূর্বেকার একজন ঈমানদারকে ধরে নিয়ে মাটিতে গর্ত করে তাকে ঢুকিয়ে করাত দিয়ে তাকে মাথা থেকে দ্বিখন্ডিত করা হলো এবং লোহার চিরুনি দিয়ে হাড় থেকে তার শরীরের গোশত আলাদা করা হলো, কিন্তু তাকে তার সত্য ধর্ম থেকে ফিরিয়ে আনা যায়নি।

আহমদ শরীফের হাদিস:

তোমাদের অন্তর-মন সম্পর্কে সাবধান থেকো, কারণ পাত্রে ফুটন্ত গরম পানির মতোই ওটা পরিবর্তিত হয়। এবং তোমরা দোয়া কর-

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ -

To learn more click here

হে আত্মা-অন্তর পরিবর্তনকারী আল্লাহ, আপনার দ্বীনের উপর আমার অন্তরকে প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন, আল্লাহ المَتِين এর দেয়া বিধি-বিধান মেনে চলি। তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করি। শিরিকের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। আমিন।

اَلوَلِى

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৫৬ তম নাম 'الوَلِى' আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় 'الوَلِى' শব্দের মূল ى - ل - و , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ২৩২ বার এসেছে। নিকটবর্তী হওয়া, নিকটবর্তী, ধ্বংস, বন্ধু, উত্তরাধিকারী, অভিভাবক, রক্ষাকর্তা, রাজা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ الوَلِى অর্থ: 'তিনি একমাত্র বন্ধু'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَآءَ اَللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহর অলিদের (বন্ধুদের) কোন ভয় নেই এবং দুঃখ-দুশ্চিন্তাও নেই। **(সূরা ইউনুস: আয়াত নং ৬২)**

إِنَّ وَلِيِّـىَ اَللهُ اَلَّذِى نَزَّلَ اَلْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى اَلصَّالِحِينَ ﴿١٩٦﴾

জেনে রাখো, আমার অলি হলেন আল্লাহ, যিনি কিতাব নাযিল করেছেন আর তিনি তো কেবল পুণ্যবানদের অলি হিসাবেই দায়িত্ব পালন করেন? **(সূরা আল আ'রাফ: আয়াত নং ১৯৬)**

وَاَللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَىٰ بِاَللهِ وَلِيّاً وَكَفَىٰ بِاَللهِ نَصِيراً ﴿٤٥﴾

আল্লাহ আমাদের দুশমনদের সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন। তোমাদের অলী হিসাবে আল্লাহ কাফী (যথেষ্ট) এবং সাহায্যকারী হিসেবেও আল্লাহ কাফী। **(সূরা আন নিসা: আয়াত নং ৪৫)**

To learn more click here

বুখারী, হাদীসে কুদসী

আল্লাহর বন্ধুরাই বিজয় লাভ করবে, যে আমার (আল্লাহর) বন্ধুর শত্রু হবে, আমি (আল্লাহ) তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব।

বুখারী শরীফের হাদিস

যে সমস্ত বান্দারা আমার নির্ধারিত ফরজ কাজ ঠিকঠাক মতো আদায় করে সে আমার প্রিয় হয়ে যায়। এবং সে যদি নফল (অতিরিক্ত) কাজ আদায় করে তবে সে আমার আরো নিকটবর্তী হয়ে যায় এবং তাকে আমি ভালোবাসা শুরু করি। যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যায় যা দিয়ে শুনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই যা দ্বারা সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই যা দ্বারা সে ধরে, আমি তার পা হয়ে যাই যা দ্বারা সে হাটে। এবং সে আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করলে, অবশ্য তা আমি তাকে দিব, এবং সে আমার কাছে আশ্রয় চাইলে আমি তাকে আশ্রয় দান করব।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আল্লাহকে আমরা একমাত্র অলি হিসেবে গ্রহণ করি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নির্ধারিত ফরজ গুলো ঠিকঠাক মতো আদায় করি। নফল ইবাদত করলে আমরা আল্লাহর আরো নিকটবর্তী হতে পারব।

আল্লাহর সাথে আমরা কাউকে শরিক না করি। শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমিন।

اَلحَمِيد

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৫৭ তম নাম ‘الحَمِيد’ আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় ‘الحَمِيد’ শব্দের মূল د - م - ح , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৬৩ বার এসেছে। প্রশংসা করা, প্রশংসা, প্রশংসার যোগ্য, প্রশংসিত ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ الحَمِيد অর্থ: ‘তিনি একমাত্র প্রশংসার যোগ্য’।

To learn more click here

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿١٠﴾

যেখানে (বেহেশতে) তাদের দোয়া হবে: হে আল্লাহ তুমি সকল ত্রুটির উর্ধ্বে, অতি পবিত্র, অতি মহান। আর সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম' । সেখানে তাদের শেষ দোয়া হবে: সব প্রশংসা মহাজগতের প্রভু আল্লাহর। **(সূরা ইউনুস: আয়াত নং ১০)**

وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوٓاْ أَنتُمْ وَمَن فِى اَلأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اَللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٨﴾

মুসা আরও বলেছিল: তোমরা এবং পৃথিবীর সবাইও যদি আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ ও অবিশ্বাসী হও, তবু আল্লাহ সবার থেকে প্রয়োজনমুক্ত, স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বনির্ভর, স্বপ্রশংসিত? **(সূরা ইব্রাহিম: আয়াত নং ৮)**

يٰأَيُّهَا اَلنَّاسُ أَنتُمُ اَلْفُقَرَآءُ إِلَى اَللَّهِ وَاَللَّهُ هُوَ اَلْغَنِىُّ اَلْحَمِيدُ ﴿١٥﴾

হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর নিকট ফকির, আল্লাহর মুখাপেক্ষী অথচ আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন, স্বপ্রশংসিত। **(সূরা ফাতির: আয়াত নং ১৫)**

তিরমিজি শরীফের হাদীস:

সর্বোত্তম জিকির হচ্ছে لا اله الا الله আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। সর্বোত্তম দোয়া হচ্ছে الحمد لله সকল প্রশংসা আল্লাহর।

মুসলিম শরীফের হাদীস:

الحمد لله সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। মিজান (কিয়ামতের দিনের দাঁড়িপাল্লা) পরিপূর্ণ করে দেবে।

আন নাসায়ী শরীফের হাদীস:

নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন الحمد لله সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

To learn more click here

মুসলিম শরীফের হাদীস:

মুমিনের ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক। তার সমস্ত কাজই কল্যাণকর। মমিন ছাড়া অন্যের ব্যাপার এরূপ নয়। তার জন্য আনন্দের কোন কিছু হলে সে আল্লাহর শোকর করে, তাতে তার মঙ্গল হয়। আবার ক্ষতিকর কোন কিছু হলে, সে ধৈর্য ধারণ করে এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন, আমরা আল্লাহর নির্দেশিত ফরজ কাজ গুলো ঠিকঠাক মতো আদায় করি। এবং নফল ইবাদত করি, সহিহ হাদিস মোতাবেক আল্লাহর জিকির করি, আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আল্লাহর প্রশংসা করি। সর্বোপরি আল্লাহ যে অবস্থায় রাখেন তাতে সন্তুষ্ট থাকি, বিপদে মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করি। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

اَلْمُحْصِى

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৫৮ তম নাম ‘المُحْصِى’ আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় ‘المُحْصِى’ শব্দের মূল ح- ص - ى , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ১১ বার এসেছে। হিসাব রেখেছেন, গুনে গুনে রেখেছেন, হিসাব সংরক্ষণকারী ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ المُحْصِى অর্থ: ‘তিনি হিসাব সংরক্ষণকারী’।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اَللّٰهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوٓاْ أَحْصَاهُ اَللّٰهُ وَنَسُوهُ وَاَللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٦﴾

যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে পুনরুত্থিত করবেন, সেদিন আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদের অবহিত করবেন। আল্লাহ তার (তাদের কৃতকর্মের) হিসাব রেখেছেন, কিন্তু তারা তা ভুলে গেছে। আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী। **(সূরা আল মুজাদালা: আয়াত নং ৬)**

لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَالاَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً ﴿٢٨﴾

To learn more click here

রাসুলরা তাদের প্রভুর বার্তা পৌঁছে দিয়েছে কিনা তা জানার জন্যে। তাদের কাছে যা আছে তা তাঁর জ্ঞানের পরিবেষ্টনেই রয়েছে। তিনি গুনে গুনে হিসাব রাখেন সবকিছুর। **(সূরা আল জিন: আয়াত নং ২৮)**

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَاباً﴿٢٩﴾

অথচ প্রতিটি জিনিসেরই আমরা হিসাব রেখেছি গুনে গুনে। **(সূরা আন নাবা: আয়াত নং ২৯)**

তিরমিজি শরীফের হাদীস:

اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحسنةَ تَمْحُهَا، وخَالقِ النَّاسَ بخُلُقٍ حَسَنٍ -

তুমি যেখানে থাকো, আল্লাহকে ভয় করো এবং অসৎ কাজ করলে তারপর সৎ কাজ কর। তাহলে ভালো কাজ মন্দকাজকে শেষ করে দেবে। আর মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার কর।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আল্লাহ আমাদের কার্যকলাপ গুনে গুনে হিসাব রাখছেন, সুতরাং আসুন আমরা আল্লাহকে ভয় করি ভালো কাজ করি কারণ আমাদের ভালো কাজ মন্দ কাজকে মুছে দেবে এবং মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করি।

আল্লাহর সাথে আমরা কাউকে শরিক না করি। কারণ আল্লাহ কোরআনে ঘোষণা করেছেন শিরকের গুনাহ তিনি মাফ করবেন না। আল্লাহ শিরিক মুক্ত জীবন যাপনের তৌফিক আমাদেরকে দান করুন। আমিন।

اَلْمُبْدِى

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৫৯ তম নাম ‘المُبْدِى’ আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় ‘المُبْدِى’ শব্দের মূল ب - د – ا , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ১৫ বার এসেছে। শুরু করা, সূচনা করা, যিনি শুরু করেন, যিনি সৃষ্টি করেন ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ المُبْدِى অর্থ: ‘তিনি সবকিছুর প্রথম স্রষ্টা’।

To learn more click here

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَبْدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٣٤﴾

বলো তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক বানাও, তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে সৃষ্টির অস্তিত্ব দেয়, পরে তার পুনরাবৃত্তি ঘটায়? বলো আল্লাহই সৃষ্টির অস্তিত্ব দেন এবং পরে তার পুনরাবৃত্তি ঘটান। ফলে তোমরা কি করে সত্য তাগ করে দূরে সরে যাচ্ছো? **(সূরা ইউনুস: আয়াত নং ৩৪)**

يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّمَآءَ كَطَىِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٠٤﴾

যেদিন আমরা আকাশ গুটিয়ে ফেলবো, যেভাবে গোটানো হয় লিখিত দস্তাবেজ। যে ভাবে আমরা প্রথমবার সৃষ্টি করেছি, সেভাবেই পুনরায় সৃষ্টি করবো। ওয়াদা পালন করা আমাদের দায়িত্ব। আমরা এটা করেই ছাড়বো। **(সূরা আম্বিয়া: আয়াত নং ১০৪)**

أَمَّن يَبْدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ أَإِلَـٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾

বলতো, কে আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর ওর পুনরাবৃত্তি করবেন, এবং কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হতে জীবনোপকরণ দান করেন? আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বুদ আছে কি? বল: তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে তোমাদের প্রমাণ পেশ করো। **(সূরা আল নামল: আয়াত নং ৬৪)**

তিরমিজি শরীফের হাদীস:

الكَيِّس مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِما بَعْدَ الْموْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَه هَواهَا، وتمَنَّى عَلَى اللَّهِ -

বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে তার নফসের হিসাব নেয় এবং পরকালের জন্য কাজ করে। আর নির্বোধ ঐ ব্যক্তি যে নিজের নফসের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে, আবার আল্লাহর কাছেও আশা-আকাঙ্ক্ষা রাখে।

To learn more click here

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন আমরা পরকালের মুক্তির জন্য দুনিয়াতে আল্লাহর বিধিনিষেধ মেনে চলি এবং নফসের কুপ্রবৃত্তি অনুসরণ করা থেকে বেঁচে থাকি।

আমরা আল্লাহর সাথে শিরক না করি। শিরক জঘন্য অপরাধ, আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সৎ ভাবে জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

اَلمُعِيد

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৬০ তম নাম 'المُعِيد' আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় 'المُعِيد' শব্দের মূল ع - ا – د, এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৪৩ বার এসেছে। পুনরাবৃত্তি, পুনরাবৃত্তিকারী, পুনরুত্থানকারী স্রষ্টা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ المُعِيد অর্থ: 'তিনি পুনরুত্থানকারী স্রষ্টা'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾

তারা কি চিন্তা করে দেখে না, আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, তারপর পুনরায় সৃষ্টি করেন। এ কাজ আল্লাহর জন্য একেবারেই সহজ? **(সূরা আন কাবুত: আয়াত নং ১৯)**

ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾

তারপর তিনি তোমাদের তাতেই (মাটিতেই) ফিরিয়ে নেবেন এবং সেখান থেকে আবার বের করে আনবেন। **(সূরা আল নূহ: আয়াত নং ১৮)**

إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾

নিশ্চয়ই তিনি (সেই মহান সত্তা) যিনি সৃষ্টি করেন এবং পুনরায় সৃষ্টি করবেন। **(সূরা আল বুরুজ: আয়াত নং ১৩)**

To learn more click here

আহমদ শরীফের হাদীস:

اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم وأستغفرك لما لاأعلم

হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই জেনে-বুঝে শিরক করা থেকে এবং তোমার কাছে ক্ষমা চাই অজ্ঞতাবশত: কোন শিরক করা থেকে।

সুতরাং, প্রিয় ভাই ও বোনেরা! মৃত্যুর পর আল্লাহ আমাদেরকে আবার সৃষ্টি করবেন এবং আমাদেরকে দুনিয়ার সমস্ত ভালো ও মন্দ কাজের হিসাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে। বিচারের দিন যেন আল্লাহ আমাদের হিসাব সহজ করে দেন, সে জন্য আমাদের উচিৎ আল্লাহর হুকুম নির্দেশ যা কোরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং রাসূল সাঃ সুন্নতের অনুসরণ করি। আল্লাহর সাথে শিরক না করি। শিরকের গুনাহ আল্লাহ মাফ করবেন না বলে কোরআনে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমিন।

اَلمحِی

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৬১ তম নাম 'المُحِی' আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় 'المُحِی' শব্দের মূল ح - ی – ی , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ১৮৪ বার এসেছে। জীবন দান, জীবিত ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ المُحِی অর্থ: 'তিনি জীবনের স্রষ্টা'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾

আমরাই জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই এবং আমরাই ওয়ারিশ (মালিক)। **(সূরা আল হিজর: আয়াত নং ২৩)**

To learn more click here

فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

অতএব আল্লাহর রহমতের প্রভাব সম্পর্কে চিন্তা করো, তিনি কীভাবে জমিনকে মরে (শুকিয়ে) যাবার পর আবার জীবিত করেন। এভাবেই তিনি মৃতদের জীবিত করবেন। তিনি প্রতিটি বিষয়ে ক্ষমতাবান। **(সূরা আর রুম: আয়াত নং ৫০)**

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

তাঁর নির্দেশনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তুমি জমিনকে দেখতে পাও শুকনো ধূসর। কিন্তু যখনই আমরা তাতে পানি বর্ষণ করি, তখন তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়ে উঠে। যিনি এই মরা জমিনকে জীবিত করেন, তিনি অবশ্যই মৃতদের পুনর্জীবিত করবেন। তিনি প্রতিটি বিষয়ে শক্তিমান। **(সূরা ফুসসিলাত: আয়াত নং ৩৯)**

<u>বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস:</u>

নিশ্চয়ই তোমরা সকলেই মাতৃগর্ভে এক তরল বিন্দু হিসাবে ৪০ দিন অবস্থান কর। তারপর এক ঝুলন্ত বস্তু হিসেবে এই রকমই সময়, তারপর এক চিবান পিণ্ড হিসাবে এই রকমই সময় অবস্থান কর। এরপর ফেরেশতা প্রেরণ করা হয় এবং সে রুহু ফুকে দেয়। এবং ফেরেশতাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে চারটি আদেশ লিখার জন্য তা হচ্ছে: জীবিকা, হায়াত, ক্রিয়াকাণ্ড, এবং জান্নাতী (সুখী) না জাহান্নামী (অসুখী)।

সুতরাং, প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন, দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে আমরা চিরস্থায়ী হিসেবে গ্রহণ না করি। আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ, কোরআন ও সহীহ হাদিস মোতাবেক পালন করি।

আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করি। কারণ শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমিন।

اَلمُمِيت

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৬২ তম নাম ‘المُمِيت’ আজকের আলোচনার বিষয়।

To learn more click here

আরবি ভাষায় 'المُمِيت' শব্দের মূল ت - و – م , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ১৬৫ বার এসেছে। মৃত্যুবরণ করা, মৃত্যু ঘটানো, মৃত্যু ও মৃত পশু ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ المُمِيت অর্থ: 'তিনি মৃত্যুদাতা'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾

তোমরা কি করে আল্লাহর সাথে কুফুরি করছো, অথচ তোমরা ছিলে মৃত, তারপর তিনিই তোমাদের হায়াত দান করেন। পুনরায় তিনিই তোমাদের মউত দিবেন। তারপর আবার তোমাদের হায়াত দান করবেন এবং সবশেষে তোমাদের ফিরিয়ে নিবেন তাঁর কাছে। **(সূরা আল বাকারা: আয়াত নং ২৮)**

يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَّوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঐসব লোকদের মতো হয়োনা যারা কুফরী করে এবং তাদের ভাইদের বলে যখন তারা বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে কিংবা যুদ্ধরত থাকে; তারা যদি আমাদের কাছে থাকতো, তাহলে মরতোও না এবং নিহতও হতো না, আল্লাহ এসব কথা কে তাদের মনস্তাপের কারণ বানিয়ে দেন। আল্লাহই তো জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ দৃষ্টি রাখছেন। **(সূরা আলে ইমরান: আয়াত নং ১৫৬)**

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾

মহাকাশ ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁর। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। তিনি প্রতিটি বিষয়ে ক্ষমতাবান। **(সূরা আল হাদীদ: আয়াত নং ২)**

মুসলিম শরীফের হাদীস:

To learn more click here

হে আল্লাহ, তুমি আমাকে জীবিত রাখ, যতক্ষণ পর্যন্ত জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর। আর যখন আমার মৃত্যু কল্যাণকর তখন আমাকে মৃত্যু দাও।

সুতরাং, প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এই দুনিয়া ছেড়ে আমাদেরকে যেতেই হবে এবং মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাই মৃত্যু আসার আগেই আমরা তওবা-ইস্তেগফার করে সৎকাজ করার সংকল্প গ্রহণ করি এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করি। আল্লাহ শিরকের পাপ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। আমিন।

اَلحَیّ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৬৩ তম নাম 'الحَیّ' আজকের আলোচনার বিষয়।
আরবি ভাষায় 'الحَیّ' শব্দের মূল ح – ی - ی , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ১৮৪ বার এসেছে। বাঁচা, জীবন দান করা, অভিবাদন করা, লজ্জিত হওয়া, অন্যকে বাঁচতে দেয়া, সাপ, জীবন ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ الحَیّ অর্থ: 'তিনি চিরঞ্জীব'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَعَنَتِ اَلْوُجُوهُ لِلْحَیِّ اَلْقَیُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً ﴿١١١﴾

সেদিন চিরঞ্জীব সর্ববস্তুর ধারকের উদ্দেশ্যে সবাই হবে নতশির। সেদিন ব্যর্থ হবে সে, যে বইয়ে আনবে জুলুম। **(সূরা তোয়াহা: আয়াত নং ১১১)**

وَتَوَكَّلْ عَلَى اَلْحَیِّ اَلَّذِی لاَ یَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِیراً ﴿٥٨﴾

সেই চিরঞ্জিত সত্তার উপর তুমি তাওয়াক্কুল করো যার কখনো মউত হবে না। এবং তাঁর প্রশংসার সাথে তাসবিহ করো। নিজ বান্দাদের পাপের খবর রাখার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। **(সূরা আল ফুরকান: আয়াত নং ৫৮)**

هُوَ اَلَّذِی یُحْیِی وَیُمِیتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْراً فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ كُن فَیَكُونُ ﴿٦٨﴾

To learn more click here

তিনিই চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাঁর জন্যে আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করে তোমরা কেবল তাঁকেই ডাকো। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। **(সূরা আল মুমিন: আয়াত নং ৬৮)**

তিরমিজি শরীফের হাদীস:

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ-

হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী, আমি সাহায্য চাচ্ছি আপনার রহমতের সাহায্যে।

আর নাসাঈ শরীফের হাদীস:

اللهم أصلح لي شأني كله ، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين-

হে আল্লাহ, আমার সমস্ত বিষয় সংশোধন করে দাও, আমাকে চোখের এক পলকের জন্যেও আমার নফসের উপর আমাকে ন্যস্ত করো না।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন, চিরঞ্জীব আল্লাহর কাছে ধর্না দেই, তাঁর ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ-নিষেধ পুরোপুরি ভাবে পালন করি। আল্লাহর সাথে শিরক না করি। কারণ শিরক এমন পাপ কাজ যেটা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। শিরক মুক্ত জীবন যাপন করার তৌফিক আল্লাহ আমাদেরকে দান করুন। আমিন।

اَلقَيُّوم

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৬৪ তম নাম 'القَيُّوم' আজকের আলোচনার বিষয়।
আরবি ভাষায় 'القَيُّوم' শব্দের মূল ق – و - م , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৬৬০ বার এসেছে। প্রতিষ্ঠা করা, দৃঢ় থাকা, জনগণ, বিচারের দিন, চিরস্থায়ী ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ القَيُّوم অর্থ: 'তিনি চিরস্থায়ী'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

اَللّٰهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ اَلْحَىُّ اَلْقَيُّومُ ﴿٢٥٥﴾

To learn more click here

আল্লাহ, নাই কোন ইলাহ তিনি ছাড়া। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। **(সূরা আল বাকারা: আয়াত নং ২৫৫)**

اَللّٰهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ اَلْحَى اَلْقَيُّومُ ﴿٢﴾

আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সমস্ত সৃষ্টির ধারক। **(সূরা আল ইমরান: আয়াত নং ২)**

وَعَنَتِ اَلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ اَلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً ﴿١١١﴾

সেদিন (বিচারের দিন) চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ীর উদ্দেশ্যে সবাই হবে নতশির। সেদিন ব্যর্থ হবে সে, যে বইয়ে আনবে জুলুম। **(সূরা তোয়াহা: আয়াত নং ১১১)**

বোখারী শরীফের হাদীস:

নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত সালাত আদায়কারীদের আল্লাহ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন।

তিরমিজি শরীফের হাদীস:

তুমি যদি মানুষকে ভালোবাসো এবং কাছে টানো, তাহলে বিচারের দিন তুমি আল্লাহর নিকটবর্তী হবে।

সুতরাং, প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন, বিচারের দিন যেন আমরা (দুনিয়ায় জুলুম করে) জুলুম বইয়ে নিয়ে না যাই। বিচারের দিন চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য এবং তার নিকটবর্তী হওয়ার জন্য আমরা নির্দিষ্ট সময়ে, নিয়মিত সালাত আদায় করি এবং মানুষকে ভালবাসি ও কাছে টানি।

আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করি। কারণ শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। আমিন।

اَلوَاجِد

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৬৫ তম নাম ‘الوَاجِد’ আজকের আলোচনার বিষয়।

To learn more click here

আরবি ভাষায় 'الوَاجِد' শব্দের মূল د - ج – و , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ১০৭ বার এসেছে। সন্ধান করা, সরবরাহ করা, জীবিকা দান করা, উদ্ভাবনকারী, পথ প্রবর্তক, পথপ্রদর্শক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ الوَاجِد অর্থ: 'তিনি পথ প্রবর্তক, পথপ্রদর্শক'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ يَجِدِ اَللَّهَ غَفُوراً رَّحِيماً ﴿١١٠﴾

যে কেউ পাপ কাজ করে কিংবা নিজের প্রতি জুলুম করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, দয়াবানই পাবে। **(সূরা আন নিসা: আয়াত নং ১১০)**

হযরত আইয়ুব আ: অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি আল্লাহর এই পরীক্ষার সময় সবর করেছিলেন। আল্লাহ তাকে সুস্থতা দান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আয়াত -

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاَضْرِب بِّهِ وَلاَ تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِّعْمَ اَلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾

আমরা তাকে (আইয়ুব কে) আরও আদেশ করলাম, এক মুষ্টি তৃণ নাও, তা দিয়ে আঘাত করো এবং শপথ ভঙ্গ করো না। আমরা তাকে পেয়েছি ধৈর্যশীল। কত যে উত্তম দাস ছিলো সে। আর সে ছিল আমার অভিমুখী। **(সূরা সোয়াদ: আয়াত নং ৪৪)**

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَىٰ ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَآلاًّ فَهَدَىٰ ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَآئِلاً فَأَغْنَىٰ ﴿٨﴾

রাসূল সা: কে আল্লাহ বলছেন:

তিনি (আল্লাহ) কি তোমাকে এতিম পান নি, আর আশ্রয় দেন নি? তিনি কি তোমাকে পথ হারা পান নি, অতঃপর সঠিক পথ দেখান নি? তিনি কি তোমাকে পান নি দরিদ্র, তারপর দান করেন নি প্রাচুর্য? **(সূরা দোহা: আয়াত নং ৬, ৭, ৮)**

বুখারী শরীফের হাদীস:

To learn more click here

তোমাকে অবশ্যই (কেয়ামত দিবসে) আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, তাঁর ও তোমার মধ্যে কোন পর্দা থাকবে না, কোন অনুবাদকের প্রয়োজন হবে না। তখন আল্লাহ প্রশ্ন করবেন: আমি কি তোমাকে সম্পদ দান করিনি? সে বলবে: হ্যাঁ। আল্লাহ আবার প্রশ্ন করবেন: তোমার কাছে কি আমি রাসূল প্রেরণ করি নি? সে বলবে: হ্যাঁ। তারপর সে তার ডান ও বাম দিকে তাকিয়ে জাহান্নাম ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না। সুতরাং তোমরা নিজেদের রক্ষা করো দান-খয়রাত করে তা যদি একটি খেজুরের অর্ধেকও হয়। যদি তাও সম্ভব না হয় তবে ভালো কথা ভালো উপদেশ দিয়ে নিজেদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।

সুতরাং, প্রিয় ভাই ও বোনেরা! বিচারের দিন আল্লাহর মুখোমুখি হওয়ার সময়, যেন আমাদের আমলনামায় ভালো কাজ মন্দ কাজের চেয়ে বেশি হয় সে প্রচেষ্টা আমাদের করা একান্ত কর্তব্য।

আমরা শিরক মুক্ত জীবন যাপন করি। কারণ আল্লাহ শিরকের গুনাহ মাফ করবেন না। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমিন।

اَلمَاجِد

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৬৬ তম নাম ‘المَاجِد’ আজকের আলোচনার বিষয়। আরবি ভাষায় ‘المَاجِد’ শব্দের মূল د - ج – م , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৪ বার এসেছে। মহিমান্বিত, মহৎ, সৌম্য, অতি উদার ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ المَاجِد অর্থ: ‘তিনি একমাত্র সম্মানিত, গৌরবান্বিত’।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

ইব্রাহিমের স্ত্রীকে যখন ফেরেস্তারা সুসংবাদ দিল যে, তার পুত্র সন্তান হবে তখন সে বিস্ময় প্রকাশ করে বললো- কিভাবে হবে আমি বৃদ্ধা ও স্বামী বৃদ্ধ? তখন ফেরেশতারা বললো:

قَالُوٓاْ أَتَعۡجَبِينَ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِ رَحۡمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَٰتُهُۥ عَلَيۡكُمۡ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِۚ إِنَّهُۥ حَمِيدٞ مَّجِيدٞ ﴿٧٣﴾

To learn more click here

তারা বললো: আপনি কি আল্লাহর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বিস্ময় বোধ করছেন? হে ঘরবাসী! এটা তো আপনাদের প্রতি আল্লাহর রহমত ও বরকত। নিশ্চয়ই তিনি সপ্রশংসিত, সম্মানিত। **(সূরা হুদ: আয়াত নং ৭৩)**

قٓ وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡمَجِيدِ ﴿١﴾

কাফ, সম্মানিত কোরআনের শপথ। **(সূরা কাফ: আয়াত নং ১)**

ذُو ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡمَجِيدُ ﴿١٥﴾

(আল্লাহ)মহিমান্বিত আরশের অধিপতি। **(সূরা আল বুরুজ: আয়াত নং ১৫)**

بَلۡ هُوَ قُرۡءَانٞ مَّجِيدٞ ﴿٢١﴾

তবে এ এক মহিমা মন্ডিত কুরআন। **(সূরা আল বুরুজ: আয়াত নং ২১)**

<u>বুখারী ও মুসলিমের হাদীস:</u>

রাসূল সা: এর সময়ের এক পরাশক্তি রোম সম্রাট হিরাকলের কাছে আবু সুফিয়ান (তখনও মুশরিক ছিল) বলেছিল: মুহাম্মদ সা: আমাদেরকে বলে:

يَقُولُ: اعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بالصَّلَاةِ، وَالصِّدْقِ، والْعَفَافِ، وَالصِّلَةِ -

তিনি (রাসূল) বলেন: তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর আর তাঁর সাথে কোন শিরক করো না। তোমরা তোমাদের বাপ দাদা যা বলে তা ছেড়ে দাও। আর তিনি আমাদেরকে সালাত, সত্যনিষ্ঠা, উদারতা ও মধুর সম্পর্কের হুকুম করেন।

সুতরাং, প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন, আমরা একমাত্র সম্মানিত, গৌরবান্বিত মহান আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে তাঁরই ইবাদত করি এবং সত্যনিষ্ঠভাবে জীবন যাপন করি। আল্লাহ আমাদেরকে শিরকমুক্ত জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

اَلوَاحِد

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

To learn more click here

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৬৭ তম নাম ‘اَلوَاحِد’ আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় ‘اَلوَاحِد’ শব্দের মূল د - ح – و , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৬৮ বার এসেছে। এক, অদ্বিতীয়, একত্র, একমাত্র, একক ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلوَاحِد অর্থ: ‘তিনি এক অদ্বিতীয়’।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ اَلرَّحْمَـٰنُ اَلرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

তোমাদের ইলাহ এক ও একক ইলাহ।কোন ইলাহ নেই তিনি ছাড়া। তিনি মহা দয়াবান পরম করুণাময়। **(সূরা আল বাকারা: আয়াত নং ১৬৩)**

قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَـٰهٍ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْوَاحِدُ اَلْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾

হে নবী! বল, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। প্রবল প্রভাবশালী এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। **(সূরা আল সোয়াদ: আয়াত নং ৬৫)**

لَّقَدْ كَفَرَ اَلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ اَللَّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَـٰهٍ إِلاَّ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾

ওরাও কুফুরি করেছে যারা বলে: আল্লাহ হলেন তিনজনের একজন। অথচ এক ইলাহ (আল্লাহ) ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তারা যা বলে তা থেকে যদি বিরত না হয়, তাহলে তাদের মধ্যে যারা কুফুরি করবে, অবশ্যই তাদের স্পর্শ করবে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। **(সূরা আল মায়েদা: আয়াত নং ৭৩)**

আহমদ শরীফের হাদীস:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ

হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই ঐ সমস্ত শিরক থেকে যেগুলো আমি জানি এবং তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি ওই সমস্ত শিরক থেকে যেগুলো আমি জানিনা।

To learn more click here

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, শয়তানের মূর্তি বানিয়ে পূজা সাধারনত আজকাল করা হয় না। কিন্তু নিজেদের কুপ্রবৃত্তি, খারাপ আশা-আকাঙ্ক্ষা, বদ-চিন্তাভাবনার কাছে নিজেকে সোপর্দ করার অর্থই হলো নিজের লাগামটা শয়তানের হাতে তুলে দেয়া- শয়তান যেদিকে চালায় সে দিকে চলা। এগুলোই হোল বর্তমানকালের শিরক। এগুলোর থেকে তওবা করে ফিরে না আসলে, আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের শিরক মুক্ত জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

اَلصَّمَد

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৬৮ তম নাম 'الصَّمَد' আজকের আলোচনার বিষয়। আরবি ভাষায় 'الصَّمَد' শব্দের মূল ص – م - د , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দ পবিত্র কোরআন মাজিদে ১ বার এসেছে। আল্লাহ الصَّمَد অর্থ: 'তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ, মুখাপেক্ষাহীন'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اَللّٰهُ اَلصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴿٤﴾

(হে নবী) বলে দাও: তিনি আল্লাহ, তিনি এক ও একক। তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষাহীন। তিনি জন্ম দেন না, তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। কেউ নেই তাঁর সমকক্ষ সমতুল্য। **(সূরা অল ইখলাছ: আয়াত নং ১ থেকে ৪)**

মুসলিম শরীফের হাদীস:

একটা সুন্দর দোয়া-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعفافَ والْغِنَى -

হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে হেদায়েত, তাকওয়া, পবিত্রতা ও অমুখাপেক্ষিতা প্রার্থনা করছি।

সুতরাং, প্রিয় ভাই ও বোনেরা! স্বয়ংসম্পূর্ণ মুখাপেক্ষাহীন মহান রাব্বুল আ'লামিন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ সমূহ পবিত্র কোরআন ও সহীহ হাদিস মোতাবেক আমরা যথাযথভাবে পালন করি। কোন মানুষ, জিন, ফেরেশতা, নবী রাসুল, পীর মুর্শিদ, পুরোহিত, আউলিয়া, দরবেশ, গাউস কুতুব কাউকে আমরা আল্লাহর আসনে সমাসীন না করি। সেটা হবে শিরকের গুনাহ। কুপ্রবৃত্তি, খারাপ লোভ-লালসা, বদ চিন্তা এগুলো

To learn more click here

শয়তানের অনুসরণের শামিল এবং শিরক। আল্লাহ আমাদের শিরকের গুনাহ মুক্ত জীবন যাপনের তৌফিক দান করুন। আমিন।

اَلْقَادِر

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৬৯ তম নাম 'القَادِر' আজকের আলোচনার বিষয়। আরবি ভাষায় 'القَادِر' শব্দের মূল ق - د - ر , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ১৩২ বার এসেছে। শক্তিমান, হুকুম দেয়া, আইন বিধিবদ্ধ করা, শক্তি, সক্ষম হওয়া ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ القَادِر অর্থ: 'তিনি শক্তিমান'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

لِلَّهِ ما فِى اَلسَّمَاواتِ وَمَا فِى اَلأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيٓ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اَللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَاَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

একমাত্র আল্লাহই মালিক যা কিছু রয়েছে মহাকাশে আর যা কিছু রয়েছে এই পৃথিবীতে। তোমাদের মনে যা কিছু আছে তা তোমরা প্রকাশ করো কিংবা গোপন রাখো, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের থেকে তার হিসাব গ্রহণ করবেন। তারপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন, আর যাকে ইচ্ছা আযাবে নিক্ষেপ করবেন। আর আল্লাহ সকল কাজে সর্বশক্তিমান। **(সূরা আল বাকারা: আয়াত নং ২৮৪)**

قُلْ هُوَ اَلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ اَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ اَلآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾

বলো: তিনি সক্ষম উপর থেকে তোমাদের প্রতি আযাব পাঠাতে, অথবা তোমাদের পদদল থেকে, কিংবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়ার স্বাদ আস্বাদন করাতে। দেখো, আমরা কিভাবে আয়াতসমূহ বর্ণনা করেছি যাতে করে তারা বোঝে। **(সূরা আল আনআ'ম: আয়াত নং ৬৫)**

To learn more click here

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٣﴾

তারা কি দেখে না যে, আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন মহাকাশ এবং পৃথিবী, এসবের সৃষ্টিতে তিনি কোন প্রকার ক্লান্তি বোধ করেন নি। তিনি মৃতকে জীবিত করতেও সক্ষম। হ্যাঁ, তিনি প্রতিটি বিষয়ই সর্বশক্তিমান। **(সূরা আল আহকাফ: আয়াত নং ৩৩)**

আবু দাউদ শরীফের হাদীস:

যদি কেউ সর্বদা প্রতিনিয়ত আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তার দুঃখ-বেদনা এবং উদ্বেগ দূর করার রাস্তা বের করবেন এবং তার জীবিকার ব্যবস্থা করবেন এমন স্থান থেকে যা সে আশা করে নি।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন, আমরা আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক দুনিয়ায় জীবন যাপন করি এবং প্রতিনিয়ত আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করি। শিরক মুক্ত জীবন যাপনের তৌফিক আল্লাহ আমাদের দান করুন। আমিন।

اَلْمُقْتَدِر

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৭০ তম নাম ‘اَلْمُقْتَدِر’ আজকের আলোচনার বিষয়। আরবি ভাষায় ‘اَلْمُقْتَدِر’ শব্দের মূল ق - د - ر, এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ১৩২ বার এসেছে। নির্ধারিত, পরিমাপ, পূর্বনির্দিষ্ট, পূর্নক্ষমতার, শক্তিধর, সর্বময় কর্তৃত্ব, সর্বশক্তির উদ্ভাবক ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلْمُقْتَدِر অর্থ: ‘তিনি শক্তিধর, পূর্নক্ষমতার মালিক, সর্বশক্তির উদ্ভাবক’।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴿٤٢﴾

অথবা আমরা তাদেরকে শাস্তির যে ওয়াদা দিয়েছি তা যদি (তোমার জীবনদ্দশাতেই) তোমাকে দেখাই। তাদের উপর আমার পূর্নক্ষমতার রয়েছে। **(সূরা আয যুখরুফ: আয়াত নং ৪২)**

To learn more click here

كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَـٰهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾

তারা আমাদের সবগুলো নিদর্শনই প্রত্যাখ্যান করেছিল, তখন আমরা তাদের পাকড়াও করি প্রবল শক্তিধরের পাকড়াও। **(সূরা আল কামার: আয়াত নং ৪২)**

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّـٰتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِى مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾

নিশ্চয়ই মুত্তাকিরা থাকবে জান্নাত এবং নদ-নদী নহরে। যথাযোগ্য আসনে মহাশক্তিধর সর্বময় কর্তৃত্বের মালিকের কাছে। **(সূরা আল কামার: আয়াত নং ৫৪, ৫৫)**

তিরমিজি শরীফের হাদিস:

যদি তোমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার হক আদায় করতে অর্থাৎ সঠিক তাওয়াক্কুল করো, তবে তিনি পাখিকে রিযিক দেওয়ার মতোই তোমাদেরকেও দিতেন, পাখি তো সকালে খালি পেটে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।

সুতরাং, প্রিয় ভাই ও বোনেরা! প্রবল শক্তিধর সর্বময় কর্তৃত্বের মালিকের পাকড়াও থেকে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করা প্রতিটি মানুষের উচিত। যিনি পূর্নক্ষমতার মালিক তাওয়াক্কুল (ভরসা) শুধু তাঁরই উপর করা যেতে পারে অন্য কারো উপর নয়। অন্য কারো উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করা শিরক। আল্লাহ আমাদের শিরক মুক্ত জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

اَلْمُقَدِّم

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৭১ তম নাম ‘اَلْمُقَدِّم’ আজকের আলোচনার বিষয়।
আরবি ভাষায় ‘اَلْمُقَدِّم’ শব্দের মূল ق - د - م , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৪৮ বার এসেছে। আগাম, প্রেরণ, পা, প্রাচীন, অগ্রগামী করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلْمُقَدِّم অর্থ: ‘তিনি অগ্রগামী করেন’।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

To learn more click here

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اَللّٰهُ اَلنَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٦١﴾

আল্লাহ যদি মানুষকে তার জুলুমের জন্য পাকড়াও করতেন, তাহলে পৃথিবীতে কোন জীবকে রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন তাদের নির্ধারিত সময়ে এসে উপস্থিত হয়, তখন তারা কিছুক্ষণও আগ-পাছ করতে পারে না। **(সূরা আন নাহল: আয়াত নং ৬১)**

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً ﴿١﴾ لِّيَغْفِرَ لَكَ اَللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً ﴿٢﴾

নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে বিজয় দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়। যেন আল্লাহ ক্ষমা করে দেন তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটি সমূহ। যেন তোমার প্রতি পূর্ণ করেন তাঁর নেয়ামতসমূহ আর পরিচালিত করেন তোমাকে সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর। **(সূরা আল ফাতহা: আয়াত নং ১, ২)**

মুসলিম শরীফের হাদীস:

তোমরা ক্ষণকাল বিলম্ব না করে সৎকাজে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অগ্রসর হয়ে যাও। কারণ শীঘ্রই অন্ধকার রাতের অংশের মতো ফিতনা দেখা দেবে। তখন মানুষ সকাল বেলা মমিন থাকবে, সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে। আবার সন্ধায় মুমিন থাকবে, সকালে কাফির হয়ে যাবে। তার দ্বীনকে দুনিয়ার স্বার্থের বদলে বিক্রি করবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! মৃত্যু নির্ধারিত সময়েই হবে এক মুহূর্তও আগপাছ হবে না। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য প্রতিটি বুদ্ধিমান মানুষের উচিত সঞ্চয় করা। দুনিয়ায় ভালো কাজ করা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আখিরাতের জীবনের কল্যাণের জন্যে আমাদের প্রচেষ্টা করা অতীব প্রয়োজন।

আসুন, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, হে আল্লাহ! দুনিয়াতে ভাল কাজ করার ও মন্দ থেকে বিরত থাকার তৌফিক দান করো। আল্লাহ আমাদেরকে শিরক মুক্ত জীবন যাপনের তৌফিক দান করুন। আমিন।

اَلْمُؤَخِّر

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

To learn more click here

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৭২ তম নাম ‘اَلمُوَخِّر’ আজকের আলোচনার বিষয়। আরবি ভাষায় ‘اَلمُوَخِّر’ শব্দের মূল ا - خ - ر, এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ২৫০ বার এসেছে। শেষ, সমাপ্তি, অন্য, পরবর্তী, প্রজন্ম, অবকাশ, দেয়া, দেরি করা, স্থগিত করা, পরকাল, পেছনে ফেলে দিন ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلمُوَخِّر অর্থ: ‘তিনি পেছনে ফেলে দেন’।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

هُوَ اَلأَوَّلُ وَاَلآخِرُ وَاَلظَّاهِرُ وَاَلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾

তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনি প্রকাশ্য, তিনি গোপন, প্রতিটি বিষয়ে তিনি জ্ঞানী। **(সূরা আল হাদিদ: আয়াত নং ৩)**

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اَللهِ إِذَا جَآءَ لاَ يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾

তাহলে তিনি ক্ষমা করে দেবেন তোমাদের পাপ সমূহ এবং তোমাদের অবকাশ দেবেন একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। জেনে রাখ, আল্লাহর নির্ধারিত সময়ে এসে পড়লে তা আর দেরী করা হয় না। যদি তোমরা জানতে। **(সূরা নূহ: আয়াত নং ৪)**

মুসলিম শরীফের হাদীস:

মানুষ মৃত্যু বরণ করলে তার আমল করার ক্ষমতার সমাপ্তি ঘটে, কিন্তু তিনটি আমল ব্যতীত- সদকায়ে জারিয়া। মানুষের জন্য উপকারী জ্ঞান। পূণ্যবান পরবর্তী বংশধর যারা মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! মৃত্যু অবধারিত। নির্দিষ্ট সময়েই মৃত্যুবরণ করতে হবে। আসুন, আমরা দুনিয়ায় ভাল আমল করি এবং সদকায়ে জারিয়া, মানুষের উপকারী জ্ঞান ও সৎ সন্তান রেখে যেন আমাদের মৃত্যু হয় সে ধরনের প্রচেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের শিরকমুক্ত সঠিক আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

اَلاوَّل

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

To learn more click here

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৭৩ তম নাম ‘اَلاوَّل’ আজকের আলোচনার বিষয়। আরবি ভাষায় ‘اَلاوَّل’ শব্দের মূল ا - و - ل, এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ১৭০ বার এসেছে। প্রথম, পরিবার, পূর্বপুরুষ, ব্যাখ্যা, আদি ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلاوَّل অর্থ: ‘তিনিই আদি’।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَهُوَ اَللّٰهُ لآ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ اَلْحَمْدُ فِى اَلأُولَىٰ وَاَلآخِرَةِ وَلَهُ اَلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾

তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। সমস্ত প্রশংসা তাঁর দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বভৌমত্ত তাঁরই এবং তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে আমাদের। **(সূরা আল কাসাস: আয়াত নং ৭০)**

فَلِلّٰهِ اَلآخِرَةُ وَاَلأُولَىٰ ﴿٢٥﴾

প্রকৃতপক্ষে পরকাল এবং প্রথম (জীবন) সবই আল্লাহর। **(সূরা আন নাজম: আয়াত নং ২৫)**

هُوَ اَلأَوَّلُ وَاَلآخِرُ وَاَلظَّاهِرُ وَاَلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾

তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনি প্রকাশ্য, তিনি গোপন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনি জ্ঞানী। **(সূরা আল হাদিদ: আয়াত নং ৩)**

মুসলিম শরীফের হাদীস:

হে আল্লাহ! তুমিই প্রথম তোমার পূর্বে কেউই নেই।

বোখারী শরীফের হাদীস:

আল্লাহ ছাড়া প্রথমে কিছুই ছিল না ।তাঁর সিংহাসন পানির উপর ছিল। সবকিছু তিনি কিতাবে লিখে নিজের কাছে রেখেছেন এবং তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন।

To learn more click here

সুতরাং, প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন, আদি অনন্ত, আল্লাহর হুকুম আহকাম আমরা নিয়মিত ভাবে আদায় করি। দুনিয়ায় সৎকাজ ও মানুষের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করি। মানুষের হক আদায় করি। কারো হক নষ্ট না করি। আল্লাহর সামনে কাউকে শরিক না করি। আল্লাহ আমাদের সৎ পথে পরিচালিত করুন। আমিন।

اَلاخر

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৭৪ তম নাম 'اَلاخر' আজকের আলোচনার বিষয়। আরবি ভাষায় 'اَلاخر' শব্দের মূল ا - خ - ر, এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ২৫০ বার এসেছে। পরকাল, বিচারের দিন, পিছনে পড়া, অন্য একটি, অন্যান্য, অবকাশ, অন্ত ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلاخر অর্থ: 'তিনিই অন্ত'।

<u>মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:</u>

وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلْأُولَىٰ وَٱلْـَٔاخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾

তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। সমস্ত প্রশংসা তাঁর প্রথম (দুনিয়াতে) ও শেষে (আখেরাতে)। সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে আমাদের। **(সূরা আল কাসাস: আয়াত নং ৭০)**

فَلِلَّهِ ٱلْـَٔاخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ﴿٢٥﴾

প্রকৃতপক্ষে, শেষ (আখিরাত) ও প্রথম (ইহকাল) সবই আল্লাহর। **(সূরা আন নাজম: আয়াত নং ২৫)**

هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْـَٔاخِرُ وَٱلظَّـٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾

তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনি প্রকাশ্য, তিনি গোপন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনি জ্ঞানী। **(সূরা আল হাদিদ: আয়াত নং ৩)**

To learn more click here

তিরমিজি শরীফের হাদীস:

কারও মনে আখেরাতের ধারণা চিন্তা বদ্ধমূল থাকলে আল্লাহ তার অন্তরের চাওয়া-পাওয়া থেকে তাকে মুক্ত করে দেন এবং তার অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, সে দুনিয়া প্রাপ্তিতে অসম্মত অনিচ্ছুক হয়ে যায়। আর কারো মনে দুনিয়ার চাওয়া-পাওয়ার ধারণা বদ্ধমূল থাকলে, আল্লাহ তার চোখের সামনে দরিদ্র হওয়ার ভয় ঝুলিয়ে রাখেন এবং তার ব্যাপারে গুলো বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত করে দেন, যদিও দুনিয়ায় সেটুকুই সে পায় যা তার জন্য আল্লাহর নির্ধারিত করে রেখেছেন।

সুতরাং, প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন, দুনিয়ার পিছনে আমরা না দৌড়াই। আখেরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেই। কারণ দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী। আল্লাহর সাথে কাউকে আমরা শরিক না করি। হে আল্লাহ আমাদেরকে আখেরাতমুখী করো, আখেরাতে আমাদেরকে তোমার রহম দ্বারা সহায়তা করো। আমিন।

اَلظَّاهِر

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৭৫ তম নাম ‘اَلظَّاهِر’ আজকের আলোচনার বিষয়। আরবি ভাষায় ‘اَلظَّاهِر’ শব্দের মূল ظ - ه - ر, এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৫৯ বার এসেছে। উপস্থিত হওয়া, প্রতীয়মান হওয়া, প্রদর্শিত, আসা, স্পষ্ট, সমর্থন, সহায়তা, অবলম্বন, আশ্রয়, প্রকাশ্য ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلظَّاهِر অর্থ: ‘তিনি প্রকাশ্য’।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

هُوَ اَلأَوَّلُ وَاَلآخِرُ وَاَلظَّاهِرُ وَاَلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾

তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনি প্রকাশ্য, তিনি গোপন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনি জ্ঞানী। **(সূরা আল হাদিদ: আয়াত নং ৩)**

তিরমিজি শরীফের হাদীস:

To learn more click here

যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে ভালবাসবে, আল্লাহ তার সাথে সাক্ষাৎকে ভালোবাসবেন। যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে বিমুখ হবে, আল্লাহ ও তার সাথে সাক্ষাতে বিমুখ হবে।

আবু দাউদ ও নাসায়ী শরীফের হাদীস:

বিচারের দিন প্রথম হিসাব নেয়া হবে সালাতের।

আবু দাউদ শরীফের হাদীস:

রাতে শোয়ার সময়, রাসূল সা: ডান হাত ডান গালের নিচে রেখে তিনবার এই দোয়া করতেন-

اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك -

হে আল্লাহ, যে দিন তুমি বান্দাদেরকে একত্রিত করবে সে দিনের তোমার আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করো।

সুতরাং, প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন, আমরা সতর্ক হয়ে যাই আল্লাহর কঠিন ও ভয়াবহ আযাব সম্পর্কে। বিচারের দিন নিজের নেক আমল ছাড়া স্ত্রী, পুত্র, ভাই, বন্ধু, টাকা পয়সা, দুনিয়ার প্রভাব-প্রতিপত্তি কোন কাজে আসবে না।

আল্লাহ আমাদেরকে শিরকমুক্ত সৎ ও মানুষের কল্যাণকামী আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

اَلبَاطِن

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৭৬ তম নাম 'اَلبَاطِن' আজকের আলোচনার বিষয়। আরবি ভাষায় 'اَلبَاطِن' শব্দের মূল ن - ط - ب , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ২৫ বার এসেছে। গোপন করা, ভেতরের জিনিস, উদর, গর্ভের মধ্যে, অন্তরঙ্গ, গোপন ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلبَاطِن অর্থ: 'তিনিই গোপন'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾

To learn more click here

তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনি প্রকাশ্য, তিনি গোপন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনি জ্ঞানী। **(সূরা আল হাদিদ: আয়াত নং ৩)**

মুসলিম শরীফের হাদীস:

যে আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে। যে আল্লাহ ও বিচারের দিনে বিশ্বাস করে সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে সদয় ব্যবহার করে। যে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে সে যেন তার মেহমানের প্রতি উদার হয়।

সুতরাং, প্রিয় ভাই ও বোনেরা! যার কাছে কোন কিছুই গোপন থাকবে না সেই আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের কাছে প্রেরিত আল কুরআনের হুকুম আহকাম আমরা মেনে দুনিয়ায় জীবন যাপন করি

আমরা মানুষের সাথে ভালো কথা বলি, তাদের সাথে ভালো আচরণ করি, মানুষের হক নষ্ট না করি, মানুষের কল্যাণ কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে।

হে আল্লাহ, আমাদেরকে দুনিয়ায় শিরকমুক্ত, সৎ, মানবউপকারী জীবন যাপন করার তৌফিক দান করো। আমিন।

اَلْوَالِى

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৭৭ তম নাম 'اَلْوَالِى' আজকের আলোচনার বিষয়। আরবি ভাষায় 'اَلْوَالِى' শব্দের মূল و - ل - ى , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ২৩২ বার এসেছে। দুর্ভোগ, বন্ধু, অভিভাবক, রক্ষক ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلْوَالِى অর্থ: 'তিনি প্রথম অধিকার বিস্তারকারী বাদশাহ'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

إِنَّ وَلِيِّـىَ اَللّٰهُ اَلَّذِى نَزَّلَ اَلْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى اَلصَّالِحِينَ ﴿١٩٦﴾

জেনে রাখো, আমার অলি (বন্ধু) হলেন আল্লাহ, যিনি কিতাব নাযিল করেছেন আর তিনি তো কেবল পুণ্যবানদের অলি হিসেবেই দায়িত্ব পালন করেন। **(সূরা আল আরাফ: আয়াত নং ১৯৬)**

To learn more click here

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوَءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

তার (মানুষের) জন্যে তার সামনে ও পেছনে একের পর এক পাহারাদার নিযুক্ত থাকে আল্লাহর নির্দেশে। তারা তার হেফাজত করে। আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। যখন আল্লাহ কোন জাতির অকল্যাণ চান, তখন তা রদ করা হয় না। তাদের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া কোন অলি নেই। **(সূরা আর রা'দ: আয়াত নং ১১)**

বুখারী ও হাদীসে কুদসি:

আল্লাহর বন্ধু অবশ্যই জয়লাভ করবে। যে আমার (আল্লাহ) বন্ধুকে শত্রু বানাবে, আমি (আল্লাহ) তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব।

সুতরাং, প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন, আমরা আল্লাহকেই একমাত্র অলি হিসেবে গ্রহণ করি। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান, তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের কোনো চিন্তার কারণ থাকবে না। আল্লাহ তাকেই অলি বানাবেন যিনি পুণ্যবান। হে আল্লাহ, আমাদেরকে শিরকমুক্ত ভাবে পূণ্যবান বান্দাহ হওয়ার তৌফিক দান করো। আমিন।

اَلْمُتَعَالِى

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৭৮ তম নাম 'اَلْمُتَعَالِى' আজকের আলোচনার বিষয়। আরবি ভাষায় 'اَلْمُتَعَالِى' শব্দের মূল ع - ل - و , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৭০ বার এসেছে। সমুচ্চ করা, উঁচু করা, অতিক্রম করা, সর্বোচ্চ, শ্রেয়, উদ্ধত, উত্তোলিত ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلْمُتَعَالِى অর্থ: 'তিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴿٩﴾

To learn more click here

তিনি গায়েব ও দৃশ্যের জ্ঞানী মহান ও সর্বোচ্চ মর্যাদার মালিক। **(সূরা আর রা'দ: আয়াত নং ৯)**

মুসলিম শরীফের হাদীস:

আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বান্দাকে সাহায্য করবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ভাইকে সাহায্য করবে।

একটি সুন্দর দোয়া:

اللهم إني اسألك حسن الخاتمه

হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে আমার জীবনের সুন্দর শেষ পরিসমাপ্তি প্রার্থনা করি।

সুতরাং, প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন আমরা আল কোরআন ও হাদিস মোতাবেক আমাদের জীবনকে পরিচালিত করি। কোরআন ও সহীহ হাদীসের জ্ঞান আমরা অর্জন করি। আমরা জানতাম না, এ ধরনের কৈফিয়ৎ আল্লাহ বিচারের দিন গ্রহণ করবেন না।

হে আল্লাহ, আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান দান করো, আমাদের বক্ষকে দ্বীনের সঠিক তাৎপর্য বুঝার ও সে মোতাবেক আমল করার তৌফিক দান কর। আমাদেরকে শিরকমুক্ত ভাবে তোমার নির্দেশ পালন করার যোগ্যতা আমাদের দান কর। আমিন।

اَلبِرّ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৭৯ তম নাম 'اَلبِرّ' আজকের আলোচনার বিষয়।
আরবি ভাষায় 'اَلبِر' শব্দের মূল ب - ر - ر , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৩২ বার এসেছে। ন্যায়পরায়ণতা, ন্যায়পরায়ণ, ধার্মিকতা, সদাচার, পবিত্রতা, সাধুতা, ন্যায্যতা, প্রভু, মালিক, মনিব ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلبِر অর্থ: ' তিনি পরম অনুগ্রহশীল'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

لَّيْسَ اَلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ اَلْمَشْرِقِ وَاَلْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ اَلْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاَللهِ وَاَلْيَوْمِ اَلآخِرِ وَاَلْمَلآئِكَةِ وَاَلْكِتَابِ وَاَلنَّبِيِّينَ ﴿١٧٧﴾

To learn more click here

পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোর মধ্যে (প্রকৃতপক্ষে) কোন পূন্য নেই। বরং পূন্য তো হলো: মানুষ ঈমান আনবে এক আল্লাহর প্রতি, শেষ দিবসের (আখিরাতের) প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আল্লাহর কিতাব ও নবীদের প্রতি। **(সূরা আল বাকারা: আয়াত নং ১৭৭)**

إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾

আমরা ইতোপূর্বে (পৃথিবীর জীবনে) তাঁকেই ডাকতাম, নিশ্চয়ই তিনি পরম অনুগ্রহশীল, পরম দয়াবান। **(সূরা আত তুর: আয়াত নং ২৮)**

<u>তিরমিজি শরীফের হাদীস:</u>

ন্যায়পরায়ণতা البر (আল বির্) হলো সুন্দর আচরণ, পাপ (الئثم) হলো অন্তরের অস্থিরতা এবং তুমি ঘৃণা করবে যে মানুষ তোমার এ অস্থিরতা জেনে যাক।

<u>বুখারী শরীফের হাদীস:</u>

সত্যবাদিতা মানুষের মধ্যে البر (ন্যায়পরায়ণতা) এর গুন আনয়ন করে এবং البر (ন্যায়পরায়ণতা) জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ সত্যকথা বলতে বলতে সাদিক (সত্যবাদী মানুষ) হয়ে যায়। মিথ্যা মানুষের মধ্যে নষ্টামি, মন্দ কাজ করা এর বদগুন নিয়ে আসে। আল ফুজুর জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যা বলতে বলতে আল্লার খাতায় তার নাম মিথ্যাবাদী হিসাবে লিখিত হয়ে যায়।

<u>বুখারী শরীফের হাদীস:</u>

ভালো কাজে কর্তব্যপরায়ণদের আল্লাহ তা'আলা আল আবরার উপাধি দিয়েছেন। কারণ তারা নিজেদের পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততির প্রতি কর্তব্যপরায়ন (আল বির্)। যেমন তোমরা কর্তব্য রয়েছে তোমার পিতামাতার প্রতি তেমনি তোমার কর্তব্য রয়েছে তার সন্তান-সন্ততির প্রতি।

সুতরাং, প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন আমরা পূণ্য কাজে নিয়োজিত থাকি। ন্যায়পরায়ণ, সুন্দর আচরণের অধিকারী হই। পাপ কাজে নিজেরা লিপ্ত না হই। পিতা-মাতা, স্ত্রী পুত্র পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করি। আশা করি আল্লাহ البر পরম অনুগ্রহশীলের করুণা আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের পথকে সুগম করবে। আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোক। আমিন।

اَلتوَّاب

To learn more click here

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৮০ তম নাম ‘اَلتوَّاب’ আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় ‘اَلتوَّاب’ শব্দের মূল ب - و - ت , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৮৭ বার এসেছে। অনুশোচনা করে সঠিক পথে ফিরে আসা, অনুশোচনা কবুলকারী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلتوَّاب অর্থ: ‘তিনি তওবা কবুলকারী’।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ اَلتَّوَّابُ اَلرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾

আমাদের প্রভু, আমাদের দু'জনকেই (ইব্রাহিম ও ইসমাইল) তোমার প্রতি মুসলিম বানাও, আর আমাদের বংশধরদের থেকেও তোমার প্রতি একটি মুসলিম উম্মাহ (অনুগত জাতি) বানাও। আমাদেরকে আমাদের ইবাদত পদ্ধতি শিখিয়ে দাও এবং আমাদের অনুশোচনা গ্রহণ করে আমাদের ক্ষমা করো। নিশ্চয়ই তুমি অনুশোচনা গ্রহণকারী, অতীব দয়াবান। **(সূরা আল বাকারা: আয়াত নং ১২৮)**

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابَا ﴿٣﴾

তখন তোমার প্রভুর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী। **(সূরা আন নাসর: আয়াত নং ৩)**

মুসলিম শরীফের হাদীস:

من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ـ

যে তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ ঢেকে রাখে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ ঢেকে রাখবেন।

বুখারী শরীফের হাদীস:

রাসূল সা: বলেন, আল্লাহর কসম, আমি প্রতিদিন সত্তরের অধিক বার তাওবা করি এবং আল্লাহর নিকট গুনাহ মাফ চাই।

To learn more click here

মুসলিম শরীফের হাদীস:

রাসূল সা: বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা পশ্চিম দিকে থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত (কিয়ামত পর্যন্ত) প্রতি রাতে তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে করে দিনের গুনাহগার তওবা করে। আর তিনি দিনে তাঁর হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে রাতের গুনাহগার তওবা করে।

সুতরাং, প্রিয় ভাই ও বোনেরা! ভুল আমাদের হয়ে যাবে, অন্যায় আমরা করে ফেলবো; তবে আল্লাহ التواب তিনি তওবা কবুলকারী। আমরা তাঁর কাছে অনুশোচনা করে ক্ষমা চাই। নিশ্চয়ই তিনি আমাদের তওবা কবুল করবেন। আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করি। আল্লাহর সাহায্য আমরা প্রার্থনা করি। আমিন।

اَلْمُنْتَقِم

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৮১ তম নাম 'اَلْمُنْتَقِم' আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় 'اَلْمُنْتَقِم' শব্দের মূল ن - ق - م , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ১৭ বার এসেছে। প্রতিশোধ, ক্রোধ-ঘৃণার ইত্যাদি অনুভব করা, ক্ষতিকর মনে করা, তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করা, শাস্তিদাতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلْمُنْتَقِم অর্থ: 'তিনি শাস্তিদাতা'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾

ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় যালিম আর কে, যাকে বারবার তার প্রভুর আয়াত স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, তারপরও সে তা উপেক্ষা করে চলেছে। আমরা অবশ্যই অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ নেবো। **(সূরা আস সাজদা: আয়াত নং ২২)**

فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ﴿٤١﴾

আমরা যদি তোমাকে নিয়ে যাই, তবু তাদের থেকে প্রতিশোধ নেবো। **(সূরা আয্ যুখরুফ: আয়াত নং ৪১)**

To learn more click here

يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾

যেদিন আমরা তোমাদের প্রবলভাবে পাকড়াও করবো, সেদিন অবশ্যই আমরা তোমাদের থেকে প্রতিশোধ নেবো। **(সূরা আদ দুখান: আয়াত নং ১৬)**

বুখারী শরীফের হাদীস:

রাসুল সাঃ একবার তার পিছনে শোরগোল এবং উটের উপর জোরে জোরে আঘাত করার শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি চোখের ইশারা করলেন এবং বললেন: তোমরা শান্ত হও। ত্বরান্বিত করা ধার্মিকতা ন্যায়পরায়ণতা নয়।

সুতরাং, প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আল্লাহর পাকড়াও ও প্রতিশোধ গ্রহন থেকে আমাদের বাঁচার চেষ্টা করা উচিত। দুনিয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক চলার মাধ্যমেই আমরা আল্লাহর পাকড়াও ও প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে বেঁচে থাকতে পারব। আল্লাহ আমাদেরকে শিরকমুক্ত ভাবে তাঁর নির্দেশ মোতাবেক জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন। যাতে করে আমরা তাঁর পাকড়াও ও প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে বাঁচতে পারি। আমিন।

اَلعَفُوّ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৮২ তম নাম ‘اَلعَفُوّ’ আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় ‘اَلعَفُوّ’ শব্দের মূল ع - ف - و , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৩৫ বার এসেছে। ক্ষমা করেছেন, অতিরিক্ত, ক্ষমা, যিনি ক্ষমা করেন ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلعَفُوّ অর্থ: ‘তিনি ক্ষমাশীল, তিনি ক্ষমা করেন এবং ভুল দোষ-ত্রুটি সম্পূর্ণরূপে মুছে দিয়ে পাক-পবিত্র করে দেন’।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً ﴿٤٣﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব পাপ মোচনকারী, পরম ক্ষমাশীল। **(সূরা আন নিসা: আয়াত নং ৪৩)**

To learn more click here

إِلاَّ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اَلرِّجَالِ وَاَلنِّسَآءِ وَاَلْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ﴿٩٨﴾ فَأُوْلَـئِكَ عَسَى اَللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اَللَّهُ عَفُوّاً غَفُوراً ﴿٩٩﴾

তবে সে সব লোকেরা নয়, যে সব দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা কোনো উপায় অবলম্বনের সামর্থ রাখে না এবং কোনো পথও খুঁজে পায় না। তারা সেসব লোক, শীঘ্রই আল্লাহ যাদের পাপ মুছে দেবেন, কারণ আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল। **(সূরা আন নিসা: আয়াত নং ৯৮, ৯৯)**

إِن تُبْدُواْ خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ اَللَّهَ كَانَ عَفُوّاً قَدِيراً ﴿١٤٩﴾

তোমরা যদি কল্যাণের কাজ প্রকাশ করো, কিংবা তা গোপন করো, অথবা যদি দোষ ক্ষমা করে দাও, তবে জেনে রাখো, আল্লাহ পাপ ক্ষমাকারী, শক্তিমান। **(সূরা আন নিসা: আয়াত নং ১৪৯)**

তিরমিজি, আন নাসায়ী ও ইবনে মাজার হাদীস:

রাসূল সা: এর দোয়া:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي -

হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমা করনেওয়ালা, তুমি ক্ষমা করতে ভালোবাসো, আমাদের ক্ষমা করে পাপ মোচন করে দাও।

সুতরাং ভাই ও বোনেরা দুনিয়ার জীবনে আমাদের দ্বারা পাপকাজ সংগঠিত হয়ে যায়। সাথে সাথেই আমাদের তাওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসতে হবে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও পাপ মোচনের দোয়া করতে হবে। ভবিষ্যতে এ ধরনের পাপ কাজে যেন আমরা নিয়োজিত না হই সে জন্যে সতর্ক থাকতে হবে।

আসুন আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি হে আল্লাহ শিরকমুক্ত হয়ে দুনিয়ার জীবন যাপনের তৌফিক দান কর। আমিন।

اَلرَّؤُوف

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৮৩ তম নাম ‘اَلرَّؤُوف’ আজকের আলোচনার বিষয়।

To learn more click here

আরবি ভাষায় 'اَلرَّؤوف' শব্দের মূল ر - ا - ف , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ১৩ বার এসেছে। করুণা, সহানুভূতি, অপরের দুঃখে দুঃখবোধ, দরদ, দয়া, মায়া, কৃপা, অনুকম্পা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلرَّؤوف অর্থ: 'তিনি আতিশয় সদয়'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

إِنَّ اَللَّهَ بِاَلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি স্নেহ পরায়ন, পরম দয়ালু। **(সূরা আল বাকারা: আয়াত নং ১৪৩)**

وَمِنَ اَلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ اَبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اَللَّهِ وَاَللَّهُ رَؤُوفٌ بِاَلْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

মানুষের মধ্যে এমন মানুষও আছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় নিজের জান-প্রাণ বিক্রয় (সমর্পণ) করে দেয়। আল্লাহ তাঁর এই (ধরনের) দাসদের প্রতি অতিশয় কোমল, দয়াবান। **(সূরা আল বাকারা: আয়াত নং ২০৭)**

وَلَوْلاَ فَضْلُ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اَللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

(তোমরা রক্ষা পেতে না) যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না হতো এবং আল্লাহ যদি কোমল, দয়াবান না হতেন। **(সূরা আন নুর: আয়াত নং ২০)**

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস:

তোমরা প্রত্যেকেই একজন মেষপালক, তার পালের জন্য দায়ী। নেতা একজন অভিভাবক, তার জনগণের জন্য দায়ী। একজন সাধারন পুরুষ লোক তার পরিবারের অভিভাবক এবং তার পরিবারের জন্য দায়ী। একজন স্ত্রীলোক তার সন্তান-সন্ততির জন্য দায়ী। দাস-চাকর তার মনিবের সম্পদ দেখাশুনার জন্য দায়ী।

সুতারাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা আসুন, যিনি আল্লাহ, আমাদের প্রতি অতিশয় সদয়, স্নেহপরায়ন, অতিশয় কোমল তাঁর নির্দেশ মোতাবেক দুনিয়ায় সৎভাবে জীবন যাপন করি এবং আমাদের অধীনস্থদের সে ভাবে পরিচালিত করি। আল্লাহ আমাদের শিরকমুক্ত ভাবে দুনিয়ায় চলার তৌফিক দান করুন। আমিন।

To learn more click here

مَلِكَ الْمُلْك

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৮৪ তম নাম ‘مَلِكَ الْمُلْك’ আজকের আলোচনার বিষয়। আরবি ভাষায় ‘مَلِكَ الْمُلْك’ শব্দের মূল ك - ل - م , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ২০৬ বার এসেছে। শক্তি, অধিকার করা, দখল রাখা, মালিক হওয়া, প্রভুত্ব, রাজত্ব, কর্তৃত্ব, আধিপত্য, ফেরেশতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ مَلِكَ الْمُلْك অর্থ: ‘তিনি বিশ্বজাহানের মালিক’।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

قُلِ اَللّٰهُمَّ مَالِكَ اَلْمُلْكِ تُؤْتِى اَلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ اَلْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ اَلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

(হে নবী) বলো: হে আল্লাহ, সমস্ত বিশ্ব জাহানের মালিক তুমি। যাকে ইচ্ছা তুমি ক্ষমতা দান করো এবং যার থেকে ইচ্ছা তুমি ক্ষমতা কেড়ে নাও। যাকে ইচ্ছা তুমি ইজ্জত দান করো, যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করো সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয়ই তুমি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। **(সূরা আলে ইমরান: আয়াত নং ২৬)**

বুখারী শরীফের হাদীস:

রাসূল সা: বলেছেন, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, ঈমানদারদের নিকট জান্নাতের বাসস্থান দুনিয়ার বাসস্থানের চেয়ে অতি পরিচিত মনে হবে।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা- বিশ্বজাহানের মালিক আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মান ও দিতে পারেন আবার অপদস্থ ও করতে পারেন। আমরা আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক জীবন যাপন করলে আশা করা যায়, তিনি আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে লাঞ্ছিত করবেন না এবং আমাদেরকে ইজ্জত দান করবেন। আসুন, আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শিরক না করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমিন।

ذوالجلال والاكرام

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

To learn more click here

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৮৫ তম নাম ‘ذوالجلال والاكرام’ আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় ‘ذوالجلال والاكرام’ এর দুটি শব্দ جلال এর মূল ل - ل – ج , পবিত্র কোরআন মাজিদে ২ বার এসেছে এবং اكرام এর মূল م - ر – ك , দ্বারা গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৪৭ বার এসেছে। আল্লাহ ذوالجلال والاكرام অর্থ: ‘তিনি অতীব মর্যাদাবান এবং সম্মানিত’।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

অতিশয় ধন্য পবিত্র মহান তোমার প্রভুর নাম, যিনি অতীব মর্যাদাবান এবং সম্মানিত। **(সূরা আর রহমান: আয়াত নং ৭৮)**

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

বাকি থাকবে কেবল তোমার মহামর্যাদাবান, সম্মানিত প্রভুর মুখমণ্ডল (সত্তা)। **(সূরা আর রহমান: আয়াত নং ২৭)**

রাসুল সাঃ দোয়া করতেন: মুসলিম শরীফের হাদীস:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ -

হে আল্লাহ, তুমি শান্তিদাতা, তোমার থেকেই শান্তি। পবিত্র মহান তুমি। অতীব মর্যাদাবান, সম্মানিত।

তিরমিজি শরীফের হাদীস:

যারা উদার তারা আল্লাহর নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে দূরে।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা আসুন অতীব মর্যাদাবান, সম্মানিত আল্লাহর নিরঙ্কুশ ইবাদত আমরা করি। ইবাদত তাঁর ও রাসুল সাঃ নির্ধারিত পন্থা ছাড়া অন্য কোন পন্থায় না করি। তাঁর ও রাসুল সাঃ এর নির্ধারিত পন্থা পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে বিশদ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীসকে আঁকড়ে থাকি, শিরক না করি। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। আমিন।

To learn more click here

اَلمُقسِط

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৮৬ তম নাম ‘اَلمُقسِط’ আজকের আলোচনার বিষয়। আরবি ভাষায় ‘اَلمُقسِط’ শব্দের মূল ط - س - ق , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ২৫ বার এসেছে। ন্যায় বিচার করা, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা, ন্যায়বিচারক ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কাসিতুনা অর্থ অন্যায়কারী। আল্লাহ اَلمُقسِط অর্থ: ‘ন্যায়বিচারক’।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

شَهِدَ اَللّٰهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ وَاَلْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ اَلْعِلْمِ قَآئِمَاً بِاَلْقِسْطِ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

আল্লাহর সাক্ষ্য দিচ্ছেন, নিশ্চয়ই কোন ইলাহ নেই তিনি ছাড়া। ফেরেশতা ও জ্ঞানীরাও এই সাক্ষ্য দেয়। আল্লাহ ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন ইলাহ নেই তিনি ছাড়া। তিনি মহাশক্তিমান, মহাবিজ্ঞানী। **(সূরা আলে ইমরান: আয়াত নং ১৮)**

قُلْ أَمَرَ رَبِّى بِاَلْقِسْطِ ﴿٢٩﴾

বলো, আমার প্রভু ইনসাফের নির্দেশ দিয়েছেন। **(সূরা আল আ’রাফ: আয়াত নং ২৯)**

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِاَلْقِسْطِ إِنَّ اَللّٰهَ يُحِبُّ اَلْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

(হে নবী) আর যদি তাদের মধ্যে ফয়সালা করো ন্যায়বিচার করবে। কারণ আল্লাহ ন্যায়বিচারকদের পছন্দ করেন। **(সূরা আল মায়েদা: আয়াত নং ৪২)**

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস:

বিচারের দিন আল্লাহ তাআলা সাত ধরনের লোকের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না। ১। ন্যায়বিচারক শাসনকর্তা। 2। শক্তিধর, মর্যাদাবান আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে যে যুবক

To learn more click here

বেড়ে উঠেছে। ৩। যার অন্তঃকরণ মসজিদের সাথে সংযুক্ত। ৪। দু ‘ব্যক্তি যারা আল্লাহর জন্য নিজেদেরকে ভালোবাসে এবং আল্লাহর জন্যেই ভালোবাসার বিচ্ছেদ হয়। ৫। সুন্দরী ও প্রভাবশালী কোন নারী কোন পুরুষকে কুকর্ম (জ্বেনা) করার আহবান করলে পুরুষ লোকটি অস্বীকৃতি জানিয়ে বলে: আমি আল্লাহকে ভয় করি। ৬। যে ব্যক্তি গোপনে এমনভাবে দান-খয়রাত করে, যে বাম হস্ত জানে না, যে ডান হাত দান করেছে। ৭। যে ব্যক্তি গোপনে একাকী আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে।

সুতারাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন, আমাদের পরিমণ্ডলে আমরা ইনসাফ- ন্যায়বিচার করি, কারণ আল্লাহ নিজে ন্যায়বিচারক এবং ন্যায়বিচারকারী ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠারকারীদের পছন্দ করেন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার ইবাদত ও ইনসাফ কায়েম করার তৌফিক দান করো। আমাদেরকে শিরক থেকে বাঁচিয়ে রাখো। আমিন।

اَلجَامِع

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৮৭ তম নাম ‘اَلجَامِع’ আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় ‘اَلجَامِع’ শব্দের মূল ج - م - ع , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ১২৯ বার এসেছে। একত্রিত করা, সংগ্রহ করা, সকলে একত্রিত, দুই বাহিনী মুখোমুখি অবস্থান নেয়া, সমবেতকারী ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلجَامِع অর্থ: ‘তিনি সকলকে একত্রিত করবেন’।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ اَلنَّاسِ لِيَوۡمٖ لَّا رَيۡبَ فِيهِ إِنَّ اَللَّهَ لَا يُخۡلِفُ اَلۡمِيعَادَ ﴿٩﴾

আমাদের প্রভু, নিশ্চয়ই তুমি জমা করবে সকল মানুষকে সেদিন, যে দিনটির (আগমনের ব্যাপারে) কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ খেলাফ করেন না ওয়াদা। **(সূরা আলে ইমরান: আয়াত নং ৯)**

يَوۡمَ يَجۡمَعُكُمۡ لِيَوۡمِ اَلۡجَمۡعِ ذَٰلِكَ يَوۡمُ اَلتَّغَابُنِ ﴿٩﴾

To learn more click here

যেদিন তিনি তোমাদের একত্রিত করবেন জমায়াতের দিন। সেটাই হবে হার-জিতের দিন। **(সূরা আত্ তাগাবুন: আয়াত নং ৯)**

اَللّٰهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اَللّٰهِ حَدِيثاً ﴿٨٧﴾

আল্লাহ তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি কেয়ামতের দিন তোমাদের অবশ্যই জমা করবেন, এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। আল্লাহর চেয়ে বড় সত্যবাদী আর কে? **(সূরা আন নিসা: আয়াত নং ৮৭)**

মুসলিম শরীফের হাদীস:

জুমুয়ার (অর্থাৎ মুসলিমদের জুমায়ার সালাত) পূর্বে পৃথিবীতে যারা এসেছিল আল্লাহ তাদেরকে নিজ কৃতকর্মের জন্য বিপথগামী করেছিলেন। ইহুদিদের ছিল সাবতের (শনিবার) দিন. খ্রিস্টানদের ছিল রবিবার দিন। আমাদের আল্লাহ দিয়েছেন জুমুয়ার দিন শুক্রবার। কেয়ামতের দিন তারা আমাদের পেছনে থাকবে। দুনিয়ায় আমরা শেষে এবং আখেরাতে আমরা প্রথম থাকবো।

তিরমিজি শরীফের হাদীস:

জুমার দিন (শুক্রবার) আসরের পর থেকে সূর্য ডোবার আগ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে থাকো, আশা করা যায় দোয়া কবুল হবে।

সুতারাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা! মৃত্যুর পর বিচারের দিবসে আল্লাহ আমাদেরকে একত্রিত করবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। দুনিয়ায় আল্লাহর এবাদত ও কল্যাণ কাজ করে পরবর্তী অনন্ত জীবনের জন্য আমরা পাথেয় সঞ্চয় করি।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে শিরকমুক্ত ভাবে তোমার পথে চলার তৌফিক দান করো। আমিন।

اَلْغَنِىُّ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৮৮ তম নাম ‘اَلْغَنِىُّ’ আজকের আলোচনার বিষয়।

To learn more click here

আরবি ভাষায় 'اَلْغَنِىُّ' শব্দের মূল غ - ن - ى , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৭৩ বার এসেছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ, প্রকৃত ধনী, ধনী ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلْغَنِىُّ অর্থ: 'তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকৃত ধনী'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

هَا أَنتُمْ هَـٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِۦ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِىُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا۟ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓا۟ أَمْثَـٰلَكُم ﴿٣٨﴾

হ্যাঁ, তোমরাইতো তারা, যাদের আল্লাহর পথে ব্যয় করতে ডাকা হচ্ছে, অথচ তোমাদের কেউ কেউ বখিলি করছে। যারা বখিলি করে তারা তো বখিলি করে নিজেদের প্রতিই। আল্লাহ প্রাচুর্যশীল আর তোমরা হলে অভাবী। তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তিনি তোমাদের বদলে অন্য লোকদেরকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, তারা তোমাদের মত হবে না। **(সূরা মুহাম্মদ: আয়াত নং ৩৮)**

ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿٢٤﴾

যারা বখিলি করে এবং মানুষকে বখিলি করার আদেশ করে এবং যারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা জেনে রাখুক, আল্লাহ অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত। **(সূরা আল হাদিদ: আয়াত নং ২৪)**

বোখারী শরীফের হাদীস:

অনেক সম্পদ থাকাটাই ধনাঢ্যতা নয়। মনের মহত্ব বড়ত্বই প্রকৃত ধনাঢ্যতা।

বুখারী শরীফের হাদীস:

তোমাদের কেউ যদি রশি দিয়ে বেঁধে এক বোঝা কাঠ পিঠে করে এনে বাজারে বিক্রি করে জীবিকা উপার্জন করে, আল্লাহ তার মুখমন্ডল রক্ষা করবেন। এটা তার জন্য অন্যের কাছে হাত পাতার চেয়েও অনেক ভালো। কারণ যার কাছে হাত পাতবে সে দিতেও পারে, নাও দিতে পারে।

সুতরাং, প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আল্লাহ যে অবস্থায় রাখেন সে অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকাই হলো তাকওয়ার লক্ষণ। কষ্ট করে হালাল উপার্জন, হারাম উপার্জনের চেয়ে অনেক ভালো। সৎ ভাবে যে আয় করার ব্যবস্থা আল্লাহ

To learn more click here

করে দিয়েছেন, তা থেকেই যতটা সম্ভব আল্লাহর পথে নিজ পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি ও অভাবীদের জন্য ব্যয় করতে আল্লাহর নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ আমাদেরকে বখিলিপনা থেকে মুক্ত রেখে শিরকমুক্ত জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

اَلمُغْنِى

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৮৯ তম নাম ‘اَلمُغْنِى’ আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় ‘اَلمُغْنِى’ শব্দের মূল غ - ن - ى , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৭৩ বার এসেছে। অভাবমুক্ত করবেন, ধনীর স্রষ্টা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلمُغْنِى অর্থ: ‘তিনি অভাবমুক্ত করেন, তিনি তোমাদের অভাবমুক্ত করবেন, তিনি ধনীর স্রষ্টা’।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

يٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦٓ إِن شَآءَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

হে ঈমানদার লোকেরা, মুশরিকরা অপবিত্র। সুতরাং এবারের পর তারা যেনো আর মসজিদুল হারামের কাছেও না আসে। তোমরা যদি দারিদ্র্যের আশঙ্কা করো, তবে আল্লাহ চাইলে তার নিজ অনুগ্রহে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়। **(সূরা আত তাওবা: আয়াত নং ২৮)**

মুসলিম শরীফের হাদীস:

সম্পদ জমা করার জন্য, কেউ যদি ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে, সে যেনো জ্বলন্ত অঙ্গার কামনা করলো। অতএব সে অল্প অথবা বেশি কামনা করুক।

মুসলিম শরীফের হাদীস:

To learn more click here

তিন অবস্থায় অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া যেতে পারে- ১। দেনা পরিশোধের জন্য। ২। প্রাকৃতিক দুর্যোগে সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেলে। ৩। যে দারিদ্রতায় নিমজ্জিত হয়েছে। এসমস্ত ক্ষেত্রেও বিশ্বস্ত তিনজন ব্যক্তি তার অবস্থা সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করবে।

মহান আল্লাহই আমাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন। অমুলক দারিদ্র্যের আশঙ্কা করা ঠিক নয়। ধনীদের এবং অবস্থাসম্পন্নদের উচিত অভাবী ও দরিদ্র্যের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দেয়া। যাকাত (ফরজ ইবাদত), সাদাকা (নফল ইবাদত), নাফাকা (আল্লাহর পথে ও মানুষের কল্যাণে ব্যয় করা) সম্পর্কে কোরআনে অসংখ্য আয়াত রয়েছে এবং প্রচুর সহীহ হাদিস রয়েছে। আসুন, আমরা এগুলো আমল করি। আল্লাহ আমাদের শিরক মুক্ত আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

اَلمَانِع

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৯০ তম নাম ‘اَلمَانِع’ আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় ‘اَلمَانِع’ শব্দের মূল ع - ن - م , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ১৭ বার এসেছে। বাঁধা দেয়া, বাধা দানকারী, আটকানো, ক্ষতি নিধনকারী, ক্ষতি নিবারক ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلمَانِع অর্থ: ‘তিনি ক্ষতি নিবারক, নিধনকারী’।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

هُوَ ٱلَّذِيٓ أَخۡرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ مِن دِيَٰرِهِمۡ لِأَوَّلِ ٱلۡحَشۡرِۚ مَا ظَنَنتُمۡ أَن يَخۡرُجُواْ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمۡ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِنۡ حَيۡثُ لَمۡ يَحۡتَسِبُواْۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعۡبَ يُخۡرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيۡدِيهِمۡ وَأَيۡدِي ٱلۡمُؤۡمِنِينَ فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ ﴿٢﴾

তিনিই আহলে কিতাবের কাফিরদের (বনু নাজিরের ইহুদিদের) বের করে দিয়েছেন তাদের আবাস থেকে প্রথমবার সমবেত ভাবে। তারা বেরিয়ে যাবে বলে তো তোমরা কল্পনাও করো নি। আর তারা মনে করেছিল, তাদের দুর্গগুলো রক্ষা করবে আল্লাহর পাকড়াও থেকে। কিন্তু আল্লাহ তাদের এমন দিক থেকে শাস্তি দিলেন, যা ছিল তাদের কল্পনারও বাইরে। আর তাদের অন্তরে সঞ্চার করে দিয়েছিলেন ভীতি। তারা নিজেদের হাতেই

To learn more click here

নিজেদের ঘর বাড়ি ধ্বংস করে ফেলেছিল এবং মুসলিমদের হাতেও। সুতারাং উপদেশ গ্রহণ করো চক্ষুমান ব্যক্তিরা। **(সূরা আল হাশর: আয়াত নং ২)**

<u>বুখারী শরীফের হাদীস:</u>

রাসূল সা: বলেছেন: আল্লাহ বলেন:

إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة -

বান্দাহ যখন আধ হাত আমার দিকে এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। আর যখন সে আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে দুই হাত এগিয়ে যাই। আর যখন সে আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়িয়ে যাই।

সুতরাং, প্রিয় ভাই ও বোনেরা! দুনিয়ার সমস্ত লোক যদি আমার আপনার ক্ষতি করতে চায় কিন্তু আল্লাহ যদি না চান তবে তারা আপনার আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। দুনিয়ার সমস্ত লোক যদি আমার আপনার উপকার করতে চায় কিন্তু আল্লাহ যদি না চান তবে তারা আপনার আমার কোনো উপকার করতে পারবে না।

আমরা যদি সৎভাবে জীবন যাপন করি তবে দুস্মন ও শত্রুর হাত থেকে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করবেন। কোরআন মজীদে আল্লাহ বহু ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি দুনিয়ার জীবনে ঈমানদারদের ও সৎকর্মশীলদের রক্ষা করেছেন কাফের মুশরিকদের হাত থেকে।

হে আল্লাহ! শিরকমুক্ত ভাবে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল হওয়ার তৌফিক আমাদেরকে দান করো। আমিন।

اَلضَّارّ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৯১ তম নাম ‘اَلضَّارّ’ আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় ‘اَلضَّارّ’ শব্দের মূল ض - ر - ر , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৭৪ বার এসেছে। ক্ষতি করা, সহ্য করা, বাধ্য করা, দৈন্যপীড়িত অনিষ্টের মালিক ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلضَّارّ অর্থ: ‘তিনি অনিষ্টের মালিক’।

To learn more click here

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَإِن يَمْسَسْكَ اَللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ ﴿١٧﴾

আল্লাহ যদি তোমাকে কোন কষ্টে ফেলেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউই নেই। আর তিনি যদি তোমাকে কোন কল্যাণ দান করেন, তবে অবশ্যই তিনি সব বিষয়ে শক্তিমান। **(সূরা আনআম: আয়াত নং ১৭)**

أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ اَلرَّحْمَـٰنُ بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلاَ يُنقِذُونَ ﴿٢٣﴾

আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য ইলাহ গ্রহণ করবো? রহমান যদি আমার কোন ক্ষতি করতে চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে রক্ষাও করতে পারবে না। **(সূরা ইয়াসিন: আয়াত নং ২৩)**

তিরমিজি শরীফের হাদীস:

আল্লাহ যখন তাঁর কোন বান্দার প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন দুনিয়াতে তার জন্য তাড়াতাড়ি বিপদ-আপদ নাজিল করে দেন। আর যখন তিনি তাঁর বান্দার প্রতি অমঙ্গলের ইচ্ছা করেন, তখন তাকে গুনাহের মধ্যে ছেড়ে দেন।

কষ্ট বেশি হলে সাওয়াবও বেশি হয়। আর আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তাকে পরীক্ষায় ফেলে দেন। যে ব্যক্তি এ পরীক্ষায় সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।

সুতারাং, প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিত দুনিয়ায় আমাদের কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আসুন, আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি- হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের কষ্ট ও মুসিবত থেকে রক্ষা করো। আমাদেরকে শিরকমুক্ত এমন জীবন যাপন করার তৌফিক দান করো, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। আমিন।

To learn more click here

اَلنَّافِع

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৯২ তম নাম ‘اَلنَّافِع’ আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় ‘اَلنَّافِع’ শব্দের মূল ع - ف - ن , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৫০ বার এসেছে। লাভ করা, কল্যাণ করা, লাভ দান করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلنَّافِع অর্থ: ‘তিনি লাভ দানকারী’।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

فَيَوْمَئِذٍ لاَّ ينفَعُ اَلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾

সে দিন (কেয়ামতের দিন) যালিমদের ওজর আপত্তিতে কোনো উপকার হবে না এবং তাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভেরও সুযোগ দেয়া হবে না। **(সূরা আর রুম: আয়াত নং ৫৭)**

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস:

يتْبعُ الميْتَ ثلاثَةٌ: أهلُهُ ومالُه وعمَلُه، فيرْجِع اثنانِ ويبْقَى واحِدٌ: يرجعُ أهلُهُ ومالُهُ، ويبقَى عملُهُ ـ

মৃত ব্যক্তিকে তিনটি জিনিস অনুসরণ করে: ১। তার পরিবার। ২।তার মাল। ৩। তার আমল। তারপর দুটি ফিরে আসে, আর একটি সাথে রয়ে যায়। ফিরে আসে তার পরিবার ও মাল। আর রয়ে যায় তার আমল।

সুতরাং, প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমাদের মৃত্যু অবধারিত। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য আমরা আল্লাহর ইবাদত করি ও সৎকর্মশীলদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই। কারণ আমাদের সৎ আমলই পারবে আমাদের উপকার করতে করবে এবং বিচারের দিনে। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর ও রাসুলের নির্দেশিত পন্থায় শিরকমুক্ত জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

اَلنُّور

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

To learn more click here

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৯৩ তম নাম ‘اَلنُّور’ আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় ‘اَلنُّور’ শব্দের মূল ن - و - ر, এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ১৯৪ বার এসেছে। আলো, আলোকিত করা, পরিষ্কার দেখা, উদঘাটন করা, প্রকাশ করা, নির্মলতা, আগুন, উপদেশ দেয়া ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلنُّور অর্থ: ‘ তিনি আলো’।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

اَللّٰهُ نُورُ اَلسَّمَاوَاتِ وَاَلأَرْضِ ﴿٣٥﴾

আল্লাহ মহাকাশ ও পৃথিবীর নূর। **(সূরা আন নূর: আয়াত নং ৩৫)**

يَهْدِى اَللّٰهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ ﴿٣٥﴾

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর নূরের দিকে। **(সূরা আন নূর: আয়াত নং ৩৫)**

يَوْمَ لاَ يُخْزِى اَللّٰهُ اَلنَّبِىَّ وَاَلَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاَغْفِرْ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾

সেদিন আল্লাহ অপমানিত করবেন না তাঁর নবীকে এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে। তাদের নূর দৌড়াবে তাদের সামনে দিয়ে এবং ডানে দিয়ে। তারা বলবে, আমাদের প্রভু, আমাদের জন্য পূর্ণ করে দাও (জান্নাতে পৌঁছা পর্যন্ত) আমাদের নূর এবং ক্ষমা করে দাও আমাদের। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান। **(সূরা আত্ তাহরিম: আয়াত নং ৮)**

বুখারী শরীফের হাদীস:

রাসুলের দোয়া: হে আল্লাহ, আমার বক্ষে নুর সঞ্চার করো, আমার জিহ্বায়, তোমার কানে, আমার চোখে, আমার উপরে, আমার নিচে, আমার ডানে, আমার বামে, আমার সামনে, আমার পিছনে নুর দান করো। আমার অন্তরে নূর দান করো। আমার জন্য নুর বর্ধিত করো এবং প্রশস্ত করো। হে আল্লাহ আমাকে নূর দান করো। আমার রগ শিরায় নূর ঢেলে দাও। আমার শরীরে, আমার রক্তে, আমার চুলে এবং আমার চামড়ায় নুর প্রদান করো।

To learn more click here

সুতরাং, প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রদর্শিত কোরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে আমাদের জীবনকে পরিচালিত করি। আর দোয়া করি, হে আল্লাহ, তুমি মহাকাশ ও পৃথিবীর নূর, আমাদেরকে তোমার নূরের দিকে হেদায়াত দান করো।

আরো প্রার্থনা করি হে আল্লাহ, শিরকমুক্ত ভাবে তোমার সন্তুষ্টি লাভের তৌফিক আমাদেরকে দান করো। আমিন।

اَلْهَادِى

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৯৪ তম নাম 'اَلْهَادِى' আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় 'اَلْهَادِى' শব্দের মূল ى - د - ه , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৩১৬ বার এসেছে। পথপ্রদর্শন, পথ দেখানো, দান, জবেহ সংক্রান্ত পশু, যে হেদায়াত প্রাপ্ত, হেদায়াত দান কারী ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلْهَادِى অর্থ: 'তিনি পথ দেখান, হেদায়াত দান করেন'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَاللَّهُ يَدْعُوَ إِلَىٰ دَارِ اَلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾

আল্লাহ দাওয়াত দিচ্ছেন দারুস সালামের (শান্তি নিবাসের) দিকে এবং তিনি যাকে চান পরিচালিত করেন সিরাতুল মুস্তাকিমে (সঠিক সুদৃঢ় পথে)। **(সূরা ইউনুস: আয়াত নং ২৫)**

إِنَّا هَدَيْنَاهُ اَلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ﴿٣﴾

আমরা তাকে জীবনযাপনের সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এখন সে ইচ্ছে করলে আমার কৃতজ্ঞ হয়ে চলতে পারে, কিংবা হতে পারে অকৃতজ্ঞ। **(সূরা আল ইনসান: আয়াত নং ৩)**

وَإِنَّ اَللَّهَ لَهَادِ اَلَّذِينَ آمَنُوٓاْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾

To learn more click here

অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে পরিচালিত করেন সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকে, যারা ঈমান আনে। **(সূরা আল হাজ্জ: আয়াত নং ৫৪)**

তিরমিজি শরীফের হাদীস:

রাসূল সা: এর দোয়া আল্লাহর নিকট -

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

হে হৃদয় ঘূর্ণায়নকারী (আল্লাহ) আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর দৃঢ় রাখো।

সুতরাং, প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন, আমরা আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি হে আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত দান করো এবং সীরাতুল মুস্তাকিমে পরিচালিত করো। যে পথে থাকলে তুমি সন্তুষ্ট হবে সে পথেই আমাদেরকে অবিচল রাখো। আমাদেরকে শিরকমুক্ত জীবন যাপন করার তৌফিক দান করো। আমিন।

اَلبَدِيع

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৯৫ তম নাম 'اَلبَدِيع' আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় 'اَلبَدِيع' শব্দের মূল ع - د - ب , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৪ বার এসেছে। উদ্ভাবন, পাল্টানো, পরিবর্তন সাধন করা, নতুনত্ব আনা, অস্তিত্বদানকারী ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلبَدِيع অর্থ: 'তিনি প্রথম অস্তিত্বদানকারী'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

بَدِيعُ اَلسَّمَاوَاتِ وَاَلأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾

তিনিই মহাকাশ ও পৃথিবীর অস্তিত্বদানকারী। তিনি যখন কোন কিছু সূচনা করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন শুধু সেটার উদ্দেশ্যে বলেন: 'হও' আর সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়। **(সূরা আল বাকারা: আয়াত নং ১১৭)**

To learn more click here

بَدِيعُ اَلسَّمَاوَاتِ وَاَلأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾

তিনি তো মহাবিশ্ব এবং এই পৃথিবীর অস্তিত্বদানকারী স্রষ্টা। কি করে থাকতে পারে তাঁর সন্তান? তাঁর তো স্ত্রীও থাকতে পারে না। কারণ সবকিছু তো তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞাত। **(সূরা আল আনআম: আয়াত নং ১০১)**

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস:

রাসুল সাঃ দোয়া করতেন: হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য ইসলাম গ্রহণ ও আত্মসমর্পণ করেছি, তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি, তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে ধাবিত হয়েছি এবং তোমারই নিকট ফয়সালা প্রার্থী হয়েছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার সম্মানের মাধ্যমে আশ্রয় চাই। যাতে তুমি আমাকে গোমরাহ না করে দাও। তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তুমি চিরঞ্জিব, তুমি মরবে না। আর জিন ও মানুষ সবই মরে যাবে।

সুতরাং, প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন, আমরা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করি- হে আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত দান করো, আমাদেরকে গোমরাহ করো না, আমাদের জন্য দুনিয়ায় তোমার পথে চলা সহজ করে দাও, এইরকম ইবাদাত করার তৌফিক দান করো যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। আমাদেরকে শিরক মুক্ত রাখো। আমিন।

اَلبَاقِى

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৯৬ তম নাম ‘اَلبَاقِى’ আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় ‘اَلبَاقِى’ শব্দের মূল ى - ق - ب , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ২১ বার এসেছে। বাকি থাকা, অবস্থান করা, অতিরিক্ত, অবশেষ, বাঁচা, অনন্ত, চিরস্থায়ী, শাশ্বত ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلبَاقِى অর্থ: ‘তিনি অবশিষ্ট থাকবেন’।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

ফেরাউনের যাদুকরেরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পরে বলেছিল:

To learn more click here

إِنَّآ آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ اَلسِّحْرِ وَاَللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿٧٣﴾

আমরা আমাদের প্রভুর প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে করে তিনি আমাদের ক্ষমা করে দেন আর তুমি আমাদেরকে যে ম্যাজিক দেখাতে বাধ্য করেছো সে অপরাধও। আল্লাহই সর্বোত্তম, এবং চিরস্থায়ী। **(সূরা তোয়াহা: আয়াত নং ৭৩)**

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو اَلْجَلَالِ وَاَلْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

বাকি থাকবে কেবল তোমার মহামর্যাদাবান, সম্মানিত প্রভুর মুখমণ্ডল (সত্তা)। **(সূরা আর রহমান: আয়াত নং ২৭)**

<u>মুসলিম শরীফের হাদীস:</u>

নুর আল্লাহর আবরণ-পর্দা, যদি তিনি এই পর্দা সরিয়ে দেন, তবে তাঁর মুখমন্ডলের উজ্জলতা ও দ্যুতি তাঁর দৃষ্টি সীমার মধ্যে সমস্ত সৃষ্টিকে জ্বালিয়ে দিবে।

সুতরাং, প্রিয় ভাই ও বোনেরা! পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে, বাকি থাকবে শুধু আল্লাহ তা'আলা। এবং তিনি মানুষ ও জিনকে আবার সৃষ্টি করে বিচারের সম্মুখীন করবেন। ভালো কাজের উত্তম পুরস্কার দান করবেন, খারাপ কাজের শাস্তি হবে জাহান্নামের আগুন। হে আল্লাহ, জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদেরকে বাঁচাও। তোমার রহমত দ্বারা আমাদের হিসাব সহজ করে দাও। দুনিয়ায় আমাদেরকে সাহায্য করো, যাতে আমরা শিরকমুক্ত হয়ে সঠিক পদ্ধতিতে তোমার ইবাদত ও সৎকাজ করে তোমার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। আমিন।

اَلوَارِث

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৯৭ তম নাম 'اَلوَارِث' আজকের আলোচনার বিষয়।

To learn more click here

আরবি ভাষায় 'اَلْوَارِث' শব্দের মূল ث - ر - و , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৩৫ বার এসেছে। উত্তরাধিকার হওয়া, উত্তরাধিকারী বানানো, সম্পদের উত্তরাধিকারী। আল্লাহ اَلْوَارِث অর্থ: 'তিনি সকল সম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকারী'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِى وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾

আমরাই হায়াত (জীবন) দেই এবং মৃত্যু ঘটাই এবং আমরাই ওয়ারিশ (মালিক)। **(সূরা আল হিজর: আয়াত নং ২৩)**

وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تُنفِقُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ ﴿١٠﴾

তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা কেন ব্যয় করবে না আল্লাহর পথে? অথচ মহাকাশ ও পৃথিবীর মালিকানা-উত্তরাধিকার তো আল্লাহরই। **(সূরা আল হাদিদ: আয়াত নং ১০)**

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস:

বিধবা, বৃদ্ধ ও মিসকিনদের (সাহায্যের) জন্য চেষ্টা সাধনাকারী আল্লাহর পথে জিহাদকারীর সমতুল্য। (বর্ণনাকারী আরো বলেন) আমার ধারণা তিনি এই কথাও বলেছেন: সে অবিরাম সালাত আদায়কারী ও সওমকারীর সমতুল্য।

বুখারী শরীফের হাদীস:

তোমরা কেবল তোমাদের দুর্বলদের (যে সাহায্য করো) তার ওয়াসীলায়ই (আল্লাহর) সাহায্য ও রিযিকপ্রাপ্ত হও।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমাদের সমস্ত সম্পদ দুনিয়াতেই রয়ে যাবে, এর কিছুই আমরা কবরে নিয়ে যেতে পারবো না। নেক আমল ছাড়া কিছুই আমাদের সাথে যাবে না। আমরা পুরোপুরি হিসাব করে মাল-সম্পদ ও ফসলের যাকাত (ওশর) আদায় করি। এছাড়াও সদাকা (অতিরিক্ত দান), ও নাফাকা (আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে আল্লাহর পথে ব্যয়) করি। যাকাত গরিবের অধিকার, গরিবের প্রাপ্য তাদের পাওনা আমরা তাদেরকে

To learn more click here

দিয়ে দিই। এ ছাড়াও অতিরিক্ত দান খয়রাত করি অসহায় লোকদের জন্য। আল্লাহ আমাদের শিরকমুক্ত ভাবে তাঁর ইবাদত ও মানুষের কল্যাণ করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

اَلرَّشِيد

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৯৮ তম নাম 'اَلرَّشِيد' আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় 'اَلرَّشِيد' শব্দের মূল ر - ش - د , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ১৯ বার এসেছে। সঠিক পথ, সত্য পথ, সঠিক পথ দেখানো ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلرَّشِيد অর্থ: 'তিনি সত্য, তিনিই সঠিক'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

لاَ إِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَد تَّبَيَّنَ اَلرُّشْدُ مِنَ اَلْغَيِّ ﴿٢٥٦﴾

দ্বীন (ইসলাম) গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা ও বল প্রয়োগ নেই। সঠিক পথকে উজ্জ্বল পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে ভ্রান্তপথ থেকে। **(সূরা আল বাকারা: আয়াত নং ২৫৬)**

জ্বীন সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক জ্বীন মুহাম্মদ সা: থেকে কোরআন শ্রবন করার পর বলেছিল:

وَأَنَّا لاَ نَدْرِيَ أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِى اَلأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً ﴿١٠﴾

আমরা জানিনা, বিশ্ববাসীর মন্দই কি চাওয়া হচ্ছে, নাকি তাদের প্রভু তাদের সঠিক পথে আনতে চাইছেন। **(সূরা আল জিন: আয়াত নং ১০)**

মুসলিম শরীফের হাদীস:

যে ব্যক্তি সঠিক পথের দিকে ডাক দেয়, তার জন্য এ পথের অনুসারীদের বিনিময়ের সমান বিনিময় হবে। এতে তাদের বিনিময় কিছুমাত্র কম হবে না। আর যে ব্যক্তি ভ্রান্ত পথের দিকে ডাক দেয়, তার উক্ত পথের অনুসারীদের গুনাহের সমান গুনাহ হবে। এতে তাদের গুনাহ কিছুমাত্র কম হবে না।

To learn more click here

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন, আমরা সঠিক পথ অনুসরণ করি। সঠিক পথ হলো কোরআন ও সহীহ হাদীসে (সিহাহ সিত্তাহ) যা বর্ণিত হয়েছে তাই। কুরআন বুঝা সহজ যেটা আল্লাহ কোরআনে সূরা আল কামারে বারবার বলেছেন, সাধারণত বুদ্ধি সম্পন্ন যে কোন পুরুষ-নারী কোরআন ও হাদীস বার বার পাঠ করলে সে অবশ্যই সঠিক পথের সন্ধান পাবে। সর্বোপরি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে। তিনিই কোরআন-হাদীস বোঝা সহজ করে দিবেন এবং সঠিক পথের সন্ধান দান করবেন। আসুন আমরা শিরকমুক্ত সঠিক পথে চলি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমিন।

اَلصَّبُور

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম 'আসমাউল হুসনার' ৯৯ তম নাম 'اَلصَّبُور' আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় 'اَلصَّبُور' শব্দের মূল ص - ب - ر , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ১০৩ বার এসেছে। ধৈর্য ধারণ করা, ধৈর্য, ধৈর্যের উপদেশ দেয়া, অবিচল থাকা, ধৈর্যশীল ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلصَّبُور অর্থ: 'তিনি ধৈর্যশীল'।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

يَاأَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُواْ اَسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اَللهَ مَعَ اَلصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

হে ঐ সমস্ত লোকেরা, যারা ঈমান এনেছো, তোমরা সবর ও সালাত দ্বারা (সাহায্য) শক্তি অর্জন করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সাথে থাকেন। **(সূরা আল বাকারা: আয়াত নং ১৫৩)**

يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُواْ اَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاَتَّقُواْ اَللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা সবর অবলম্বন করো, সবরের প্রতিযোগিতা করো এবং ঐক্যবদ্ধ থাকো, আর ভয় করো আল্লাহকে, অবশ্যই তোমরা সফলকাম হবে। **(সূরা আলে ইমরান: আয়াত নং ২০০)**

To learn more click here

وَٱلۡعَصۡرِ ﴿١﴾ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ﴿٣﴾

সময়ের শপথ! অবশ্যই মানুষ রয়েছে নিশ্চিত ক্ষতির মধ্যে। তবে তারা নয়, যারা ঈমান আনে, আমলে সালেহ করে, একে অপরকে সত্যের প্রতি অসিয়ত করে (উপদেশ দেয়) এবং (সত্যের উপর) সবরের সাথে অটল থাকার উপদেশ দেয়। **(সূরা আল আসর: আয়াত নং ১- ৩)**

বুখারী শরীফের হাদীস:

হযরত জুবায়ের ইবনে আদী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আনাস ইবনে মালিক রা: এর নিকট এসে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের তরফ থেকে আমরা যে কষ্ট পাচ্ছিলাম তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করলাম। তিনি বললেন: সবর করো, কারণ যে যুগেই আসুক না কেন, তার পরবর্তী যুগ অধিকতর খারাপ। এ অবস্থা তুমি তোমার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত চলবে। আমি একথা নবী সা: থেকে শুনেছি।

তিরমিজি শরীফের হাদীস:

তোমরা সাতটি জিনিসের পূর্বেই অবিলম্বে সকল কাজ করে ফেল। তোমরা কি এর অপেক্ষায় থাকবে যে, ১। এমন দারিদ্র আসুক যা ইসলামের নির্দেশ পালন থেকে ভুলিয়ে রাখে? ২। অথবা এমন ধন-সম্পদ আসুক যা ইসলামবিরোধীতার দিকে ঠেলে দেয়? ৩। অথবা এমন রোগ হোক যা শরীরকে খারাপ করে দেয়? ৪। অথবা এমন বার্ধক্য আসুক যা বুদ্ধি কে নষ্ট করে দেয়? ৫। অথবা মৃত্যু এসে পড়ুক? ৬। অথবা দুষ্ট দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করুক? ৭। অথবা কেয়ামত এসে যাক? আর কেয়ামত তো খুবি ভীষণ ও তিক্ত।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা! সময় থাকতে আমরা সাবধান হয়ে যাই। সত্য ও ন্যায়ের পথে সবরের সাথে আমরা অটল থাকি। আল্লাহর কুরআন ও সহীহ হাদীসে (সিহাহ সিত্তা) বর্ণিত পথই সত্য ও ন্যায়ের পথ। অন্যদেরকেও সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার উপদেশ দান করি।

আল্লাহ আমাদেরকে শিরকমুক্ত জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন। হে আল্লাহ, আমাদের বক্ষকে কোরআন ও হাদীস বুঝার জন্য খুলে দিন। হে আল্লাহ, কোরআন ও সহীহ হাদীসের জ্ঞানে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করুন এবং সে মোতাবেক আমলে সালেহ করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

সমাপ্ত

To learn more click here